

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল ও শাক্তরত্নাভ্যাসুয়োদিত আত ১৭ গুহ
বাক্যলা ব্যাখ্যা সমেত

পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কর্তৃক

(শাক্তরত্নাভ্যাস, মধুসূদন সরস্বতী, রামানুজ, আনন্দগীরি,

শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সমস্ত টীকা ও দ্বানাবিধ দর্শন

উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোড়ন পূর্বক) তৎকৃত

টীকা টিপ্পনিসহ বিশেষরূপে সংবদ্ধিত

ও সংশোধিত।

৩৩নং কলেজস্ট্রীট হুইতে

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন (মূলভ) সংস্করণ।

কলিকাতা, সিরলা ২০ নং সুকিয়া স্ট্রীট

বিজ্ঞানযন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৮০৯ শক।

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র

ভ্রম সংশোধন ।

আটের পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে পুঁক্তিতে "পৃথার ঔরস-
জাত" এই স্থলে "পৃথার গর্ভজাত" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

প্রকাশক ।

দ্রষ্টব্য

ধর্মের প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য আজ কাল হিন্দু
মাত্রেয়ই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সময়ে হিন্দু সন্তানগণ তাঁহা-
দের অবশ্যশিক্ষণীয় সংস্কৃত ভাষায় একবারেই অনভিজ্ঞ।
এ অবস্থায় একমাত্র শাস্ত্রে নিহিত ধর্মতত্ত্ব কি করিয়া বুঝি-
বেন? কিন্তু যদি শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মকথা বাঙ্গলা ভাষায়
বিশদ করিয়া বুঝান যায়, তাহা হইলে এ অধঃপতিত হিন্দু
সন্তানের পরমমঙ্গল সংসাদিত হইতে পারে। এ কারণে
শাস্ত্রের প্রকৃত অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যিক। এই উদ্দেশ্য
সাধন মানসে আমরা গত চৈত্র মাসে গীতা-অনুবাদে
প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করি। আমাদের প্রথমাবধিই
প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, একরূপ ভাবে অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিতে
হইবে, যাহাতে, একবারেই সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ
ব্যক্তিও, অনায়াসে একাধারে সমস্ত শাস্ত্রের স্বরূপ মহামূল্য
গীতাশাস্ত্র বুঝিতে সক্ষম হন। অথচ শাস্ত্রের বাহ্য
প্রকৃত রহস্য তাহাও উদ্ঘাটিত হয়। এই আশায়
শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি।
তাঁহাকে আমাদের মনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তিনি অত্যন্ত
প্রীত হইয়া বলিলেন, “স্বাধুসঙ্কল্প; কিন্তু দুঃখের বিষয় শাস্ত্রের
আধ্যাত্মিক রহস্য ভাষান্তরে অনুবাদ করা একরূপ অসম্ভব
বলিলেও অত্যাশঙ্কিত হইল না। সে সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশক
কথাই প্রায় অন্য ভাষায় পাওয়া যায় না। তবে অনেক কষ্টে

প্রচুর অধ্যায়ের সহকারে ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিলে একরূপ অনেকটা গীতার ভাব ব্যক্ত করিলেও করা যাইতে পারে" ইত্যাদি।

যখন অন্যান্য দুই বৎসরের কয়েক গীতা অনুবাদ হওয়া সম্ভবে না, তখন দুই তিন মাসের ভিতর প্রস্তুত হইয়া কিপ্রহস্তে সেই অনুবাদ কার্য সমাধা করিলে কিরূপে আশা তুষ্ট হইতে পারে? গ্রাহকগণের আগ্রহে তল্লদিন মধ্যেই গীতার অনুবাদ শেষ করিতে হইল।' অল্পদিনে অনুবাদ শেষ করিলাম বটে, কিন্তু গীতার প্রকৃত মর্ম ব্যাখ্যা করিতে জ্ঞানত কোথাও ক্রটি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় °

প্রকাশক।

মন্তব্য ।

আমাদের ভগবদ্গীতা নামক গ্রন্থখানির একটু অভ্যন্তর
প্রদেশে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে ইহা একটি অমূল্য
রত্নের খনি বিশেষ। ইহাতে যে কতই অমূল্য নিধি নিহিত
আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।- পৃথিবীতে জ্ঞানী,
অজ্ঞানী, এবং স্বল্পজ্ঞানী প্রভৃতি যত প্রকার মনুষ্য সম্ভবে,
তৎসমস্তেরই যথাসম্ভব মুক্তি বা ক্রমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত
যে যে উপায়ের বিষয়, সমস্ত উপনিষদ, বেদ ও ষড়দর্শনে
মিণীত হইয়াছে, তৎসমস্তই, এই গীতা গ্রন্থে সংগৃহীত
আছে। যোর তামস প্রকৃতির লোক,—যাঁহার চিত্ত নিতান্ত
স্তম্ভিত মলিন, নিতান্ত পাপাক্রান্ত, তিনি কি উপায়ের অব-
লম্বন করিলে এই ঘোরতর তামস ভাব হইতে বিমুক্ত
হইয়া ক্রমে রাজসিক ভাব, তৎপর সাত্ত্বিক ভাবে উপস্থিত
হইতে পারেন, রাজসপ্রকৃতি বা মধ্যম প্রকৃতির লোকেই
বা কি উপায়ের অনুসরণ করিলে রক্তোভাব পরিত্যাগ পূর্বক
সাত্ত্বিক ভাবে উন্নতি হইতে পারেন, এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন
বা উত্তম প্রকৃতির লোকেই বা কি উপায়ের দ্বারা সেই,
সমুপ্ত গুণাতীত পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন; কোন
ব্যক্তির চিত্ত কি উপায়ের দ্বারা মালিন্য বা চঞ্চলতাদি পরি-
ত্যাগপূর্বক ক্রমে নির্মলভাব বা বিশুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারে;
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি
সকল কি উপায়ের দ্বারা সংযত করিতে হয়; কি উপায়ের
দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম হয়. কিরূপেই বা বিহিত কর্তব্য .

অনুষ্ঠান করিতে হয়, কিরূপে উপাসনা করিতে হয় ; ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতিই বা কিরূপে অনুষ্ঠান করে ; মুক্তিলাভের নিমিত্ত কত প্রকার উপায় থাকিতে পারে ; আত্মোন্নতির পক্ষেই যে কত প্রকার উপায় নির্দিষ্ট আছে ; কোন ব্যক্তির, কিরূপ উপায় অনুসরণ করা উচিত, ঈশ্বরের কত প্রকার অবস্থা আছে ; তাহার কোন অবস্থা কাহাকে চিন্তা করিতে হয় ; ঈশ্বর কি পদার্থ, আত্মাই বা কি পদার্থ ; ব্রহ্ম কি, প্রকৃতি কি ; জীব কি, সম্বন্ধ কি ; রজোগুণ কি, তমোগুণ কি ; ইহারা কোথা হইতে আইসে, ইহাদের ক্রিয়ার প্রণালীই বা কিরূপ ; জীব কোথা হইতে আসে, কিরূপেই বা এই জগতের সৃষ্টি হইল ; মুক্তি কাহাকে বলে ; মন, বুদ্ধি, অভিমান, ও ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি, কিরূপ পদার্থ, কোথা হইতে আইসে ; কিরূপে জীবনমুক্ত হয়, কিরূপে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয় ; ইত্যাদি বহুতর বিষয় এই গীতা গ্রন্থে বিশেষ বিস্তার ও বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অধিক কি, ইহাতে একরূপ জগত 'বিবেক, বৈরাগ্য ও উদাসীন্য প্রকাশক উপদেশরাশি আছে যে, তাহা পাঠ করিলে, অন্ততঃ কিছু কালের নিমিত্ত পুরনোকও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। ইহা পাঠ করা কালে যত প্রকার কুপ্তবৃত্তি থাকে তৎসমস্তই যেন চূপসিয়া যায় ; বিষয় ভোগের বাসনা যেন বিলুপ্ত প্রায় হয়। দীতগ্রন্থ যতই পাঠ করিবে, ততই যেন ঈশ্বরের সহিত আশ্রয় ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধ হইতে থাকে, ক্রমেই ভক্তি বিবেক ও বৈরাগ্যাদির দ্বারা আশ্রিত হইয়া পরমানন্দ অর্জন করিতে থাকে। ঈশ্বরকথা এই গীতা শাস্ত্রের তুলনা

দেওয়া যায়; এমন ধারাঃ গ্রন্থই শুভীকৃত বিবল; অবশ্যই বেদ, উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে, এই গীতা' অপেক্ষায়ও অধিক পরিমাণে তথ্যকথা আছে তাহা সত্য; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একখানি গ্রন্থে এত কথা ও এত বিষয় লিখিত নাই। তাহার এক একখানি গ্রন্থ পাড়লে কতকগুলি কতকগুলি বিষয়েরই বিস্তার মতে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সকল বিষয় এক গ্রন্থে পাওয়া যায় না কেবল মাত্র গীতাগ্রন্থ পাড়লেহু পুরোক্ত সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতএব এই অংশে আমরা, বেদ, বেদান্ত ও দর্শন হইতেও এই গীতাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে পারি।

অতএব অন্ত কোন গ্রন্থ না পাড়িয়া কেবল এই গীতা গ্রন্থখানি রাত্ৰমত অধ্যয়ন করিলেহু, মানব কণ্ডব্যাকণ্ডব্যাদি জানিয়া তদনুসারে চলিলে, এতিকে পারিতক্ৰ উন্নাত অবধি নির্বাণ মুক্তি পর্যন্ত লাভ করিতে পারে; অতএব এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করা সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, ইহা অধ্যয়ন করিতে যে যে উপকরণের প্রয়োজন তৎসমুদয়রহ একরূপ অভাব বালিলেও বোধহয় অতুর্মুদু হয় না। ১য়, সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপাদি থাকা চাই; ২য়, অধ্যয়নকালে প্রবেশের ক্ষমতা চাই; ৩য়, সংসারশক্তি বা বিষয় ভোগ তৃষ্ণা অত্যন্ত কম থাকা আবশ্যিক, ঈর্ষ, ঈশ্বর এবং আত্মার উপর নিতান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা আবশ্যিক, ৪য়, ধর্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত একান্ত প্রবৃত্তি বা অনুরাগ থাকা চাই, এতদ্যতীত আরও অনেক গুণ থাকা আবশ্যিক। এইরূপ হইলে তিনি গীতা অধ্যয়নের

উপযুক্ত পাত্র হইলেন। তৎপর উপযুক্ত একজন গুরু থাকিও
 আবশ্যক, যাহার নিকট এই মহাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে
 হইবে। যিনি দৈশেষিক জ্ঞান ও সাহিত্যাদি দর্শনশাস্ত্র এবং
 বেদান্ত (উপনিষৎ) শাস্ত্রাদিতে বিশেষ "অভিনিবেশ" সম্পন্ন,
 এবং সর্কদা জ্ঞানার্থী চিন্তাপরায়ণ, বিবেক, বৈরাগ্য, শুদাসীল,
 ভক্তি শ্রদ্ধা, সমন্বিত, নিরপেক্ষ, শৌচআচার ও উপাসনাদি
 তৎপর, এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ নিপুণ, ইত্যাদি গুণ
 যুক্ত হইলে, তাহাকে উপযুক্ত গুরু বলা যায়। ঈদৃশ গুরুর
 নিকট অধ্যয়ন করিলেই গীতা রহস্য বুঝা যাইতে পারে।
 এই সমুদয়ই গীতা অধ্যয়নের উপকরণ। এখন বর্তমান
 সমাজের অবস্থাও দেখুন, তাহাই হইলেই বুঝিতে পারিবেন
 'যে গীতা অধ্যয়নের প্রকৃত উপকরণ আছে কিনা।' সমাজের
 মধ্যে কএকজন সাক্ষণ পণ্ডিত ব্যতীত আর কাহারই
 সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত অধিকার নাই ইহা বোধহয় সকলেই
 স্বীকার করিবেন। তৎপর অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করার
 ক্ষমতা প্রভৃতি অন্যান্য গুণ বা উপকরণের বিষয় চিন্তা করিতে
 গেলে হৃদয় বড়ই বিহ্বল ও হতাশাস হইয়া পড়ে। বিশেষ
 নব্য সমাজের অবস্থা আরও ভয়াবহ ও শোচনীয় মনে
 হইতেছে, এ অবস্থায় গীতা অধ্যয়ন কেন, দেশের যে কোন
 শাস্ত্র অধ্যয়ন করাই, ইহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব মনে
 করি। সমাজের চিত্র করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়
 অতএব সংক্ষেপে কেবল দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারাই
 ইহা বুঝানির চেষ্টা করিব। নব্যসমাজের 'অনেকগুলি
 লোকের অবস্থা' ত্রিক যেন 'চুণোগলির ফিরাঙ্গির অবস্থার জায়

হইয়া পড়িয়াছে । • চুণেগিলির ষ্টিফান্সের পুকে নিগুঞ্জায়েচ্ছই ছিল, সুতরাং ম্লেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহারাদি তাহাদের পূর্ণ মাতায়ই ছিল, কিন্তু এখন বহুদিন যাবৎ এদেশে বসতি করা নিবন্ধন এদেশীয় লোকের সঙ্গে সংস্রব হইয়া ক্রমে অর্ধ বাঙ্গালী ও অর্ধ ম্লেচ্ছ পরিণত হইয়াছে । এখন উহারা ম্লেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং ম্লেচ্ছীয় ভাবভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদি অনেকটা বিস্মৃতি হইয়াছে, আবার বাঙ্গালী হইতেও অনেক প্রকার প্রকৃতি, ভাব, ভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদির সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার তখন দিকেই নাই । ইহাদের অন্তঃকরণ এখন দুপ্রকার স্বভাব বা প্রকৃতির দ্বারা সংগঠিত । সুতরাং ইউরোপীয় স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির মর্ম ও উহারা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, আবার বাঙ্গালীর স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদির মর্ম ও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না । কারণ কোন ব্যক্তির স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ঠিক সেইরূপ স্বভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যিক, ক্রুর, খল, শট, হিংস্র এবং ভণ্ড পাষাণের আন্তরিক প্রকৃতি বা স্বভাব কিরূপ তাহা, একজন পরম সাধু ব্যক্তি কোন রূপেই অনুভব করিতে পারিবেন না । তাহারা কেবল উহাদের বাহিরের কার্য প্রণালীই •সন্দর্শন' করিয়া বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা হইয়া যে উহারা ঐ সকল কুক্রিয়াদি করে তাহা কিরূপে বুঝিবেন ? আবার অভ্যন্ত কুপ্রকৃতির লোকও সাধু ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম ভাব বা প্রকৃতি বা স্বভাব অনুভব করিতে পারিবেন না । আবার এক এক প্রকার আচার ব্যবহারের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলেও সেইসেই আচার ব্যবহারবা

হওয়া আবশ্যিক, নচেৎ তাহার রহস্য 'হৃদয়ঙ্গম' করা যায় না। মনে করুন, হিন্দুগণ শ্রদ্ধা ও সন্ধ্যা বন্দনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু এইটি বাস্তবিক কি ব্যাপার ইহার রহস্যই বা কি ইহা দ্বারা কি হয়, তাহা একজন ইউরোপীয়ান কোন প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহার কোন পুরুষেও এইরূপ কোন আচরণ করে নাই, অতএব তিনি বাহির হইতে তিল, তণ্ডুল, ও কুঁশ কুমুমাতির ছড়াছড়ী দেখিয়া একটা পাগলামি ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারিবেন না। রীতিমত ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই উহার প্রকৃত মর্ম্মাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এইরূপে ইউরোপাদি দেশেও অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে যাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি না। সুতরাং চুণোগাগর ফিরিঙ্গদের পৃক্কোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে।

আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেরই বাল্যকালাবধি বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীয় সংসর্গ এবং প্রবলতর অনুচিকীর্ষা প্রভাবে ঐ ফিরিঙ্গর ন্যায়, বাঙ্গালী, না এক বারে স্নেহ এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহাদের এই দেশেই জন্ম এবং চিরদিন পর্য্যন্ত এই দেশের সঙ্গে সংস্রব করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এই দেশীয় স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদি সমূলে অবশ্যই হইতে পারেন না, বাঙ্গালী স্বভাবের প্রভা বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়, সুতরাং স্নেহ স্বভাব পুণ্যমাত্রায় আধিকার করিতে পারিতেছে না, অতএব ইহারা বহু যত্ন করিলেও স্নেহীয় স্বভাব, ও আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আবার স্নেহীয় শিক্ষা, স্নেহীয় সংসর্গ এবং তীক্ষ্ণ অনুকরণে

প্রভাবে স্নেহীয়া স্বভাবের দ্বারাও অতিশয় অতিভূত হইয়া পড়ি-
 য়াছেন, সুতরাং বাঙ্গালীর স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির
 প্রকৃত মর্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। ইহারা
 দেশের সকল প্রকার আচার ব্যবহার ও স্বভাবাদিই স্নেহীয়া
 সংস্কারানুসারে, সেই দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। চুনোগুলির
 ফিরিঙ্গিরা যেমন এদেশীয় ব্যবহার ও আচারাদিকে স্নেহীয়া
 ভাবে মিশাইয়া নূতন এক প্রকার অদ্বিত্য ভাবে ধারণা করিয়া
 গয় ইহারাও সেইরূপই বুঝেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানই হিন্দুর
 মুখ্যতম ধর্ম, এবং যে যে শক্তির বিকাশ হইলে, কিম্বা যে যে
 অনুষ্ঠান করিলে সেই তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হয়, তাহাই হিন্দু, ধর্ম
 বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহারা তাহাকে “রিলিজেন” অর্থাৎ সমাজ
 বন্ধনের নিয়ম বিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। হিন্দুদেগের, মূর্তি
 অধিষ্ঠানে বা সালগ্রামাদি যন্ত্রে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে
 “আইডলেটারি” পুতল পূজা বলিয়া বুঝেন, সর্বগুণ ক্রিয়াতীত
 সর্বব্যাপক চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে “গড” অর্থাৎ স্বর্গবাসী স্পিরিট
 বলিয়া বুঝেন, অহৈতুকী ভক্তি বা স্বাভাবিক অনুরাগকে কৃতজ্ঞত
 বলিয়া বুঝেন, এবং আধ্যাত্মিক ঘটনা বিশেষ আত্মকে “সেরিমণি”
 বলিয়া বুঝেন, এইরূপ, আত্মা মন, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি সকল পদার্থ ও
 সমস্ত আচার ব্যবহারকেই রিলাতী দৃষ্টিতে বুঝিয়া থাকেন,
 দেশীয় কোন বিষয়েরই প্রকৃত মর্মে প্রবেশ করিতে পারেন না,
 এই গেল এক সম্প্রদায়ের কথা। যাহারা এই সম্প্রদায়ের অন্ত-
 গর্ত নহেন তাঁহাদেরও সংস্কৃত ভাষায় প্রায় সকলেরই অধিকার
 নাই, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় গীতা অধ্যয়ন করা এবং তাহার
 রহস্য সকল হৃদয়ঙ্গম করা এককালে অসম্ভব বলিলেই হয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবান্শ্চ কিমকুর্ষত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দুর্গেমুধনস্তদা ।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
পশ্চাতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চক্ৰম্ ।
ব্যাঢ়াং দ্রুপদপুত্রেন তব নিষোণ ধীমতা ॥ ৩ ॥
অত্র শূরা মহেষাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানা বিরটেশ্চ দ্রুপদশ্চ মহাশখঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বাঁধ্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ সৈব্যশ্চ নরপুংসবঃ ॥ ৫ ॥
দুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ দীর্ঘ্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ষ এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥
অশ্বাকক বিশিষ্টা য়ে তান্নিবোধ বিজোহম ।
নাটিকা মম সৈন্যশ্চ সংজ্ঞার্থং ত্বান্ ব্রবীমি তে ॥

भलान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदन्तिर्जयद्रथः ॥ ८ ॥
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥
अपर्याप्तुं तदश्वकं बलं भीमाभिरस्फितम् ।
पर्याप्तुं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरस्फितम् ॥ १० ॥
अग्नेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
भीममेवाभिरक्षन्तु भवन्तुः सर्वे एव हि ॥ ११ ॥
तत्र सञ्जनयन् हर्षं कुरूवृद्धः पितामहः ।
सिंहनादं विन्द्योच्छेदः शङ्खं दध्वा प्रतापवान् ॥ १२ ॥
ततः शङ्खाश्च तेष्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसैवाभ्याहन्तु स शकलमुल्लोहभवन् ॥ १३ ॥
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शूदने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवैश्च दिव्यो शङ्खो प्रदध्नुः ॥ १४ ॥
पाण्डुश्च कृष्णकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पौण्ड्रं दध्वा महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥
काशश्च परमेष्वासः शिखण्डी च कर्णावधः ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
सौभद्रश्च महाबाहूः शङ्खान्दध्नुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयन् ।
नभश्च पृथिवीकैव तुमुल्लोहान्नुनन्दयन् ॥ १९ ॥

• অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

অর্জুন উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োশ্চৈব রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥২১॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্

কৈর্ময়ীঃ সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥

যোঃ স্মানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাধ্বতাঃ

ধার্তরাষ্ট্রশ্চ দুর্কু ক্লেয়ু ক্লে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

সঞ্জয় উবাচ ।

• এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুভয়োশ্চৈব স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

উবাচ পার্থ পশ্চৈতান সুমবেতান্ কুরুনিত্তি ॥২৫॥

তত্রাপশ্যং স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্নাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥

শশুরান্ সূহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োঃ পি ॥ ২৬ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্কান্ বন্ধুনবস্থিতান্

কৃপয়া পরয়ানিষ্টো বিধীদন্নিদমব্রবীঃ ॥ ২৭ ॥

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্ট্বা মান্ সজ্ঞানান্ কৃষ্ণ যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্ ।

স্টীদন্তি মম পাত্ৰাণি মুখক পরিভুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

• স্নীতীদং সতে হস্তাঃ ত্বকু চৈব পরিদহতে ॥ ২৯ ॥

न च शक्राम्यवष्टाहं अमतीव च मे मनः ।
निमित्तानि च पश्यामिषिपरीतानि केशव ॥ ३० ॥
न च श्रेयोः नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहने ।
न काङ्क्षे विजयं क्व न च राज्यं सुथानि च ॥ ३१ ॥
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यभोगाः सुथानि च ॥ ३२ ॥
त इमेहवन्विता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥ ३३ ॥
मातुलाः शशुराः पौत्राः शालाः सम्यक्निस्तथा ।
एतान् हन्तुमिच्छामि व्रतोऽपि मधुसूदन ॥ ३४ ॥
अपि त्रैलोक्यराज्यं हेतोः किन् महीकृते ।
निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः श्राद्धनार्दन ॥ ३५ ॥
पापमेवाश्रयेदन्वान् हतैस्तान्नाततायिनः ।
तद्धारिणी वयं हतुं धार्तराष्ट्रान् सवाक्कवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुधिनः श्याम माधव ॥ ३६ ॥
मद्यप्येते न पश्यान्ति लोभोपहतचेतसः ।
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३७ ॥
कथं न श्रेयमस्माभिः पापादम्भान्निवर्तितुम् ।
कुलक्षयकृतं दोषं अपशुद्धिर्जनार्दन ॥ ३८ ॥
कुलक्षये प्रणशन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मो नष्टे कुलं कुरुक्षेत्रे भङ्गोऽस्ति ॥ ३९ ॥
अधर्मात्तिथवां क्व प्रदृश्यान्ति कुलप्रियः ।
क्षीरं दृष्ट्वा वाक्शरं ज्ञायते वर्णसङ्करः ॥ ४० ॥
सङ्घरो नरकैरेव कुलघ्नानां कुलम् ॥ ४१ ॥

(५)

पुत्रं पित्रो ह्येषां सुप्रसिद्धोदकक्रियाः ॥ ४१ ॥

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।

उत्सद्यान्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शश्विजाः ॥ ४२ ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरके नियतं वामो भवतीत्यनुश्रुतम् ॥ ४३ ॥

अहो वत मुहं पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलोभेन हस्तं स्वजनमुद्यताः ॥ ४४ ॥

यदि मामप्रतीकारमशक्तं शत्रुपापयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्यन्त्ये कैमदरं त्रवे ॥ ४५ ॥

सञ्जय उवाच ।

एवमुक्त्वा र्जुनः संख्ये रूथोपसू उपाविश ॥

विस्मयं सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४६ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादो नाम प्रथमोऽध्यायः ।

द्वितीयोऽध्यायः

सञ्जय उवाच ।

तन्वथा कृपयाविष्टमक्षुर्णाकुलेक्षणम् ।

विषीदन्मिदं वार्क्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

कुतश्च कश्चलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनार्ष्यञ्जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

मा क्रेव्यांगच्छ कोऽप्येय नैतत् त्वय्युपपद्यते ।

क्रुद्धं क्षण्यदोर्जलात् ताकेऽतिष्ठ परश्वप ॥ ३ ॥

(७)

অর্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।
ইমুর্ভিঃ প্রতিযোংস্মামি পূজার্নাবরিসূদন ॥ ৪ ॥
গুরুনৃহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোকুং তৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্ গুরুনিহৈব •
ভূঞ্জীয় ভোগান্ কুধিরপ্রদিশ্চানু ॥ ৫ ॥
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনো গরীয়ো
ংদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানৈব হত্বা ন জিজীবিষাব-
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমুচচেতাঃ ।
যচ্ছে যঃ স্মান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে
শিষ্যস্কেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদাদৃ
যচ্ছোকমুচ্ছে ষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃক্ং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকৈশঃ পরস্তপঃ ।
ম যোংস্ম ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা হৃকীং বভূব হ ॥ ৯ ॥
তমু ব্ধচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধে বিষীদস্তনিকং বচঃ ॥ ১০ ॥

(१०)

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশোচ্যানশোচস্বং প্রজ্জাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাস্থনগতাস্থংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥
ন ত্বেবাহং জাতু নামং ন ত্বং নেমে জনাধিপ্নঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥
দেহিনোহশ্বিনু যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্তিধীরস্তত্র ন মুহতি ॥ ১৩ ॥
মাত্রাস্পর্শাস্ত্র কোন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ৰম ভারত ॥ ১৪ ॥
যঃ হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষৰ্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিত্বিঃ ॥ ১৬ ॥
অবিনাশি তু উদ্বিদ্ধি যেন সর্ষমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত্র ন কশ্চিৎ কর্ত্বমর্হতি ॥ ১৭ ॥
অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শুরীরিণঃ ।
অনাশিনোহপ্রমেয়শ্চ তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥
ন এনং বেত্তি হস্তারিং যট্টশ্চনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হস্ততে ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচি-

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততোহস্মিৎ পুরাণো ।

ন হস্ততে হস্ত্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

वेदाविनाशिनूँ नित्यं य एनमङ्गनव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हस्ति कम् ॥ २१ ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि, ग्रह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

ग्रह्णानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

अक्लेदोऽयमदाहोऽयमक्लेदोऽशोषा एव च ।

नित्यः सर्कगतः स्वागुरुचलोऽयं सनातनः ।

अवाक्लोऽयमचित्तोऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥ २४ ॥

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचिषुमहूँसि ॥ २५ ॥

अथ चैनं नित्यजातं न्नित्यं वा मग्नमेतत् ।

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचिषुमहूँसि ॥ २६ ॥

जातञ्च हि ऋबोमत्तुर्बवं जन्म मृतञ्च च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचिषुमहूँसि ॥ २७ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भावत ।

अव्यक्तानिधनाश्रेय तत्र कथं परिदेवना ॥ २८ ॥

आश्चर्यवत् पशति कश्चिदेन-

माश्चर्यवद्दति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्छेनमग्नः शृणोति

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चिन् ॥ २९ ॥

देही नित्यमवक्ष्याम्यं देहे सर्कसु भारते ।

तस्मात् सर्काणि भूतानि न त्वं शोचिषुमहूँसि ॥ ३० ॥

सुधर्ममपि चावेक्ष्य न विकल्पितुमर्हसि ।
धर्म्यान्नि युक्ताच्छ्रेयोऽश्रुत् कृत्रियं न विद्यते ॥ ७१ ॥
यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
सूथिनः कृत्रियाः पार्थ लभन्ते युक्तमीदृशम् ॥ ७२ ॥
अथ चेवमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यासि ।
ततः सुधर्म्यं कीर्तिकं हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ७३ ॥
अकीर्तिकापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
संभावितं चाकीर्तिश्मरणदतिरिच्यते ॥ ७४ ॥
भयादनादुपरतं मंशुन्ते द्वां महारथाः ।
येषां त्वं बहुमतो भूत्वा वीर्यानि लाभस्य ॥ ७५ ॥
अवाचावादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्त्यस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नू किम् ॥ ७६ ॥
हते वा प्राप्स्यसि स्वर्गं हित्वा वा भोक्तव्ये महौम् ।
तस्माद्दुर्निष्ठं कोऽस्तु य युक्त्यै कृतनिश्चयः ॥ ७७ ॥
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युक्त्या युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ७८ ॥
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
बुक्त्या युक्तो यदा पार्थ कर्मवक्त्रं प्रहास्यसि ॥ ७९ ॥
नेहातिक्रमनाशोऽस्ति प्रतीवाये न विद्यते ।
अन्नमप्यस्य धर्म्यं त्रायते महतो भयां ॥ ८० ॥
व्यवसायश्चिकीर्षुः कुरुनन्दन ।
बहूनां ह्यनन्तांश्च बुक्त्वोऽव्यवसायिनाम् ॥ ८१ ॥
वामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादवर्त्ताः पार्थमान्मदस्तीतिवादिनः ॥ ८२ ॥

कामात्मानं स्वर्गपरां ज्ञानकर्षणप्रदाम् ।
क्रियाविशेषवहलां भोगैश्वर्यगतिप्रति ॥ ४७ ॥
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् ।
बावसायात्त्रिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४८ ॥
त्रैशुण्यविषया वेदा निरुद्धेऽण्येऽभावाद्भुन ।
निद्रहन्वा नित्यसङ्गहो निर्योगक्लेश आश्रयान् ॥ ४९ ॥
यावानर्थ उदपाने सर्कतः संप्लुतोदके ।
तावान् सर्केषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानितः ॥ ५० ॥
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूमि ते सङ्गोऽहङ्गकर्मणि ॥ ५१ ॥
योगश्चः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्ध्यासिद्ध्याः समो भूत्वा समतृप्तं योग उच्यते ॥ ५२ ॥
दरेण हवरं कर्म बुद्धियोगात्कनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमविच्छ कर्माणां फलहेतवः ॥ ५३ ॥
बुद्धियुक्ता जहातीह उभे शुकृतदुष्कृते ।
तस्मात् योगाय युज्यन् योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५४ ॥
कर्मज्ञं बुद्धियुक्ताहि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मवन्निर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यानामयम् ॥ ५५ ॥
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्क्यातितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्बन्धं श्रोतव्यं श्रुतं च ॥ ५६ ॥
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५७ ॥
अर्जुन उवाच ।
श्रुतप्रज्ञश्च का भाषा समाधिर्ह्यश्च केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम् ॥५४॥

श्रीकृष्णवाच ।

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आश्रयेवाश्रया तूष्णः स्थितप्रज्ञस्तदेत्याते ॥ ५५ ॥

दुःखेषु ह्युद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्भू निरुच्यते ॥ ५६ ॥

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तु त्वं प्राप्य शतशतम् ।

नातिनन्दति न द्रोष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

यदा संहरते चायं कूर्शोऽङ्गानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

षडतो ह्यपि कोत्सेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रमत्तं मनः ॥ ६० ॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मूढपरः ।

वशे हि यश्चेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु प्रजायते ।

सङ्गां संजायते कामः कुमां क्रोधां भिजायते ॥

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहां स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिल्लंघनाद् बुद्धिनाशां प्रणशति ॥ ६३ ॥

रागद्वेषविषुक्तैस्तु विषयान्निद्रियैश्चरन् ।

आश्रयशैर्निधेयाया प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरश्नोपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्यशुभं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

नास्ति बुद्धिर्युक्तश्च न चायुक्तश्चि भावना ।

न चाभावयतः शास्त्रिरशास्त्रश्च कृतः सुखम् ॥ ७७ ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यमनोऽनुविधीयते ।

तदञ्च हरति प्रज्जां वायुर्न विमिवास्तसि ॥ ७८ ॥

तन्माद्यश्च महाबाहो निगृहीतानि सर्कशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तु प्रज्जा प्रतिष्ठिता ॥ ७९ ॥

या निशा सर्कभूतानां तस्यां जागर्ति संवमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पशुतो मुनेः ॥ ८० ॥

आर्ष्यामाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्द्वं ।

तद्द्वं कामा यं प्रविशन्ति सर्के

स शास्त्रिमाप्नोति न कारकामी ॥ ९० ॥

बिहार कामान् यः स्मरान् पुमांश्चरति निस्पृहः ।

निश्चमो निरहङ्कारः स शास्त्रिमधिगच्छति ॥ ९१ ॥

एषा वाक्की स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुहति ।

स्थिताश्चामस्तुकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ९२ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।

तृतीयोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ज्यारसौ चेत् कर्मणश्चे मत्ता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत् किं कर्मणि चोरेऽर्थां निमोक्षयसि केशव ॥

ব্যামিশ্রেণেৰ্ণ বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নু যাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ । -
জ্ঞানযোগেন স্নাত্থ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

ন কৰ্মণাম্ভারত্নৈককৰ্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে ।

ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্মকং ।

কার্যতে হবশঃ কৰ্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈশ্চৈগৈঃ ॥ ৫ ॥

কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আন্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থাণ্ণ বিমূঢ়ায়া মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যদ্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যরততেহর্জুন ।

কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কৰ্মযোগমসক্লঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কৰ্ম ত্বং কৰ্ম জ্যায়ো হুকৰ্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেকৰ্মণঃ ॥ ৮ ॥

বজ্জার্থাং কৰ্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

সংহযজ্জাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘ বোহস্থিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্যথ ॥ ১১ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্ত্বন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তান্ প্রদাত্বৈষুভ্যাং যো ভুঙ্ক্রে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

वञ्जशिष्टाशदः संज्ञा मुच्यन्ते सर्वकिञ्चिदैः ।

भुङ्क्षते ते क्षुधं पापा ये पचन्त्याश्चकारणां ॥१०॥

अन्नान्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

वज्राद्भवति पर्जन्यो वज्रः कर्मसमुद्भवः ॥ ११ ॥

कर्म ब्रह्माद्भवत् विद्मि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तन्मां सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्जे प्रतिष्ठितम् ॥ १२ ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अधायुरिन्द्रियारामो मोक्षं पार्थ स जीवति ॥ १३ ॥

बुद्ध्याश्चरतिरेव श्लाघ्याश्चतुष्टयं मानवः ।

आश्चर्येव च सङ्गुह्यन्तु कार्यां न विद्यते ॥ १४ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापारकः ॥ १५ ॥

तस्मादिसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तोऽहाचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १६ ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमाप्सिता जनकादयः ।

लोकसंग्रहमेवापि संग्रहं कर्तुमर्हसि ॥ १७ ॥

बद्धदाचरति श्रेष्ठस्तुतदेवेतरो जनः ।

स वत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ १८ ॥

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ १९ ॥

यदि ह्यहं न वर्तेयं जीतुं कर्मण्यतस्मिन् ।

मम वञ्चानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २० ॥

उत्सीदेयुरिष्टे लोका न क्षुर्यान् कर्म चेदहम् ।

सर्वरश्च च कर्ता श्यामपहन्तामिमाः प्रजः ॥ २१ ॥

सुक्ताः कर्षुण्यविद्वांसो यथा कर्षुण्यित्तारत ।
कर्षुण्यविद्वांसुथासक्तुचिकीर्षुर्नोकसुंग्रहम् ॥ २५ ॥
न बुद्धिभेदं जनयेदजानां कर्षुसङ्गिनाम् ।
ज्योषरेण सर्वकर्षाणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्षाणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढाया कर्ताहमिति मथ्यते ॥ २७ ॥
तद्विदुर्ब्रह्मवाहो गुणकर्षुविभाग्योः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सङ्गते ॥ २८ ॥
प्रकृतेर्गुणसंयुताः सङ्गते गुणकर्षुम् ।
तानकंठविदो मन्वान् कंठविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥
यसि सर्वानि कर्षाणि सत्याश्रयाद्यचेतसा ।
निराशीर्निश्चयो भूत्वा युध्यन् विगतद्वयः ॥ ३० ॥
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनश्यन्तो मृत्युञ्जये देहपि कर्षुण्यः ॥ ३१ ॥
ये वेत्तदश्रुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्वि नृत्तानचेतसः ॥ ३२ ॥
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्जानवानपि ।
प्रकृतिं वाञ्छन्तु भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥
इन्द्रियश्लथियशार्थे रागद्वेषो व्यवहिनो ।
तस्मैर्न बभूवुर्गच्छन्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वमुत्थितात् ।
स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच ।

अनिच्छन्पि वाक्के र्ण बलादिव नियोजितः ॥ ७७ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ७९ ॥

धूमेनाव्रियते वह्निरथैतददर्शो मलेन च ।

यथोत्थेनावृते गर्तस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ७८ ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।

कामरूपेण कोत्सेय हृस्पूरेणानलेन च ॥ ७९ ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरश्चाधिष्ठानमुच्यते ।

एते विभोहयतेषु ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ८० ॥

तस्मात्प्रमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पापानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ८१ ॥

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेर्धः परतस्तु सः ॥ ८२ ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तुत्या अग्निमाग्निना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ८३ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
कृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ।

चतुर्थोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

ईदं विवस्वते षोडशं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकूवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত মিমং রাজর্ষয়ো বিহুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥
স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোকৃতঃ পূর্বাতনঃ ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্তং হেতুস্তমম ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং তুমাদৌ প্রোকৃতবান্নিতি ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।
তাগ্ৰহং বেদ সর্কাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥ ৫ ॥
অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন ।
প্রকৃষ্টিং শ্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাম্মায়য়া ॥ ৬ ॥
যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্নানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাঙ্গানং হৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশাকুচ হৃকৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তদ্বৃতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥
বীতরাগভয়ক্ৰোধা মদ্রয়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপস্য পুতা মদ্রাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥
যে যথা মমং প্রপাদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মুম বশ্বানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ ॥ ১১ ॥
কাজ্জন্তুঃ কর্মণাং সিদ্ধিং বজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ ॥

चातुर्वर्ग्यं च सृष्टं गुणद्वयविभागः ।
तच्च कर्तारमपि मां विद्व्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४ ॥
एवं ज्ञात्री कृतं कर्म पुंस्त्वेरपि युमुक्षुतिः ।
कुरु कर्त्स्नेव तस्मात्त्वं पुंस्त्वेः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥
किं कर्म किमकर्षेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्रे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुद्धात् ॥ १६ ॥
कर्मणोऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणोऽपतिः ॥ १७ ॥
कर्मण्यकर्म यः पश्येत्कर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥
यश्च सुखे समारुहः कामसङ्गवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥
तयक्तं कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रुयतोऽपि नैव किञ्चिं करोति सः ॥ २० ॥
निराशीर्यतचित्ताश्चा तयक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किञ्चिदम् ॥ २१ ॥
यदृच्छालाभसङ्गो हृन्दातीतो सिमं सरः ।
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥
कृतसङ्गश्च मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
आयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नेर्ब्रह्मणा हतम् ।
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পৃথুর্পাসতে ।
 ব্রহ্মাণ্যবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥
 শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়ান্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
 শকাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥
 সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।
 আত্মসংযমযোগাঘ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
 দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা বোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
 স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
 অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।
 প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥
 অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ।
 সর্কেহপোতে যজ্ঞবিদৌ যজ্ঞকৃতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥
 যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
 নারং লোকেহস্ত্যযজ্ঞশ্চ কুতোহন্তঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥
 এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিতত্য় ব্রহ্মণো মুখে ।
 কর্মজ্ঞান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানিবৎ জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥
 শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।
 সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥
 তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
 উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্তদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
 যজ্ জ্ঞাত্বা পুনর্নোহমেবং যাস্তসি পাণ্ডব ।
 যেন ভূতান্ত্রশেষাণি দ্রক্ষ্যস্তাত্ত্রথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
 অপি চেহসি পাপিত্যঃ সর্কেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।
 সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বুজিনং সন্তুরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

नैथधांसि सधिःकोहग्निर्भस्मसां कुरुतेहर्जुन ।
जानाग्निः सर्ककर्मणि तस्मसां कुरुते तथा ॥७७॥
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तं त्वयं षोडशसंनिहः कालेनाग्नि विन्दति ॥ ७८ ॥

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तं परः संवतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ७९ ॥

अच्छाश्रुदधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नास्तं लोकोहस्ति न परो न सूक्ष्मं संशयात्मानः ॥८०॥

षोडशसंनिहसं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

आश्रुवत् न कर्मणि निवधन्ति धनञ्जय ॥ ८१ ॥

तस्मादज्ञानसङ्गतं ह्यंशुं ज्ञानासिनात्मानः ।

छिन्नैतन्नं संशयं षोडशसंनिहोत्तिष्ठ भारत ॥ ८२ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां
भीष्मपर्वणि श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां षोडशोऽध्यायः
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मण्युपासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।

पञ्चमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

सन्न्यासं कर्मणां क्वच पुनर्योगकं शंससि ।

वच्छेय एतयोरेकं त्वेव ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसन्न्यासो कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

श्रेयः स नित्यसर्वासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं वक्त्वा प्रमुच्यते ॥ ७ ॥
सांख्ययोगो पृथग्नालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
एकमप्याश्रितः सम्यग्बुद्धेर्बिन्दते फलम् ॥ ८ ॥
यं सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
एकं साङ्ख्यं योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ९ ॥
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ १० ॥
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्तु भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ११ ॥
नैव किञ्चिं करोमीति युक्तो मन्त्रेण तद्वचि ।
पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जित्स्पर्शनं गच्छन् स्वप्नं स्वप्नं ॥ १२ ॥
प्रलपन् विस्मजन् गृह्णन् निषणिमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ १३ ॥
ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाशुसा ॥ १४ ॥
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा तु शुक्रे ॥ १५ ॥
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १६ ॥
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त्यास्तु सुखं वशी ।
न वदन्तरे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १७ ॥
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकाश्च हृदयि प्रभुः ।
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १८ ॥

नादन्ते कश्चिद् पापं न चैव सुकृतं विदुः ।
अज्ञानेनारुतं ज्ञानं तेन मुह्यति जगत् ॥ १५ ॥
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमातुनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥
तद् कुर्यात्तदात्मानं चिच्छिच्छं परायणः ।
गच्छत्यपुनरारुतिं ज्ञाननिर्मुक्तकन्याः ॥ १७ ॥
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पशुताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥
इहैव तैर्जितः स्वर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥
न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोहि ज्ञेयं प्राप्य चाप्रियम् ।
शिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥
बहिर्लक्ष्यं च संक्रान्त्या विन्दत्यात्मानि यत् सुखम् ।
स ब्रह्मयोगयुक्त्या सुखमकुर्यात्तु ॥ २१ ॥
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आद्यास्तु वस्तुः कोऽन्तेषु न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥
शक्रोतीहैव यः सोढुं प्राकृशरीरविमोक्षणम् ।
कामक्रोधोद्वेगं वेगं स युक्तः स सुधी नरः ॥ २३ ॥
यो ह्युत्तुः सुखो ह्युत्तुः शरामस्तथास्तु ज्ञेयतिरेव यः ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो ह्यधिगच्छति ॥ २४ ॥
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमधरः क्षीणकन्याः ।
छिन्नद्वेषा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥
कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदित्वात्मानम् ॥ २६ ॥

स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवास्तुरे क्रवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासात्पुत्रचारिणौ ॥ २१ ॥
यतेल्लियमनोबुद्धिमु निर्मोक्षपरायणः ।

विगतेच्छात्रकरोधो षः सदा युक्त एव सः ॥ २८ ॥

भोक्तारं यज्जतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्जायां वां शान्तिमुच्छति ॥ २९ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।

षष्ठोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति षः ।

स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् चाक्रियः ॥ १ ॥

यं सन्यासमिति प्रार्थयामः तद् विद्धि पाण्डव ।

न हसन्यस्तसंक्रो योगी त्ववति कश्चन ॥ २ ॥

आरुरुक्षुर्नैर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।

योगारूढस्त तश्चैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

यदा हि नेल्लियार्थेषु न कर्मणुसङ्गते ।

सर्वसङ्गसंक्रासौ योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

उक्तेरेदातुनातानं नातानमवसादयेत् ।

आतुव हातुनो बहुरातेतुव रिपुरातुनः ॥ ५ ॥

बहुरातुनातुनस्तु येनैवातुना जितः ।

अनातुनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतातेतुव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

जितात्मानः प्रशांतश्च परमात्मानु समाहितः ५
शीतोक्थसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ १ ॥
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाकनः ॥ ८ ॥
सूक्ष्मिर्त्रांर्षुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवक्त्रुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥
योगी युञ्जीत सततमात्मानं ब्रह्मसिं हितः ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मानः ।
नाभ्यर्च्य तं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।
उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्रविशुद्धये ॥ १२ ॥
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्पर्शं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥
प्रशास्तात्मा विगतशीर्षकृचारिब्रते स्थितः ।
मनः संशम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकाग्रमनस्ततः ।
न चातिदुःखशीलस्तु जाग्रते नैव चार्जुन ॥ १६ ॥
युक्तस्य हारविहारस्तु युक्तचेष्टस्तु कर्मसु ।
युक्तस्य प्रावबोधस्तु योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥
यदा विनियतं चित्तमाश्रमेवावुत्तिष्ठते ।
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

वर्था कीपो निवाडहो नेत्रते सोपमा मृता ।
योगिनो षडचिन्तयुक्तेषु योगमाधनः ॥ १९ ॥
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
वत्र चैवाधनाधनं पशुमाधनि ह्युत्ति ॥ २० ॥
सुधमात्यस्तिकं षडह् द्विग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
वेत्ति वत्र न चैवारं हितचलति उद्धतः ॥ २१ ॥
यं लक्ष् । चांशुरं लातं मन्यते नाधिकं उतः ।
वन्निन् हितो न हःधेन शुक्लापि विचाल्यते ॥ २२ ॥
उं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंश्लिष्टम् ।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥
सकृन्नश्रुत्वान् कामांस्त्यक्तुं सर्वानशेषतः ।
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनिरम्य समस्ततः ॥ २४ ॥
शतैः शतैरुपरमेद् दृष्ट्वा प्रतिगृहीतया ।
आत्संश्रं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥
वतो वतो निश्चलति मनश्चकलमहिरम् ।
उद्धततो निरुत्तैर्यदात्तुष्टेव वशं नयेत् ॥ २६ ॥
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुधमुत्तमम् ।
उत्तिपति शान्तरुजसं ब्रह्मदूतमकलयम् ॥ २७ ॥
युक्तेषु सदात्मानं योगी विगतकण्ठः ।
सुधेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुधमश्रुते ॥ २८ ॥
सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ।
संयते षागयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥
यो मां पशुति सर्वत्र सर्वत्र रूयि पशुति ।
उत्साहं स प्रपश्यामि स च मे न प्रपशति ॥ ३० ॥

सर्वभूतान्हितं यो मां उक्त्येकत्वसाहितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥

आत्मीयमेव सर्वत्र समं पश्याति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

अर्जुन उवाच ।

यो ह्ययं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

एतश्चाहं न पश्यामि चकलत्वात् स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥

चकलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृत्तम् ।

तश्चाहं निग्रहं मत्त्रे वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

असंशयतां यो गौ ह्यप्राप इति मे मतिः ।

वशतां तु शतशः शक्यां वापु मुपायतः ॥ ३६ ॥

अर्जुन उवाच ।

अवतिः प्रकरोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥

कच्चिन्नोत्तरविप्रश्निश्चिन्नात्रमिव नशति ।

अप्रतिष्ठे महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण ह्येतु मईश्वशेषतः ।

तुदन्तः संशयश्चाशु ह्येता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तु विद्यते ।

न हि कल्याणकृत् कश्चिद्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

प्राप्य द्यूग्यकृताम् लोकानुषिङ्गा शार्ङ्गतीः समाः ।

सुचीनां श्रीमतां गेहे योगब्रह्मोहतिजायते ॥४१॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

एतद्धि ह्युत्तमं लोके जन्म वदीदृशम् ॥ ४२॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरुषदेहिकम् ।

यतते च ततो ह्युः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः ।

जिज्ञासुरपि योगश्च शक्यब्रह्मातिवर्द्धते ॥४४॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिञ्चिषः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥४५॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि महोऽधिकः ।

कश्चित्पञ्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनात्तुरात्तुना ।

श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ।

स्रष्टुमोहध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

मय्यासरुमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।

असंशयः समग्रं मां ध्या ज्ञानसि तच्छु ॥१॥

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह ह्युद्योऽहं ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥

বনুশ্যাণাং সহস্ৰেণু কশ্চিদ্বতন্তি সিদ্ধয়ে ।
যততীর্থপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি উত্ততঃ ॥৩ ॥
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ ধ্বং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে তিগ্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪ ॥
অপরেষ্মিতদ্বশ্চাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেপরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যবেদং ধ্বাঘাতে জগৎ ॥ ৫ ॥
এতদ্বোধনীনি ভূতানি সর্গাণীতুপধারয় ।
অহং কংসস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬ ॥
মহুঃ পরতরং নানাং কিক্ৰিদন্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্গমিহং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥
রসোহমপসু কোন্তেয় প্রভাশ্চি শশিসৃষ্টায়ৈঃ ।
প্রগবঃ সর্গবেদেষু শক্ভঃ খে পৌরুষকনম্ব ॥৮ ॥
পশ্নো গক্ভঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনং সর্গভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিনম্ব ॥৯ ॥
বীজং মাং সর্গভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ব ।
বুদ্ধিবুদ্ধিমতীমসি তেজস্তেজস্বিনামহম্ব ॥১০ ॥
বলং বলরতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ব ।
ধর্মাধিক্ৰো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতষভ ॥১১ ॥
যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসীশ্চ যে ।
মহু এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বংহং তেষু তে ময়ি ॥১২ ॥
ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্গমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি ঋঃমোহ্যঃ পরমব্যয়ম্ব ॥১৩ ॥
দৈবী হেবা গুণময়ী মম মাম্বা ত্বরিত্যয়া ।
মাম্বেষে যে প্রপদ্যন্তে মাম্বাম্বোক্তাং ত্বরন্তি তে ॥১৪ ॥

नृमां हृत्कानो मृताः अपद्यन्ते नराधमाः ।
याग्यापद्यन्तजाना आश्रयं तावमाश्रिताः ॥१५॥
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो हर्षुन ।
आर्त्तो जिज्ञासुरर्थाधी ज्ञानी च तत्रतर्षत ॥१६॥
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकतन्त्रिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनो ह्यर्थमहं स च मय प्रिय ॥१७॥
उदारः सुखं एवैते ज्ञानी त्वाँस्त्वं मे मतम् ।
आहितः स हि युक्ताश्च मामेवानुत्तमादतिम् ॥ १८ ॥
बहूनां जगन्नामन्ते ज्ञानवान् मां अपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥
कामैस्तैस्तैश्च तज्जानाः अपद्यन्ते ह्यष्टदेवताः ।
तं ज्ञं निरयममाहारं प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चिकुमिच्छति ।
तन्नु तन्नाचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं ॥ २१ ॥
स तया श्रद्धया युक्तस्तुशारो धनमीहते ।
लभते च ततः कामान् मरैव विहितान् हितान् ॥२२॥
अनुवक्तुं फलं तेषां तद्वत्तन्ममेधसाम् ।
देवान् देवयज्ञोऽपि मद्भक्ता याति मामपि ॥ २३ ॥
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्त्रेण मायबुद्धयः ।
परं भावमज्ञानेनो मयाव्ययमुक्तमम् ॥ २४ ॥
नहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढोऽयं नातिजिनाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
तद्विद्याणि च तूतानि मातु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

ईच्छाद्वेषसमुत्थेन हन्वमोहेन तारु ।

सर्कृतानि संमोहं सर्गे वाप्ति परस्तप ॥ २१ ॥

येषामन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्षणम् ।

ते हन्वमोहनिमुक्ता भक्तस्ते मां दृष्टवताः ॥ २८ ॥

ईराक्षरणमो यामाश्रित्य वदन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्नं कर्म चाधिलम् ॥ २९ ॥

साधिभूताधिदैवम् मां साधियुक्ताक वेद्विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्वृत्तचेतसः ॥ ३० ॥

इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विज्ञानबोधो नाम सप्तमोऽध्यायः ।

अष्टमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

किमुहं क्व किमध्यात्नं किं कर्म पुरुषोऽहम् ।

अधिभूतकं किं प्रोक्तमधिदैवम् किमुच्यते ॥ १ ॥

अधियुक्तः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मया हृदये ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयमिह निरतमिति ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अहं रं परमं ब्रह्म स्वभावबोध्यं त्वया चित्तम् ।

तूतभावोऽहं करो विमर्गः कर्मसंश्रितः ॥ ३ ॥

अधिभूतं करो तवः पुरुषचाधिदैवतम् ।

अधियुक्तोऽहमेवात्र देहे देहवतांश्वर ॥ ४ ॥

अस्तकाले च मामेकस्मिन् मुक्ता कर्त्तव्यम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं वाति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

বং বং ব্যুগি স্বরন্ ভাবং ত্যক্ত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোত্তোর সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাং সর্বেষু কালেষু মামনুশ্বর যুধ্য চ ।

মথ্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্তসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাস্তগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং বাতি পার্থাসুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-

মণোরণীক্সাং সমনুশ্বরেদ্ যঃ ।

সর্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপ-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৯ ॥

• প্রয়াণকালে মনসাঃ চলেন •

ভক্ত্যাক্তো যোগবলেন চৈব ॥

ক্রবোম ধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

বদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশস্তি বদ যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

• সর্গদ্বারাপি সংস্ম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

যুক্ত্যধারাত্মনঃ প্রাণমাহ্বিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥ •

ওমিত্যেক্রাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুশ্বরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যক্তন্ দেহং স বাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং শ্রুতি নিত্যশঃ ।

তস্তাহং স্তলভঃ পার্থ নিত্যযুক্ত স্ত যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

यामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्रवृत्तिमहात्मानः संसिद्धिं परमात्मताः ॥ १५ ॥

आ ब्रह्मभूवनाग्नौकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

यामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

सहस्रयुगपर्याप्तमहर्षद् ब्रह्मणे विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रांस्तान् तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्काः प्रभवत्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

भूतग्रामः स एवायं भूता भूता प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

परस्तस्मात्तु भावोऽग्नौऽव्यक्तोऽव्यक्ताः सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्वरं न विनश्यति ॥ २० ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तन्नाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थ तन्त्या लभ्यस्वनन्तरा ।

यश्चास्तुःशानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

यत्र काले तुनावृत्तिमावृत्तिर्केन योगिनः ।

प्रयाता यांति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्रः शशांसा उर्वरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः शशांसा दक्षिणायणम् ।

तत्र चाक्षयसं ज्योतिर्धौगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

शुक्रकृष्णे गतीह्येते जगतः शश्वते मते ।

एकया वात्यनावृत्तिमन्तरा वर्तते पुनः ॥ २६ ॥

(३३)

• नैते हते पार्थ ज्ञानं योगी मुहति कश्चन ।
तन्नां सर्वेषु कालेषु योगभूक्तो तवाङ्गुन ॥ २१ ॥

वेदेषु वज्रेषु तपःसु चैव
दानेषु वं पुण्याफलं अदिष्टम् ।
अत्येति तं सर्वमिदं विदिष्टा
योगी परं हानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

श्री भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्ण-
अर्जुनसंवादे तारकब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ।

नवमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

ईदं ते उच्यते प्रवक्ष्यामि न्यवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं ब्रह्मज्ञानं मोक्षसंज्ञकम् ॥ १ ॥
राजविद्या राजं शुभं पवित्रमिदं मुह्यते ।
प्रत्याकाशमं धर्मं सुखं कर्तुं मन्यते ॥ २ ॥
अश्रद्धाः पुरुषा धर्मज्ञानं परमम् ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्सुनि ॥ ३ ॥
• मया तत्तुर्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मं हानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥
न च मं हानि भूतानि पशु मे योगमध्वरम् ।
• भूतसु च भूतसु मया भूतभावनः ॥ ५ ॥
• यथाकाशाग्निर्तो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मं हानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

संस्मृतानि कौस्तुभे प्रकृतिं वाञ्छि मायिकाम् ।
कलकये पुनस्तानि कलादो विश्रजाम्यहम् ॥ १ ॥

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विश्रजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं कृन्मवशं प्रकृतेर्वशां ॥ ८ ॥

न च मां तानि कर्माणि निवधति धनञ्जय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्षु ॥ ९ ॥

मयाध्याक्तेण प्रकृतिः स्रयते सचराचरम् ।

हेतुनमानेन कौस्तुभे जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

अवज्ञानं मां मूढा मातृवीक्षुमाश्रितम् ।

परं भावमज्ञानतो मम भूतमहेष्टरम् ॥ ११ ॥

मोहाशा मोघकर्षाणे मोघज्ञाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरीकैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

तज्जन्तान्मनसो ज्ञत्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

सततं कीर्तयन्तो मां षडङ्गं च दृढव्रताः ।

नमस्तु च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपसते ॥ १४ ॥

ज्ञानयत्नेन चाप्यग्रे षडङ्गो मामुपसते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

अहं क्रूरहं षडङ्गः स्वधाहमहमोषधम् ।

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निहं हृतम् ॥ १६ ॥

पिताहमस्तु जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यां पवित्रमोक्षारं च स्यात् स्यात् चक्रेव च ॥ १७ ॥

गतिर्भुक्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

ତୁମାୟାହମିହଂ ବର୍ଷଂ ନିର୍ଗଂହୁମ୍ୟଂ ହଜାମି ଚ ।

ଅମୃତକୈବ ସୂତ୍ୟଂଚ ମନସଂଚୀହମର୍ଜୁନଂ ॥ ୧୯ ॥

ତ୍ରୈବିଦ୍ୟା ଯାଂ ସୋମପାଃ ପୂତପାମି ।

ସଞ୍ଜରିଷ୍ଠି । ନିର୍ଗତିଂ ପ୍ରାର୍ଥୟତ୍ତେ ।

ତେ ପୁଣ୍ୟାମାମାନ୍ୟା ହୁରେନ୍ଦ୍ରଲୋକ-

ସମ୍ପତ୍ତି ଦିବ୍ୟାନ୍ ଦିବି ଦେବତୋଗାନ୍ ॥ ୨୦ ॥

ତ୍ତେ ତଂ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ନିର୍ଗଲୋକଂ ବିଶାଳମ୍ ।

କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ତଲୋକ୍ ବିଶନ୍ତି ।

ଏବଂ ତ୍ରୟୀଧର୍ମ୍ୟମନୁପ୍ରପନ୍ନା

ଗତାଗତଂ କାମକାମା ଲଭନ୍ତେ ॥ ୨୧ ॥

ଅନୁକ୍ରାନ୍ତିସ୍ତୟତ୍ତୋ ଯାଂ ସେ ଜନାଃ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ।

ତେହଂ ନିତ୍ୟାଭିଷୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟାହମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ସେହପ୍ୟାନ୍ୟାଦେବତାଭୁକ୍ତା ସଜନ୍ତେ ଅହମାବିତାଃ ।

ତେହପି ଯାମେବ କୌଣ୍ଡେୟ ସଜନ୍ତେ ବିଧିପୂର୍ବକମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଅହଂ ହି ସର୍ବ ସଜ୍ଜନାଂ ତୋକ୍ତା ଚ ପ୍ରଭୃତେବ ଚ ।

ନ ତୁ ଯାୟତିଜ୍ଞାନନ୍ତି ତଦ୍ଦେନାତ୍ୟବନ୍ତି ତେ ॥ ୨୪ ॥

ସାନ୍ତି ଦେବତ୍ରତା ଦେବାନ୍ ପିତୃନ୍ ସାନ୍ତି ପିତୃତ୍ରତାଃ ।

ଭୂତାନି ସାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟା ସାନ୍ତି ମଦସାଜ୍ଜିନୋହିପିମାମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂଫଳଂ ତୋୟଂ ଶୋ ଯେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରସଞ୍ଚତି ।

ତଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୟୁପହୃତମସ୍ମାମି ପ୍ରୟତାସ୍ତନଃ ॥ ୨୬ ॥

ସଂ କରୋସି ସନନ୍ଦାମସି ସଞ୍ଜୁହୋସି ନଦାସି ସଂ ।

ସଦ୍‌ପତ୍ତସି କୌଣ୍ଡେୟ ତଂ କୁରୁଧ୍ୱ ମନର୍ପଣମ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଶୁଭାଶୁଭଂକୈରେବଂ ଯୋକ୍ତୁମେ କର୍ମବଦ୍ଧନେଃ ।

ସନ୍ୟାସଯୋଗୁଷୁକ୍ତାସ୍ମା ବିମୁକ୍ତୋ ଯାମୁପୈଷ୍ୟସି ॥ ୨୮ ॥

সমোহং সর্কভূতেষু ন মে হেযোহস্তি নঃপ্রিয়ঃ ।

বে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা মরি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

অপি চেৎ সুহুরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।

সাদুরেব স্ন মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাঙ্গা শখচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তের ঐতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যোঃপি স্যঃ পাপবোনয়ঃ ।

হিরো বৈশ্ণাস্থধা শূদ্রস্তেহপি স্যন্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

কিং পুনত্র ক্ৰিণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়ুস্তথা ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভক্তস্য মাম্ ॥৩৩॥

মমনা ভব মদভক্তো মদ্বাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি যুতৈঃ সমাত্মানং মং পরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজগুহুযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচনং ।

বন্তেহহং প্রীরমাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাম্ সর্কশঃ ॥ ২ ॥

যো মামভমনাদিকু যেতি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংযুতঃ স মর্ষ্যেযু সর্কপাশৈঃ প্রযুচ্যতে ॥৩॥

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়কাঁভয়মেব চ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্থপো দানং যশোহর্ষশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথুঘিষ্ঠাঃ ॥ ৫ ॥
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।
মহাবা মানসাজ্জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
এতাং বিভূক্তিং যোগক মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোহবিকল্পেন যোগেন যুক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অহং সর্কশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্কং প্রবর্ত্তে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
মচ্চিত্তা মদাতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।
কথয়ন্ত চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ককম্ ।
কদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০ ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তুমঃ ।
নাশয়াম্যাত্যভাবশ্চো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥
অজ্জুন উবাচ ।
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শান্তং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২ ॥
আহুত্বামৃষয়ঃ সর্কে দেবর্ষিন রিদস্তথা ।
অসিতা দেবলো ব্যাসঃ স্বয়কৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥
সর্কমেতদৃতং মন্তে ষ্ম্যাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবান্নানিহ্নানং বেথ তুং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

বক্তৃ মর্হশ্বেষেণ দিব্যা হ্যাস্মবিভূতয়ঃ ।

খাভিবিভূতিভিলে কানিমাংস্তুং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তুং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবনুয়া ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাশ্বনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তুপ্রিহি শৃণুতে নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাস্মবিভূতয়ঃ ।

প্রোধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যস্তো বিস্তরশ্চ মে ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা শুড়াকেশ সর্বভূতানুস্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্তু এব চ ॥ ২০ ॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যাতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচিম্ ক্রতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

কুদ্রাণাং অক্ষরশ্চাস্মি বিস্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বহুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

পুরোধসাক্ষ মুখ্যাং মাতং বিষ্ণু পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনামহং স্বন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং শুণুরহং গিরীমসৌ্যকমক্ষরম্ ।

বজ্রানাং অপঘজ্জোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অশথঃ সর্ববৃক্ষীণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মূনিঃ ॥ ২৬ ॥

उ०ऋः प्रवसमशीनां विक्रि मासमृतेऽद्विभम् ।
 ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां नराधिपम् ॥ २१ ॥
 आयुधानामहं वज्रं धेनुनामसि कामधुक ।
 अरुणं चासि कर्णः सर्गाणामसि वासुकिः ॥ २८ ॥
 अनन्तं चासि नागानां वरुणो यादनामहम् ।
 पितृनामसि चासि वमः संवत्सामहम् ॥ २९ ॥
 प्रह्लादं चासि दैत्याणां कालः कलयतामहम् ।
 अगाथां मृगेन्द्राहं वैनतेरं च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥
 पवनः पवतामसि रामः शत्रुघ्नतामहम् ।
 कषाणां मकरं चासि श्रोतसामसि जारुवी ॥ ३१ ॥
 सर्गाणामादिरन्तं च मध्यैकैवाहमर्जुन ।
 अध्याह्नविद्या विद्यानां बादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
 अक्षराणां कारोहं स्युः हनुः सामासिकस्य च ॥
 अहमेवाक्षरः कालो धाताहं विश्वतोमुषः ॥ ३३ ॥
 मृत्युः सर्वहरं चाहमुद्वेगं च त्रिष्यताम् ।
 कौर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां श्रुतिर्मेधा धृतिः क्रमा ॥ ३४ ॥
 ब्रह्मसाम तथा सामां गारुडीं च्छन्सामहम् ।
 मासानां मार्गशीर्षो ह्यनुत्तनां कुक्षुमाकरः ॥ ३५ ॥
 द्युतं चलयतामसि तेजसेजहिनामहम् ।
 ज्योतिंसि व्यवसायैः सस्यं सस्यवतामहम् ॥ ३६ ॥
 वृक्षीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनञ्जयः ।
 मूनीनामप्याहं व्यासः कवीनामुचनाः कविः ॥ ३७ ॥
 दण्डो दमयतामसि शीतिरसि जिगीषताम् ।
 योनिं चैवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

एषाऽपि सर्वाभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
न तदस्ति विना यं ज्ञानया भूतं चराचरम् ॥३१॥
नास्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतुष ।
एष तूच्छेशतः प्रोक्तो विभूतेर्बिम्बरो मया ॥४०॥
यद्यद्विभूतिमं सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तद्भुदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽंशसम्भवम् ॥४१॥
अथवा बहूनां तेन किं ज्ञानेन तवार्जुन ।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥४२॥
इति श्रीभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा-
स्त्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ।

एकदशोऽध्यायः १

अर्जुन उवाच ।

मदनुग्रहाय पुरमं शुद्धमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्प्रयोज्यं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥
तवाप्यरो हि भूतानां ऋतो विस्तारो मया ।
तुष्टः कमलपत्राक्ष महाश्यामपि चाव्ययम् ॥२॥
एवमेतद्यथा त्वमात्मानं पुरमेश्वर ।
द्रष्टुं मिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥
मन्त्रसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुं मिति प्रभो ॥
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयान्मानमध्यायम् ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोऽपि सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानाकर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বহুন্জানশ্বিনো মরুতস্তথা ।
বহুদৃষ্টপূর্বানি পশ্যাশ্চর্য্যানি ভারত ॥ ৬ ॥
ইহৈকম্বং জগৎ কংসং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ বচাগ্ৰদৃষ্টমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যমে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

সংযু উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
অনেকবক্তৃ নরনমনেকাদ্ভূতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধাম্বুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥
দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্যুগপহুগিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদভাসিস্তশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
তত্বেকম্বং জগৎ কংসং প্রবিভক্তমনেকথা ।
অপশুদেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অর্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাঃস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
ব্রহ্মাধিমীশং কমলাসনম্-
ঈশাংচ সর্গান্নরগাংচ দিব্যান ॥ ১৫ ॥

अनेकबाहूदरवक्तु नेत्रं
पश्यामि त्वां सर्कतोहनसुरूपम् ।
नास्तुं न मथां न पुनस्तुवादिं
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १७ ॥
किरीटिनं गदिनं चक्रिणक
तेजोराशिं सर्कतो दीप्तिमस्तम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरोक्तं समस्ता-
दीप्तानलार्कह्यतिमप्रमेयम् ॥ १९ ॥
दुमकरं परमं वेदितव्यं
दुमस्तु विश्वस्तु परं निधानम् ।
दुमव्ययः शाश्वतधर्मगोष्ठा
सनातनस्यं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥
अनादिमध्यास्तुमनस्तुवीर्य-
मनस्तुबाहूं शशिसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्तहताशवक्तुं
श्वतेर्जमा विश्वमिदं तपस्तुम् ॥ १९ ॥
दयावापृथिव्यारिदमस्तुरं हि
व्याप्तुं त्वैकेन दिशश्च सर्काः ।
दृष्ट्वास्तुतं रूपमिदं तवोग्रं ।
लोकत्रयं प्रव्यापितं महात्मन् ॥ २० ॥
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति
केचिद्वीर्याः प्राणशयो गृणन्ति ।
द्वस्तुद्व्यक्तं महर्षिमिदं संधा
दीक्षते त्वां श्रुतिभिः पुरुनाभिः ॥ २१ ॥

रुद्रादित्या बसवो वे च साध्या
विश्वेऽग्निर्नो मरुतश्चाग्रपाञ्च ।
गङ्गर्कवक्रासुरसिद्धसंघा
वीर्यश्रेष्ठे स्वां विन्विताष्टैश्च सुरैः ॥ २२ ॥
रूपं महत्त्वे बहुवक्तुं नेत्रं
महाबाहो बहुबाहुरूपाम् ।
बहुदंष्ट्रं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥ •
न भ्रूषं दीप्तमनेकवर्णं
व्यास्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि स्वां प्रव्यथितास्तथा
धृतिं न विन्दामि शमकं विक्षेप ॥ २४ ॥
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि ।
दृष्ट्वा च कालानलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्म
असौ देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥
अमी च स्वां धृतराष्ट्रश्च पुत्राः
सर्वे सैवैवाकनिगालमथैः ।
तीर्णो द्योपः सृष्टपुत्रस्तथासौ
सहस्रदीप्तैरपि बोधमुत्थैः ॥ २६ ॥
वक्तुं नि ते दुरिमाणा विशक्ति
दंष्ट्राकरालानि भ्रूषानकानि ।
केचिद्विलम्बा दशनास्तरेभू
संश्रुते चूर्णितैरुक्तुमात्सैः ॥ २७ ॥

যথা নদীনাং বহবোহস্রবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিস্থা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্রাণ্যভিতো জলন্তি ॥ ২৮ ॥

যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্ত্বাপি বক্রাণি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

লেলিহসে গ্রাসমানঃ সমস্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।
তেজোভিরাপূৰ্ণ্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিকোণা ॥ ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কে ভবানুগ্ররূপো
নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাদ্যং
ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো
লোকান্ সমাহতুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেহপি হ্যং ন ভবিষ্যন্তি সর্কৈ
বেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্তুমুষ্টিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন ভূজ্য রাজ্যং সমুদ্রম্ ।

मरैश्वेते निहताः पूर्वमेव
निमित्तमात्रं तव सव्यासाचिन्ना ३३ ॥

द्रोणः तीक्ष्णः जयद्रथः
कर्णः तथाश्वानपि षोडशैरान् ।
मया हतास्तं जहि मा व्यथिष्ठां
युध्यस्व जेतसि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

• • • सञ्जय उवाच ।
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवश्च
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । •
नमस्कृत्य भूर एवाह कृष्णं
सगदगदं तीततीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

• अर्जुन उवाच ।
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
जगत् प्रह्वयत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि तीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्तुति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥
कस्यास्त ते न नः मरणाहायन
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकले ।
अनन्तदेवेश जगन्निवास
तुमन्मरं सदसत्तुं परं यं ॥ ३७ ॥ •
तुमादिदेवः पुरुषः पुराण-
स्त्वमस्य विश्वं परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यकं परकं धाम •
तुयु तत्तुं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

বায়ুর্মোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতির্ভৃং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ
পুন্শ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠভস্তে
নমোহস্ত তে সর্কত এব সর্ক ।
অর্নস্তবীর্ঘ্যামিতবিজ্জুমস্তং
সর্কং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্কঃ ॥ ৪০ ॥
সপেতি যত্বা প্রসভং যদুক্রং
হেঁ কৃষ্ণ হে ষাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং ভবেদং
যয়া প্রমাদাং প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যক্রাবহাসার্থমসংকৃতোহসি
বিহারশয্যাসনতোজনেষু ।
একোহথবাপ্যচ্যুত তং সমক্ৰং
তং ক্রমীয়ে ত্বামহমপ্রময়েম্ ॥ ৪২ ॥
পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত
ত্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
ন ত্বং সমোহস্ত্যত্যাধিকঃ কুতোহস্তো
লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাবি ॥ ৪৩ ॥
তস্মাং প্রণম্য প্রণিধায় কায়ে
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড়্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যুঃ
প্রিহঃ প্রিয়ান্নাইসি দেব সোচু ম্ ॥ ৪৪ ॥

(৪৭ .)

অদৃষ্টপূৰ্ব্বং ক্ৰমিতোহস্মি দৃষ্টা ।
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দৰ্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥
কিরীটিনং গদিনং চক্ৰহস্ত-
মিচ্ছামি স্থাং দ্রষ্টু মহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূৰ্ত্তে ॥৪৬॥

শ্ৰী ভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাস্মযোগাৎ ।
তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্তেন ন দৃষ্টপূৰ্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈন দ্বৈতৈ-
ন চ ক্রিয়াভিন তপোভিরুগ্রৈঃ ।
এবংরূপঃ শক্যোহহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥
মা ক্লে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্টা রূপঃ ঘোরমীদৃশ্যমেদম্ ।
কপেত্যভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপৃশু ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভয়ঃ ।

(४८)

आश्वासयामास च भीतमेनं

हृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच ।

दृष्टुं दं मांशुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।

इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सूक्ष्मदर्शिनो रूपं दृष्टवानसि वपुर्म ।

देवा अप्याश्रु रूपं नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥

नाहं देवदेव तपसा न दानेन न चेज्याया ।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि वपुर्म ॥ ५३ ॥

भक्त्या तु न शक्या अहमेवैवंविधोऽर्जुन ।

ज्जातुं द्रष्टुं क तत्त्वेन प्रवेष्टुं क परस्तुपं ॥ ५४ ॥

मं कर्तुं कश्चिदप्यहं परमो महर्षिः सत्त्ववर्जितः ।

निकैरैवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पातुव ॥ ५५ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनं नाम एकविंशोऽध्यायः ।

एकविंशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

एवं सततशुक्ला ये भक्तास्वां प्रपूज्यमानसते ।

ये चाप्यङ्गरमयस्तुं तेषुं के योगविभूताः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

मया देवैः मनोऽपि मां नित्यशुक्ला उपसते ।

प्रदद्या परमोपेतास्तु मे यस्तुतिमा मताः ॥ २ ॥

एव त्वत्करमनिर्दिष्टमव्याक्तं पर्युपासते ।
सर्वज्ञगमचित्त्याकं कृत्स्नमचलं प्रवम् ॥ ३ ॥
संनिरमोस्त्रिरग्रोयं सर्वज्ञ समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वज्ञहिते रताः ॥ ४ ॥
केशोऽधिकतरस्तेषामव्याक्तसक्तचेतसाम् ॥ ५ ॥
अव्याक्ता हि गतिर्दुःखं देहवृद्धिरवाप्यते ॥ ६ ॥
ये तु सर्वानि कर्मानि यन्नि सम्यञ्च मत्पराः ।
अनन्तेनैव बोधेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ७ ॥
तेषामहं समुक्तता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि नचिरात् पार्थ मव्यावेशितचेतसाम् ॥ ८ ॥
यद्येव मन आधत्स्व यन्नि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यामि मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः ॥ ९ ॥
अथ चिन्तं समाधातुं न शक्योऽपि यन्नि हिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततोऽं मानिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ १० ॥
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्मानि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ११ ॥
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्बोगमाश्रितः ।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यताश्रवान् ॥ १२ ॥
श्रेयो हि ज्ञानमर्थात्मज्ञानाद्भ्यानां विशिष्यते ।
ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १३ ॥
अद्भुता सर्वज्ञानां मैत्रः करुण एव च ।
निश्चयो निरहङ्कारः समुद्रः प्रबुधः कमी ॥ १४ ॥
सदृष्टः सततं योगी यताश्रु दृढनिश्चयः ।
मवापि तमनोबुद्धिर्षो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १५ ॥

বস্মারোহিততে লোকো লোকান্নোহিততে চ বঃ ।
হর্ষামর্ষভরোষৈর্গৈর্মুক্তো বঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥
অনশোকঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গভব্যথঃ ।
সর্কারস্তপরিভ্যাগী যো যত্কৃতঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন হেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জতি ।
শুভাশুভপরিভ্যাগী ভক্তিমান্ বঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবির্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যবিন্দাস্ততিমে নী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনির্জিতঃ স্থিরমজির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥
যে তু ধর্মামৃতমিৎ বধোকৃতং পশ্য শাসতে ।
শ্রদ্ধাধান্য মৎপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিব্যোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবাবুবাচ ।

ইদং শরীরং কোশ্চের কেন্দ্রমিত্যাতিধীরতে ৷
এতদ্ব্যো বেত্তি তং প্রাহঃ কেন্দ্রজ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥
কেন্দ্রজকাসি মাং বিদ্ধি সর্বকেন্দ্রেষু ভূরত ।
কেন্দ্রকেন্দ্রজয়োজ্ঞানং শ্বেতজ্ঞানং মৃতং মম ॥ ২ ॥
তং কেন্দ্রং যস্মৈ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ বৎ ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সম্যাক্ষেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

अभिधिर्ब्रह्मा स्तीतं ह्यनोक्तिर्विबिधैः पृथक् ।
अक्षरं पदैश्च हेतुमतिर्विनिश्चितैः ॥ ७ ॥
महात्तान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
ईन्द्रियाणि दशैककं पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ८ ॥
ईच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतिनां धृतिः ।
एतत् क्रैत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ९ ॥
अमानिषुमन्तिषुमहिंसामाक्रान्तिराजबन्धु ।
आचार्योपनिषत्सु शौचं तैश्चर्यामाश्रयिनिग्रहः ॥ १० ॥
ईन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहकार एव च ।
कर्ममृत्युर्जराव्याधिहृद्यदोषानुदर्शनम् ॥ ११ ॥
सुक्तिरनतिषक्तः पूज्यदारगृहादिषु ।
नित्यं समचित्तमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ १२ ॥
मयि चानुबोधेन भक्तिरव्यतिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्त्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १३ ॥
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं वदतो ह्युक्त्वा ॥ १४ ॥
जेयं वक्तुं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतमश्नुते ।
अनादिमं परं ब्रह्म न सकृत्सह्यते ॥ १५ ॥
सर्वतः प्राणिपादसु सर्वतो ह्यकिशिरौ मुखम् ।
सर्वतः प्रतिमन्त्रोके सर्वव्युत्पत्तिर्निष्ठति ॥ १६ ॥
सर्वेन्द्रियगुणानाम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
असक्तं सर्वदुःखैश्च निःशुभं शुभतोक्तं च ॥ १७ ॥
बहिरन्तश्च ह्यनुनामचरं चरमेव च ।
सुप्तताकर्मविकेयं दूरस्थं चास्तिके च ॥ १८ ॥

अवितर्कक भूतेषु विचक्षणैव चान्वितम् ।
भूतभर्तृच तद्भजेत्यं एसिषु एतद्विषु ॥ १७ ॥
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्कस्य विष्ठितम् ॥ १९ ॥
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयकौतुं समासतः ।
मदक एतद्विज्ञाय मन्तावारोपपद्यते ॥ १८ ॥
प्रकृतिं पुरुषकैव विद्वानादी उतावपि ।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसम्भवान् ॥ १९ ॥
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषः स्वहृदधानां तौक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥
पुरुषः प्रकृतिश्चो हि भूङ्क्ते प्रकृतिज्ञान् गुणान् ।
कारणं गुणसङ्घेस्य सदसद्व्योनिजगत्सु ॥ २१ ॥
उपद्रुष्टानुमन्ता च तर्ता तौक्ता महेश्वरः ।
परमाश्चेति चाप्युक्ता देहेहस्मिन् पुरुषः परः ॥ २२ ॥
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिकं गुणैः सह ।
सर्कथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभित्जारते ॥ २३ ॥
धानेनास्मिन्नि पश्याति केचिदास्मानमास्मना ।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्क्ययोगेन चापरे ॥ २४ ॥
अत्रे देवमजानन्तुः श्रुत्वाश्रुत्वा उपासते ।
तेहपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरारणाः ॥ २५ ॥
बावं संजयते किञ्चिं ननुं ह्यविरजसमम् ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्किञ्चि त्रतर्षत ॥ २६ ॥
समं सर्कैषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेस्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यत्तुं यः पश्याति स पश्याति ॥ २७ ॥

সমং পশ্যন্তি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হি স্ত্যগ্নানাশ্বানং ভভো বাতি পরমং পতিম্ ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতেষু চ কৰ্ম্মানি ক্রিয়মাণানি সৰ্বশঃ ।

বঃ পশ্যতি তথা স্বানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকং হমুপশ্যতি ।

অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

অনাদিত্যত্রিণ্ড বহ্নাং পরমাশ্বায়মব্যয়ঃ ।

শরীরশোহিত্তি কোত্তের ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥

যথা সৰ্বগতং সৌম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাশ্বা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

কথু প্রকাশয়ত্যেকঃ কুংসং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুংসং প্রকাশয়তি তারত ॥ ৩৩ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞোরোরেবমস্তরং জ্ঞানচক্ষুযা ।

ভূতপ্রকৃতিমোকক বে বিহ্বাস্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদগীতানুশ্লিষংসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়ো-
দশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ৷

ব্রহ্মবিদ্যায়াং ৷

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্ঞজাতা যুনয়ঃ সৰ্ব্বৈ পুনাং সিদ্ধিমিতোপতাঃ ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য যয সাধুর্ভ্যসপিতাঃ ।

যর্গেহনি নোপজায়তে ঐশ্বরে ন ব্যধতি চ ॥ ২ ॥

मम बोनिर्महद्गुक्क उग्निन् गर्तं प्रथम्याहम् ।
सम्भवः सर्कृतानुं ततो उवति भारत ॥ ७ ॥
सर्कथोनिर् कौत्तेर मूर्त्तः सम्भवति वाः ।
तासां ब्रह्म महद्बोनिरहं वीक्षप्रथः पिता ॥ ८ ॥
सुधुं रजस्तम इति उथाः एकत्रिसम्भवाः ।
निवर्द्धति महाबाहो देहे देहिनवव्ययम् ॥ ९ ॥
तत्र सत्त्वं निर्मलवां प्रकाशकमनिर्गुम् ।
सुधसन्नेन वधाति ज्ञानमग्नेन चानुष ॥ १० ॥
रज्जो रागाद्यकं विद्धि तृकासन्नसमुत्तवम् ।
तन्निवर्द्धति कौत्तेर कर्मसन्नेन देहिनम् ॥ ११ ॥
तमज्ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्कदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्रातिस्तन्निवर्द्धति भारत ॥ १२ ॥
सत्त्वं सुधे सञ्चरति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्चरत्युत ॥ १३ ॥
रजस्तमचातिदूरं सत्त्वं उवति भारत ।
रजः सत्त्वं उधैश्च तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १४ ॥
सर्कवायेषु देहेष्वग्निं प्रकाश उपकारते ।
ज्ञानं वदा तदा विद्याविवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ १५ ॥
लोभः प्रवृत्तिरारतः कर्षणीयममः लूहा ।
रजस्येतानि कारते विद्वहे उरतर्षत ॥ १६ ॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमाणो मोह एव च ।
तमस्येतानि कारते विद्वहे कुरुनन्दन ॥ १७ ॥
वदा सत्त्वं प्रवृद्धं तु प्रमाणं वाति देहसुं ।
तदोत्तमविद्यां लोकात्मनान् प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥

রজসি প্রলয়ং গুণা কর্মসমিধু জায়তে ।
 তথা গুলীনস্তমসি সূচ্যোনিধু জায়তে ॥ ১৫ ॥
 কর্মণঃ সূকৃতভাহঃ সাত্বিকং নিশ্চলং ফলম্ ।
 রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
 সত্ত্বাং সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লৌভ এব চ ।
 অমাদমোহৌ তমসো ভবতোঃ জ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
 উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
 ভূধন্যাশুগচ্ছন্তি অধৌ গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥
 নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং বদা ভ্রষ্টানুপশ্যতি ।
 গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মতাবং সোঃধিপচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
 গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুত্বান্ ।
 জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহনৃতমশুভে ॥ ২০ ॥

অর্জুন উবাচ ।

কৈলিৈকত্বীন্ গুণানেতানতীত্যে ভবাত প্রভো ।
 কিমাচারঃ কথং চেতাংস্ত্রীন্ গুণামভিবর্ততে ॥ ২১ ॥
 প্রকাশক প্রকৃতিক বোহমেব চ পাণ্ডব ।
 ন দ্বেষ্টি সংপ্রকৃতানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
 উদাসীনবৃদাঙ্গীনো গুণৈর্দুর্ধা ন বিচাল্যতে ।
 গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং কোঃবতিষ্ঠতি নেত্রতে ॥ ২৩ ॥
 সমদুঃখসুখঃ শমঃ সমলোষ্টাশ্বকাকনঃ ।
 তুলাপ্রিয়ারামিহো ধীরজল্যনিদ্রাসংস্কৃতিঃ ॥ ২৪ ॥
 মানাগমানয়োহল্যস্তলোয়া মিত্ত্বারিপক্ষয়োঃ ।
 'সর্কারস্তপরিভ্যাগী গুণাতীতঃ' স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ନାକ୍ଷ ଷୋଷ୍ୟାତିଚାରେଫ ଉକ୍ତିଷୋଚନେନ ସେବତ୍ତେ ।

ନ ଶୂନ୍ୟାନ୍ ସମତୀର୍ତ୍ତ୍ୟତାନ୍ ବ୍ରହ୍ମଭୂମୀର କଳ୍ପତେ ॥ ୨୬ ॥

ବ୍ରହ୍ମଣୋ ହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାହମୟତସ୍ୟାବରମ୍ୟ ଚ ।

ନାଶ୍ଚତସ୍ତ ଚ ଦର୍ଶନଃ ସୁଧମୈକାନ୍ତିକଃ ଚ ॥ ୨୭ ॥

ଇତି, ଶ୍ରୀଭଗବଦ୍ଗୀତାହମଧ୍ୟମୋକ୍ତଃ ବ୍ରହ୍ମଦିୟାରାଂ ଷୋଷ୍ୟାନ୍ତେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନସଂବାଦେ ଶୁଣ୍ଠପ୍ରବରାବିଭାଗାବୋଗୋ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୋହଧ୍ୟାୟଃ ।

ପଞ୍ଚଦଶୋହଧ୍ୟାୟଃ ୧

ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ ।

ଉକ୍ତଃ ସୁଲକ୍ଷ୍ମଣଃ ନାସ୍ୟମଧ୍ୟମଂ ପ୍ରାହରବ୍ୟୟମ୍ ।

ହନାଂସି ସନ୍ତ ପର୍ଗାନି ସନ୍ତଃ ସେଦ୍ ସ ବେଦୁର୍ବିଂ ॥ ୧ ॥

ଅଧଂଚାର୍ହିକଂ ପ୍ରହତାନ୍ତସ୍ୟ ନାସା

ଶୁଣପ୍ରବ୍ରଜା ବିଷୟପ୍ରବାଳାଃ ।

ଅଧଂଚ ସୁଲକ୍ଷ୍ମଣୁମନ୍ତତାନି

କର୍ମାହୁଧକୀନି ସନ୍ତୁକ୍ୟଲୋକେ ॥ ୨ ॥

ନ ରୁପମସେତ୍ତହ ତଦୋପଲଭ୍ୟତେ

ନାନ୍ତୋ ନ ଚାଦିନଂ ଚ ସଂପ୍ରତିଷ୍ଠା ।

ଅଧଂଧମେନଂ ସୁବିକ୍ରମୁକ୍ତଃ

ସମକ୍ଷାନ୍ତେନ ନୃତ୍ତେନ ହିନ୍ଦୀ ॥ ୩ ॥

ତତଃ ପଦଂ ତଂ ପରିମାର୍ଗିତବ୍ୟଂ

ସନ୍ଧିନ୍ ପତା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଦୂରଃ ।

ତସେବ ଚାନ୍ତଃ ପୁରୁଷଂ ଏମତେ

ସତଃ ପ୍ରସୂତିଃ ପ୍ରହତା ପୁରାଣୀ ॥ ୪ ॥

(५९)

निर्मानमोहा द्विदसकदोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकीमाः
द्वन्द्वविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-
र्गच्छन्त्यमृताः पदमव्ययं ३९ ॥ ५ ॥

न उक्तसमये नृष्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यदात्ता न निवृत्तश्चेत् उक्तम परमं मम ॥ ७ ॥

ममैवांशा जीवलोकं जीवभूतः सनातनः ।

मनःवर्तनीश्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ १ ॥

शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्यंक्रामतीश्वरः ।

गृहीतैतानि संयाति वायुर्गङ्गानिवाशयां ॥ ८ ॥

श्रेयस्कर्मः स्पर्शनक रसनं द्रागमेव च ।

अधिष्ठाय अनशायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि बुद्धानं वा गुणाकृतम् ।

विमुक्ता नानुपश्रुति पश्रुति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

यतश्चेत् योगिनश्चैनं पश्रुत्याश्चरुवन्वितम् ।

यतश्चेत्प्यकृतात्मानो नैनं पश्रुत्याचेत्तसः ॥ ११ ॥

यदादित्यगतं तेजो जगत्समरते ह्विलम् ।

यच्छस्त्रमसि यच्छार्थो तूत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

गुणविशु च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पूषानि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसाञ्जकः ॥ १३ ॥

अहं इवमानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्रीणापानसमायुक्तः पठीम्यस्य चतुर्बिधम् ॥ १४ ॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो

वहः स्वात्तु निमपोहं नृक ।

বেদৈশ্চ সৰ্বৈৰহমেব বেদেয়া

বেদান্তকুহেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

দ্বাবিশ্বো পুরুষো লোকে কর্ণচাকর এব চ ।

করঃ সৰ্বাণি ভূতানি কূটস্থোহকর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষধন্যঃ পরমাত্মত্যাগাতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ব বিতৰ্ত্যব্যম্ ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ করমতীতোহহমকরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোঃশ্চি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যো মাম্বেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সৰ্ববিভজতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং মরানঘ ।

এতৎকা বুন্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সন্তসংস্কৃষ্টিং নিৰ্বোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ বজ্জশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জবম্ ॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলৌলুপ্তং মার্জবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥

তেজঃ ক্রমা বৃষ্টিঃ শৌচমক্রোধে নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

दंष्ट्रा दर्पोहिभिमानश्च क्रोधः पाकृष्यमेव च ।
 अज्ञानं चाभिक्रान्तस्य पार्थ सम्पदमाप्सुरीम् ॥ ४ ॥
 दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निवकाराप्सुरी मर्ता ।
 या उचः सम्पदं दैवीमभिक्रान्तोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥
 द्यौं हृतसर्गे लोकेऽस्मिन् दैव आसुरं प्रवृत्तं च ।
 दैवो विश्वरथः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥
 प्रवृत्तिकं निवृत्तिकं ज्ञानं न विदुरासुराः ।
 न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेभ्यु विद्यते ॥ ७ ॥
 असत्यप्रतिष्ठंते जगदाहरनीश्वरम् ।
 अपरस्परसंभृतं किमन्यं कामहेतुकम् ॥ ८ ॥
 अज्ञानं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टास्मानोऽहं बुद्धयः ।
 एतव ह्येकस्त्राणः क्वय्य जगतोऽहहिताः ॥ ९ ॥
 काममाश्रित्य हृत्पूरं ददुमानमदाविताः ।
 मोहाद्गृहीत्वाऽसद्ग्राहान् एवर्तुंतेऽहं चित्रताः ॥ १० ॥
 चिन्तामपरिमैर्याकं प्रललात्तामुपाश्रिताः ।
 कामोपतोऽपपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥
 आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपुरायणाः ।
 अहंते कामतोऽपार्थमन्यारेमार्थमकथान् ॥ १२ ॥
 इदमद्य मया लक्ष्मिदं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥
 अमो मया हंतः शक्रैर्निष्ये चापरानपि ।
 सैवरोऽहमहं भेदिनीमिहोऽहं बलवान् सुधी ॥ १४ ॥
 आटोऽहं भिज्जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति षडृशो मया ।
 बुक्ते दस्युमि मोक्षिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

अनेकचित्तविक्रान्ता मोहजागर्गमावृताः ।

प्रसक्ताः कामदोषेषु पतन्ति नरकेहर्षाचो ॥ १७ ॥

आर्षसङ्गाधितास्तत्रा धनमानवदाविताः ।

वदन्ते नाशवृत्तेषु मतेनाविधिपूर्वकम् ॥ १९ ॥

शहकारं बलं दर्पं कामं क्रोधकं संग्रिताः ।

मामाङ्गपरदेहेषु अद्विष्टोहत्याश्रकाः ॥ १८ ॥

तानहं द्विष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

किपाप्यजप्रमत्तानाश्रुतेषु दौनिषु ॥ १९ ॥

आश्रुतेषु योनिमापन्ना मृता जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कोदन्तेषु ततो वाङ्मथमां गतिम् ॥ २० ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमातुनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तथादेतत्रयं त्र्यजेत् ॥ २१ ॥

एतैर्विमुक्तः कोदन्तेषु तमोहार्तरिञ्जितिनरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

वः शास्त्रविधियुक्त्या वर्तते कामचारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

तन्माहात्म्यं प्रमाणेन कार्याकार्यव्यवहितौ ।

ज्जाया शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं मिहाहसि ॥ २४ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासुपनिषत्सु अर्जुनविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे वैवास्वतस्योपनिषत्सु षोडशोऽध्यायः । १०

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

সর্কস উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিযুৎসজ্য বজন্তে অক্ষয়ানিতাঃ ।
তেবাং নিষ্ঠা তু কা কৃক সব্ববাহো বজন্তমঃ ১১ ৷

ঐতগবাহুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ৷ ২ ৷
সত্ত্বানুরূপা সর্কস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো বহু হুঃ স এব সঃ ৷ ৩ ৷
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ বহুরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
শ্রেতান্ ভূতগণাং চান্যে বজন্তে তামসা জনাঃ ৷ ৪ ৷
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনীঃ ।
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবল্যাবিতাঃ ৷ ৫ ৷
কর্ষয়ন্তুঃ শরীরস্থং ভূতগামমচেতসং ।
মাত্ৰৈবাত্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাপুরনিশ্চরান্ ৷ ৬ ৷
আহারষপি সর্কস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
বজন্তগন্তথা দুঃনং তেবাং তেদনিয়ং শৃণু ৷ ৭ ৷
আয়ুঃসব্ববলারোগানুশুখপ্রীতিবিবর্জনাঃ ।
রস্যাঃ ত্রিধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহাৰাঃ সাত্ত্বিকপ্রিরাঃ ৷ ৮ ৷
কটুন্নলবপাত্যকতীক্কক্কবিদাহিৰুঃ ।
আহার্য রাজসুস্বেষ্টা হৃৎশোকামরপ্রদাঃ ৷ ৯ ৷
ঋতবায়ং গভরসং পুতিপয়ুর্গিকিতক বৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ন্ ৷ ১০ ৷

अकलाकाङ्क्षितिविभक्तौ विविदिष्टो व ईज्यते ।
वैश्वानरेवेति वनः समाहारः न साक्षात् ॥ ११ ॥
अतिसङ्घातं तु वनं सङ्घातव्यं चैव व ॥
ईज्यते सङ्घातव्यं तु वनं विधिः साक्षात् ॥ १२ ॥
विविदिष्टोऽप्येव सङ्घातव्यं चैव ॥
अथाविहितं सङ्घातं साक्षात् परिचक्षते ॥ १३ ॥
देवविश्वं तु सङ्घातव्यं शौचार्थवत् ।
अथार्थवद्दिग्मा च शरीरं तु चैव उच्यते ॥ १४ ॥
अनुसङ्घातं वाक्यं सङ्घातं चैव विहितं च व ॥
वाक्यार्थवत् सङ्घातं चैव वाक्यं तु चैव उच्यते ॥ १५ ॥
वनः प्रसादः सौम्यं चैव सौम्यं चैव विहितं ।
तावत् सङ्घातव्यं सङ्घातव्यं मानसमुच्यते ॥ १६ ॥
अथवा परं तु सङ्घातं सङ्घातव्यं चैव ।
अकलाकाङ्क्षितिविभक्तौ साक्षात् परिचक्षते ॥ १७ ॥
संकारमानुसङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं चैव व ॥
क्रियते सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं चैव सङ्घातं ॥ १८ ॥
सङ्घातव्यं सङ्घातं चैव सङ्घातं सङ्घातं चैव ।
परं सङ्घातं सङ्घातं चैव सङ्घातं सङ्घातं चैव ॥ १९ ॥
साक्षात् सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं चैव ।
वैश्वानरे चैव सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं चैव ॥ २० ॥
वत् सङ्घातव्यं सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं चैव ।
सङ्घातं चैव सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं चैव ॥ २१ ॥
अथवा सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं चैव ।
अथवा सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं सङ्घातं चैव ॥ २२ ॥

उ तं सति किं विदितं प्रकृतिक्रियः शुभः ।
 ब्राह्मणस्य च यथा च कथा च विदितः पूरा ॥ २३ ॥
 उद्यानोपनिषत्प्रकाशः ब्रह्मज्ञानतत्त्वप्रकाशः ।
 एतद्वत्तु विदितं कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ॥ २४ ॥
 उद्योगनिषत्प्रकाशः कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ।
 दानक्रियः विदितः कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ॥ २५ ॥
 सत्तावे साधुत्वावे च सुनिष्ठतावे च अयुक्ततावे ।
 एतद्वत्तु कथा च कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ॥ २६ ॥
 यत्तु उद्योगि काने च विदितः सति किं मोक्षतावे ।
 कर्ष टैच उद्योगि सति सति सति सति ॥ २७ ॥
 अत्रिभ्यः इत्यं इत्यं उद्योगि इत्यं इत्यं ।
 असति उद्योगि कथा च कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ॥ २८ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टादशोऽध्यायः ॥

अष्टादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

सद्यःसद्यः सद्योवाचो उद्योगि कथा च प्रकृतिक्रियः ।
 उद्योगि च कथा च कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ॥ १ ॥

श्रीकृष्ण उवाच ।

कथा च कथा च कथा च कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ।
 सद्योवाचो उद्योगि कथा च कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ॥ २ ॥
 उद्योगि कथा च कथा च कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ।
 ब्रह्मज्ञानतत्त्वप्रकाशः कथा च कथा च कथा च प्रकृतिक्रियः ॥ ३ ॥

निश्चरं शू मे तत्र त्यागे क्षणतस्तम
त्यागो हि पूरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥
सज्जदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तं । *
सज्जा दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥
तु तान्नापि तु कर्मानि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मृतमृतमम् ॥ ६ ॥
निरतश्च तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तश्च परित्यागस्तमसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
दुःखमित्येव यं कर्म कायकेशभराद्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥
कार्यामित्येव यं कर्म निरतं क्रियते ह्यर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलकैव स त्यागः सार्वभौमः ॥ ९ ॥
नृद्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुब्रूयते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी क्षिप्रसंशयः ॥ १० ॥
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ॥
सत्त्व कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥
अनिष्टमिष्टं मिश्रकं त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
तवत्यागिनां श्रेयान् तु सन्यासिनां कचिन् ॥ १२ ॥
पक्षेमानि ब्रह्मावाहे कार्णानि निरोध मे ।
सांख्ये कृतांस्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥
अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्मणः पृथग्विधम् ।
विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवकैरत्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥
शरीरवाङ्मनोत्रिधं कर्म प्रारभते नरः ।
श्राव्यं वा विपरीतं वा गर्ह्यते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

(७५)

तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलम् यः ।
पश्यात्कृतबुद्धिद्वारं स पशति दुर्गतिः ॥ १६ ॥
यस्य नाहंकृते तावो बुद्धिर्धम्य न लिप्यते ।
इदपि स ईर्ष्यालोकान्न हस्ति न निबध्याते ॥ १७ ॥
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
करणं कर्म कूर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुं तादृशं ॥ १९ ॥
सर्वभूतेषु धैनेकं भावमव्ययमीकते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥
शृंगकुक्षेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्निधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्रमहेतुकम् ।
अतत्कार्यवद्वक्तुं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥
यत् कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुनः ।
क्रियते बहूलायासः तज्ज्ञानसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥
अनुवक्तुं कर्म हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत् तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥
मुक्तमङ्गोहनहंवादी शूद्र्यं साहसमवितः ।
सिद्ध्यासिद्ध्यानिर्बिकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥
रागी कर्मफलप्रेप्सुलूको हिंसारुकोऽपि च ।
हर्षशोकाश्रितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

ধ্বংসः प्रकृतः स्वकः शठो नैककृतिकोऽहमसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥
बुद्धेर्भेदं धृतेः च व गुणत्रिविधं शृणु ।
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २९ ॥
प्रवृत्तिकं निवृत्तिकं कार्याकार्ये तत्राभरे ।
वदं मोक्षकं वा वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥
यया धर्ममधर्मकं कार्याकार्यमेव च ।
अवथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥
अधर्मं धर्ममिति वा मन्त्रते तमसारता ।
सर्कार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥
धृत्या यया धारयते मनः प्राणेश्वरक्रियाः ।
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥
यया तु धर्मकार्थान् धृत्या धारयते हर्षज्ज्वल ।
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥
यया स्वप्नं त्रयं शोकं विवादं मदमेव च ।
न विमुक्तं हर्षेणा धृतिः सा तामसी मता ॥ ३५ ॥
सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे त्रयतर्षभ ।
अत्यासाज्जमते वदतुः शब्दं निगच्छति ॥ ३६ ॥
वददग्रे विषमिष परिणामेऽहमृतोपमम् ।
तत् सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमाशुबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥
विषरैस्त्रिसंयोगाद्दुःखदग्रेऽहमृतोपमम् ।
परिणामे विषमिष तत् सुखं राजसंस्तुतम् ॥ ३८ ॥
वदग्रे चानुबन्धे तु सुखं मोहनमार्थिनः ।
निजालस्य अमादोषं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

(७१)

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मूर्त्तं यदेतितः शालिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥
ब्राह्मणकृत्रियविशां शूद्राणां पुरस्तप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥
शमो दमस्तपः शौचं क्रान्तिरार्जवमेव च ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥
शौर्यं तेजसा धृतिर्दाक्यं बुद्धेचाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरताश्च कर्तव्यं स्वभावजम् ॥ ४३ ॥
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्याकर्म स्वभावजम् ।
परिचर्याश्रकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥
श्रेष्ठे कर्मण्यतिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
अकर्मनिवृत्तः सिद्धिं तथा विन्दति तच्छु ॥ ४५ ॥
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
अकर्मणा तमत्त्यक्त्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्फुटितात् ।
स्वभावनिरतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किविषम् ॥ ४७ ॥
सहजं कर्म कोत्सेरु सदोश्मपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवारुताः ॥ ४८ ॥
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जिज्ञासा विगतस्पृहः ।
नैककर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥
सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमेव ।
समासेनैव कोत्सेरु निर्लाज्ज्ञानस्य वा परा ॥ ५० ॥
बुद्ध्या विशुद्धया युक्ता धृत्याश्चानं निरम्या च ।
शकानां विषयांस्त्याक्त । रागद्वेषौ व्यदस्य च ॥ ५१ ॥

धिविक्तसेवी लघ्याशी यतवाकृकार्यमानसः ।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शास्त्रे ब्रह्मभूयार कर्मते ॥ ५३ ॥
ब्रह्मभूतः असमात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु मत्तन्त्रिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥
तत्र्या मामतिजानाति ब्रह्मन् षण्चास्मि तत्ततः ।
ततो मां तद्वतो ज्ञात्वा विशर्ते उदनस्तुरम् ॥ ५५ ॥
सर्वकर्माण्यापि सदा कुर्वाणो मद्यापाश्रयः ।
मं प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संश्रुञ्च मंपुरः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्छिन्तः सततं तव ॥ ५७ ॥
मच्छिन्तः सर्वदुर्गाणि मंप्रसादात्परिष्यसि ।
अथ चेत्तु महकारान् श्रोष्यसि विनङ्क्यसि ॥ ५८ ॥
बदहकारमाश्रित्य न धोऽस्य इति मन्त्रसे ।
मिथैव व्यवसारेण प्रकृतिज्ञानं नियोजयति ॥ ५९ ॥
प्रभावजेन कोत्सेरं निवक्तुः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तं ॥ ६० ॥
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
आमन्त्र्य सर्वभूतानि ब्रह्माकृतानि मायया ॥ ६१ ॥
तमेव शरणं गच्छ सर्वज्ञात्वेन भारत ।
तंप्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
विदुश्चेतदशेषेण यथेच्छसि तद्वा कुरु ॥ ६३ ॥

সৰ্বগুহ্যতঃ ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
ইষ্টৌহসি মে দৃঢ়মিতি তকো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥
মম্ননা ভব মন্ত্ৰকো মদ্ব্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মাম্বেবৈষ্যসিসত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়ৌহসি মে ॥৬৫॥
সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥
ইদন্তে নাভপঙ্কায় নাভকায় কদাচন ।
ন চান্ত্রক্ৰমঃ বাচ্যং ন চ মাং যৌহভ্যস্ময়তি ॥ ৬৭ ॥
য ইমং পরমং গুহ্যং মন্ত্ৰক্ৰেষভিধাস্মতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মাম্বেবৈষ্যত্যঙ্গশরঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্নমুখ্যেষু কশ্চিন্নে প্রিয়কৃতমঃ ।
ভবিতুং ন চ মে তস্মাদক্সঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥
অধোষাতে চ য ইমং ধৰ্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্মামিতি মে মতিঃ । ৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননস্ময়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
সোঃপি মুক্ৰঃ শুভানলোকান্ প্রাপ্নুয়াং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতং শ্রুতং পার্থ ত্বয়েকাগ্রেণ চেতসা ।
কচ্চিদজ্ঞানসম্বোহঃ প্রনষ্টেস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥
অৰ্জুন উবাচ ।
কষ্টৌ মোহঃ স্মৃতিৰ্ভ্রা ক্ৰমঃ প্রসাদান্নয়চ্যত ।
স্থিতৌহিম্বি গীতসন্দেহঃ কৰিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥
সঞ্জয় উবাচ ।
ইত্যহং বাসুদেবশ্চ পার্থশ্চ চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদমিমমুপ্রোষমতুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

विश्वप्रसादाच्छु तवानिमं 'उहमह' परम् ।
योगं योगेश्वरां कृपां साक्षां कथयतुः स्वयम् ॥१५॥
राजन् संसृत्य संसृत्य संवादमिममहृतं ।
केशवार्जुनरोः पुण्यं क्षयामि च मूह'मूह ॥ १६ ॥
तच्छु संसृत्य संसृत्य रूपमत्यहृतं हरेः ।
विसृयो मेमहान् राजन् क्षयामि च पुनःपुनः ॥ १७ ॥
यत्र योगेश्वरः कृषो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीविजयो भूतिर्वा नातिर्मतिश्चम ॥ १८ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

(বাক্যলা)

প্রথম অধ্যায় ।

হে সঞ্জয় ! পরস্পর সমরেচ্ছু, আমার পুত্রীগণ এবং পাণ্ডু-সন্ততিগণ, ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে একত্রিত হইয়া, কি করিতেছেন ? অর্থাৎ যুদ্ধেই কৃতনিশ্চয় হইলেন, না, ধর্মভূমি প্রভাবে (ক) ধর্মবৃদ্ধির উত্তেজনা, পাপসঙ্কুল যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, অথবা কিরূপ উপক্রম করিতেছেন ? ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ ! সেখানে সকলে সমবেত হইলে, আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যদলকে ব্যাহরচনায় অবস্থিত দেখিয়া, দ্রোণাচার্যের নিকট গমনপূর্বক বলিলেন, (২)

আর্যাদেব ! ঐ দেখুন, পাণ্ডবদিগের মহান সৈন্যরাশি, আপনার শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যাহরভাবে সংস্থাপিত হইয়া অবস্থিত করিতেছেন; (৩) ঐ দেখুন ; ঐ সৈন্য মধ্যে, সমরক্ষেত্রে, ভীমার্জুন সম মহাবীর্ষের বীর সকল যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান ;

(ক) কুরুক্ষেত্র চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র যথা,—বৃহস্পতি-
কবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজ্ঞনং সর্বেষাং
ভূতানাং ব্রহ্মসদনমিতি জার্বালক্রতেঃ ।

ঐ দেখুন মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ (৪) ধৃষ্টকেতু
 চেকিতান, মহাবল কশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরপুঞ্জব
 সৈব্য, (৫) বিক্রমশালী যুধামন্যু, প্রবল বীর্যসম্পন্ন উত্তমৌজা,
 অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ অবস্থিত রহিয়াছেন ;
 ইহঁরা সকলেই মহারথ । (৬) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমাদিগের
 মধ্যেও যাহারা প্রধান প্রধান বীর, তাহাদিগকে গণনা করিয়া
 দেখুন, কিন্তু স্বাস্তবিকপক্ষে আমাদের মহাবীর সকল অসম্ভ্য,
 তথাপি সেই বীরসমূহের মধ্যে যাহঁরা আমার সৈন্যের
 নায়কতা করিতেছেন, তাহাদিগকে আপনার নিকট নির্বাচন
 করিতেছি, ইহঁরা অন্যান্য বীরবর্গের উপলক্ষমাত্র । ৭ ॥ (খ)
 আমাদের পক্ষে আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, রণবিজয়ী কৃপ, অশ্বখামা,
 বিকর্ণ, ভুরিশ্রবা, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বৃহত্তর নানা শাস্ত্র-
 বিশারদ যুদ্ধপারগ বীরগণ আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে প্রস্তুত
 আছেন ॥ ৮ ॥

অতএব পাণ্ডব সৈন্যগণ আমাদের বল সহ্য করিতে
 অসমর্থ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে । কারণ পাণ্ডব সৈন্য
 নিবারণের (গ্রহণের) জন্ত আমাদিগের পক্ষে, বীরাগ্রণী
 ভীষ্মদেব প্রস্তুত রহিয়াছেন ; কিন্তু আমাদিগের এই সৈন্য,
 উহাদের দমন করা পক্ষে বিলক্ষণ উপযুক্ত বোধ হইতেছে,

(খ) অর্থাৎ যখন যে পাণ্ডব বলের দ্বারা কিছুমাত্র ভীত
 হয়েন, নাই, কারণ তাহঁরা বল পাণ্ডব বল অপেক্ষায়
 অধিক, ইহঁরা জানাইবার নিমিত্ত নিজ পক্ষীয় বীরবর্গের বর্ণনা
 করিতেছেন ।

কারণ আমাদের সৈন্ত গ্রন্থের নিমিত্ত উঁহারা স্থলবুদ্ধি ভীমকে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

এখন আপনারা সকলেই সমস্ত অয়নেতে (গে) যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া ভীমদেবকেই রক্ষা করিতে থাকুন ॥ ১১ ॥

দুর্যোধনের একপ অন্তরে ভীতি ও বাহিরে সাহসব্যঞ্জক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রতাপশালী কুরুবৃন্দ ভীম, তাহার আন্তরিক সাহস বর্দ্ধনের নিমিত্ত অত্যচ্ছ সিংহনাদপূর্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

তখন, মহাবীর ভীমের এইরূপ যুদ্ধোৎসাহ বুঝিতে পারিয়া, কোঁরব পক্ষীয় সেনামধ্যেও অসখ্য শঙ্খ, অসখ্য ডেরী এবং পণব, আনকু ও গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য সকল একত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং তাহাতে তুমুল শব্দ উথিত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

কোঁরবগণের, এইরূপ রণোৎসাহপ্রকাশক তুমুল ধ্বনি বর্দ্ধিত হইলে, কোঁরবমন্মুখে বিরাজমান শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সেই অসাধারণ শঙ্খ-দ্বয়ের গগনবিদারক ধ্বনি করিয়াছিলেন (১৪) । কৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম নামক প্রসিদ্ধ শঙ্খ, এবং ধনঞ্জয় সেই দেবদত্ত নামক শঙ্খের ধ্বনি করিয়াছিলেন ; ভীমকর্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহা-শঙ্খ ধ্বনি করিলেন, (১৫) ; কুন্তী পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত-বিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুবোধ নামক শঙ্খ, এবং সহদেব

(গে) যুদ্ধকালে যোদ্ধাদিগের আপন আপন বল বুদ্ধির মর্যাদানুসারে অগ্রপশ্চাত্ত্রমে অবস্থিতির স্থানকে এখানে “অয়ন” বলা হইয়াছে ।

মণিপুঙ্খক নামক শঙ্খ ধ্বনি করিয়াছিলেন (১৬) ; তখন মহা-
ধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরা-
জ্যেয় সাত্যকী (১৭) ; দ্রুপদ, পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র, এবং মহাবাহু
অভিমন্যু প্রভৃতি সকলেই আপন আপন শঙ্খের ধ্বনি করিয়া-
ছিলেন (১৮) ; হে পৃথিবীপতে ! পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সেই তুমুল
শঙ্খ ধ্বনি উঠিয়া আকাশমণ্ডল এবং মেদিনী প্রতিধ্বনিত
করিল এবং আপনার পুত্রগণের হৃদয়কে যেন বিদীর্ণ করিয়া
অত্যন্ত ভয় বিহ্বল করিল ॥ ১৯ ॥

হে মহারাজ ! অনন্তর, সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি দ্বারা হৃদয়ে
ভয়সঞ্চার হইলেও আপনার পুত্র দুর্ঘোষনাদিকে অবিচলিতভাবে
দণ্ডায়মান এবং যুদ্ধার্থে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণে সমুদ্যত দেখিয়া,
পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় তখন নিভীকচিত্তে শরাসেনের উন্নয়নপূর্বক
বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন । ২০ ।

হে অচ্যুত ! আপনি কিহু কালের নিমিত্ত, এই উভয় সেনা-
দল মধ্যে আমার রথখানি সংস্থাপিত করুন (২১), যে স্থানে
রাখিলে আমাদের সহিত যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত লোক-
গুলিকে আমি একবার বিশেষ করিয়া দেখিতে পারি, যুদ্ধ
প্রারম্ভে বহুসংখ্যক বীরগণ সমুপস্থিত দেখিতেছি, ইহাদের
মধ্যে কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা বিবে-
চনা করিব (২২) ; বর্তমান যুদ্ধে দুরাণ্মা দুর্ঘোষনের প্রিয়চিকীর্ষু
হইয়া বাহারা এখানে যুদ্ধার্থে সমাগত হইয়াছেন, তাহাদিগকে
বিশেষ করিয়া দেখিব । ২৩ ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতকুলজ ! অন্তর্য়ামী বাসুদেব, বিজিত-
নিম্ন ধনঞ্জয় কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, উভয়-পক্ষীয়

সৈন্তরাশিমধ্যে সেই মহারথ স্থাপনপূর্বক (২৪) ১০. ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য এবং অশ্বাত্থ রাজগণের সমক্ষে অর্জুনকে বলিলেন,—হে পার্থ! এই রথ রাখিলাম, তুমি যথেষ্ট সংগ্রামার্থে সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর (২৫)। তখন অর্জুন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্ত মধ্যে পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, স্বশুরগণ, মিত্রগণ, ও বহুতর উপকারক ব্যক্তিকে যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত দেখিতে পাইলেন। (২৬) কুন্তীপুত্র অর্জুন এই সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে দেখিয়া অতিশয় করুণাশিষ্ট হইলেন, এবং অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন (২৭),—হে কৃষ্ণ এই সকল আত্মীয় জনগণকে সমরেচ্ছায় সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন ও মুখ পরিণত হইতেছে (২৮), শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব বিশ্রান্ত (আলগা) হইয়া পড়িতেছে এবং শরীরের মধ্যে এক প্রকার দাহ উপস্থিত হইতেছে (২৯); আমি যেন আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন বিদূর্ণীত হইতেছে; হে কেশব! দেহ মধ্যে বামনেত্র স্পন্দনাদি যে সমস্ত লক্ষণ অনুভব করিতেছি, তাহাও সমীপবর্তী ভয়াবহ দুঃখের সূচক; ইহাতে আমার মন আরও অধিক বিকল হইয়া উঠিতেছে (৩০); আমি এই সমস্ত আত্মীয় জনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পরিণামে কোন সুখ দেখিতেছি না, যদি বল “যুদ্ধেতে বিজয়লাভ হইয়া রাজকীয় সুখানুভব হইবে” কিন্তু আমি সেই সকল সুখ, স্বজনগণ বধজনিত দুঃখের ভয়ে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করি, অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমি

বিজয়ের কামনা করি না, রাজ্য এবং রাজকীয় সুখেও আমার কিছুমাত্র বাঞ্ছা নাই (৩১) ; হে গোবিন্দ ! যাহাদের জন্ম আমরা রাজ্যভোগ ও সুখকামনা করিতেছি, ঐ দেখুন ! তাঁহারা সকলেই ধন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সমরে সমুপস্থিত । এই যুদ্ধে ইহঁারা সকলেই বিনষ্ট হইলে আমাদের রাজ্য লইয়াই বা কি লাভ হইবে, ভোগ এবং জীবনধারণেই বা কি ফল সংসাধিত হইবে ? অতএব হে মধুসূদন ! এই সকল আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, স্বশুর, শ্যাক ও সম্বন্ধিগণ আমাকে বিনাশ করিলেও আমি ইহঁাদিগকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, অধিক কি, সাধারণ পৃথিবী লাভ ত যৎসামান্যই মনে করি, কিন্তু ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তও ইহঁাদিগকে নিধন করিতে আমার প্রবৃত্ত হয় না । হে জনাৰ্দ্দন ! হৃষ্যোধনাদিকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ বোধ হইবে, তাহা আমি দেখিতে পাই না । যদিও ইহঁারা আততায়ী এবং ইহঁাদের বধে কোনই পাপ নাই বটে, তথাপি কুলক্ষয়জনিত পাপরাশি আমাদের আশ্রয় করিবে (৩২-৩৫) ; অতএব আমি ইহঁাদিগকে সংহার করিতে পারিব না । হে মাধব ! সমস্ত আত্মীয়জনবধে আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব (৩৬) ? যদিও ইহঁারা লোভাভূতচিহ্ন হইয়া কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ জন্ম পার্ভিক-রাশি দেখিতে পাইতেন না (৩৭), কিন্তু হে জনাৰ্দ্দন ! আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষরাশি বুঝিতে পারিয়াও এই পাপ হইতে ণনবৃত্ত হওয়া উচিত বোধ করিব না কেন ? (৩৮) আমি দেখিতেছি, কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্মগুলি বিনষ্ট হয়, কুলধর্ম নষ্ট হইলেই অবশিষ্ট সমস্ত কুলধর্মদ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

অধমের প্রাচুর্য হইলে কুলজাগণ দূষিত হইয়া উঠে, জাগণ দূষিত হইলে বর্গসঙ্কর উৎপন্ন হয় (৪০) সঙ্কর হইলে সেই কুল এবং কুলনাশক ছুরাঙ্গাদিগের নরক হইয়া থাকে, তখন তাহাদের পিতৃগণও লুপ্তশ্রদ্ধ হইয়া ঘোর নিরয়ে নিপতিত হইবেন, ॥ ৪১ ॥

এই সকল বর্গসঙ্করকারক দোষের দ্বারা জাতি-ধর্ম এবং সনাতন কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায় (৪২), হে জনাৰ্দ্দন ! আমরা গুরুপরম্পরা শুনিয়াছি যে, তাহাদের কুলধর্মাদি উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহাদের অনন্তকাল পর্যন্ত নিরয়বাস হইয়া থাকে, ॥ ৪৩ ॥

ওঃ ! আমরা কি ভয়ানক মহাপাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । সাধারণ রাজ্যস্থলোভে আমরা সেই মহানু অনর্থজনক স্বজনহত্যা কার্যে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

এখন আমার মনে হইতেছে যে, আমি মেরুপ কুকার্যে অধ্যবসায়ী হইয়াছি, আমার জীবনান্ত হওয়াই ইহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত । অতএব বিবেচনা হইতেছে যে, এই বুদ্ধক্ষেত্রেতে আমি অসঙ্গ এবং প্রতীয়ুক্তবিহীন হইয়া থাকিলে যদি ছর্যো-ধনাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সঙ্কুপাণি হইয়া আমাকে নিহত করে ; তাহা হইলেই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া, পাপনিকৃতি স্বরূপ পরম মঙ্গল হইবে । (৪৫) । সঞ্জয় বলিলেন, হে মহাবাজ ! শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত কথা বলিয়া বনজয় অত্যন্ত শোক-সম্বিগ্ন মানসে, শর সহ গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগপূর্বক সংগ্রামভূমে রথের উপর বাসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৫ ॥

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন; তখন মধুসূদন দয়াদ্রিচিত, অশ্রুদ্বারায় আকুলিতনেত্র এবং বিষন্নভাবাপন্ন অর্জুনকে এই কথা বলিলেন。(১) অর্জুন! এই ঘোর শঙ্কট সময়ে কি জন্তু তোমার এরূপ অনাৰ্য্যজনোচিত মোহ উপস্থিত হইল? ইহা স্বর্গাকাঙ্ক্ষীর অসেব্য এবং অযশস্কর।(২) হে পুত্র! (পৃথার-ওরসজাত) তুমি অবসাদ অবলম্বন কারও না, হে পরভ্রম! (শত্রুদলনকারী) নীচতাপ্রকাশক হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ-পূর্বক (যুদ্ধার্থ) উত্থান কর।(৩) অর্জুন বলিলেন,—

হে মধুসূদন! হে অরিবিমর্দন! আমি কিরূপে পূজার পাত্র ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যকে এই রণভূমিতে বাণাঘাতের দ্বারা প্রতियুদ্ধ করিব? (৪) তাহা কোন মতেই হইবে না; অতএব এই সকল মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে আমায় ভিক্ষায় ভোজন করিতে হয়, তাহাও আমি কল্যাণকর মনে করি। কিন্তু ইহাদিগকে নিধন করিলে, কেবল পরলোক কেন, ইহলোকেও আত্মীয় গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামের উপভোগ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে; অতএব তদপেক্ষায় ভিক্ষায় জীবন-যাত্রা যেন অধিকতর সুখকর বলিয়া বোধ হইতেছে(৫)। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি আমার হিংসাদিপাপশূন্য ণভক্ষারত্ৰিই অধিকতর ধর্ম্মকরী হইবে, অথবা আমি ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া, ধুক করাই অধিকতর ধর্ম্ম সাধন হইবে, তাহা আমি নিশ্চয়রূপে জানি না। আর, যে জয়াশায় মিত্র কুলোৎসাদন কর্ষ্যে ব্রতী হইব, তাহারই বা

নিশ্চয় কি ? রণের ষষ্ঠ দিবস সমতা আছে, তখন উৎসাহে আমা-
দিগকে পরাজয় করিতে পারে ; তাহা হইলে যুদ্ধে কি লাভ হইল ?
যদিও আমরাই উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি, তাহা
হইলেও ফলপক্ষে আমাদের একরূপ পরাজয় হইবে ; কারণ
যে সকল বন্ধুবান্ধবের বিনাশে আমাদের জীবনধারণ করাও অতি
কষ্টকর মনে হইতেছে, সেই সকল গুরুগণ ও বন্ধুগণই যুদ্ধার্থে
সম্মুখীন হইয়াছেন, সুতরাং ইহাদের পরাজয়ে আমাদের
সুখের আশা নাই। অতএব জয়ও আমাদের একরূপ পরা-
জয়ই হইবে ; এ জন্ত ভিক্ষাবৃত্তিই বোধ হয় শ্রেয়স্করী হইবে(৬)।
হে বাসুদেব ! আমি, আত্মীয় বন্ধুগণের ভবিতব্য বিনাশজনিত
দুঃখ এবং কুলক্ষয়াদিজনিত দোষ অনুভব করিয়া আশ্রয়
হইয়াছি ; অতএব আমি বর্তমান বিষয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ;—আপনি, আমার পক্ষে যাহা
প্রকৃত শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করেন, তাহা বলিয়া দিন। পুরুষো-
ত্তম ! আমি শিষ্যভাবে আপনাকে প্রণয়ন হইলাম ; আপনি
আমাকে বর্তমান বিষয়ে সত্বপদেশ প্রদান করুন (৭)। আমার
স্বয়ং বিচারক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে ; আত্মীয় বন্ধুগণকে উৎসন্ন
করিয়া, যদি পৃথিবীর মহাসমৃদ্ধিশালী অকণ্টক রাজ্য কিম্বা
স্বর্গের ইন্দ্রত্বও লাভ করিতে পারি, তথাপি আমার এই সকল
বন্ধুস্বজনাদিবিরহজনিত এইরূপ ইন্দ্রিয়বিশোধক শোক যে
কিসের দ্বারা নিবারণিত হইবে, তাহা দেখিতে পাই না ॥৮॥

সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ ! অন্তর্ধ্যামী শ্রীকৃষ্ণকে এই
কথা বলিয়া শত্রুমর্দনবিজিতালস্য অর্জুন, “আমি যুদ্ধ করিব
না” এই বলিয়া তুষ্টীভাব অবগমন করিলেন, (৯) হে ভারত !

অনন্তর, ইল্লিয়াধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ, উভয় সেনাদল মধ্যে অর্জুনকে এইরূপ বিষয় দেখিয়া, যেন উপহাস করিতে করিতে এই কথা বলিলেন (১০)। হে ধনঞ্জয়! তুমি শুবুদ্ধি লোকের ন্যায় অনেক কথা বলিলে, আবার বুদ্ধিমানের অকর্তব্য কার্যও করিতেছ, কারণ যাঁহাদের নিমিত্ত দুঃখ করার কোন কারণ দেখিতে পাই না, তাঁহাদের নিমিত্ত তুমি দুঃখ করিতেছ, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নিমিত্ত কোন প্রকার অনুশোচনা করেন না (১১)। তুমি যাঁহাদের বিরহ বা অভাব মনে করিয়া দুঃখী হইতেছ, বাস্তবিক তাঁহাদের অভাব হওয়া সম্ভবে না; কারণ ইহারা সকলেই নিত্য পদার্থ। ইহা সত্য, যে, আমি, তুমি এবং এই সমস্ত জনাধিপগণ পূর্বে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে; এবং এই দেহের ভবিষ্যতে যে আমরা কেহ থাকিব না, তাহাও নহে; আমরা এই দেহোৎপত্তির পূর্বেও ছিলাম, এবং ইহার বিনাশ হইলে ভবিষ্যতেও থাকিব (১২)। আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্তনে, কৌমার, কৌমারের পরিবর্তনে যৌবন, যৌবনের পরিবর্তনেই বার্কিক্য অবস্থা হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ একটা পরিবর্তন অবস্থা মাত্র, মৃত্যুতেও আত্মার কেবল এই দেহেরই পরিবর্তন হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না, অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হন না (১৩)। আর যদি বল,—স্বীকার করিলাম মৃত্যু কেবল, আত্মার একটা অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যুতে কেহই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু এই দেহের অবস্থান্তর দ্বারা যে পরস্পরের মধ্যে একটা বিরহ উপস্থিত হইবে, তজ্জনিত দুঃখভোগ কিরূপে না

গীতা ।

হইতে পারে? তাহাও তোমার ভ্রান্তি, কারণ হে ভারত ! সুখদুঃখ আত্মাতে থাকে না, পরন্তু মন কিম্বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধ হইয়াই অসঙ্গ্য-প্রকার সুখ, দুঃখ ও শীতোষ্ণাদি অনুভব হইয়া থাকে । এক এক অবস্থায় একএক সময় একএকপ্রকার বিষয়ের 'সহিত সম্বন্ধ হইয়া, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের একএকটা অবস্থা বা ঘটনা-বিশেষ উপস্থিত হয়,—যাহাকে পণ্ডিতগণ মনোবৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহারই কোনটির নাম সুখ, কোনটির নাম দুঃখ, সুতরাং ইহারা (ক) মনেরই একটি অবস্থা বা গুণবিশেষ । কিন্তু আত্মার কোন গুণ নহে, উহা আত্মাকে সংস্পর্শ করে না । অতএব হে কৌন্তেয় ! তোমার নিজের নয় বলিয়া, যেমন অন্যের সুখ দুঃখ তুমি আপনাতে গণ্য কর না, সেইরূপ মনোবৃত্তি স্বরূপ সুখ দুঃখকেও তোমার নিজের (আত্মার) বস্তু বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে । দ্বিতীয়তঃ, সুখ দুঃখাদি যখন উৎপন্ন পদার্থ, এবং উৎপত্তিমাতেই পুনর্বার ইহাদের অভাব হইয়া যায়, তখন ইহাদের নিমিত্ত প্রকল্প বা অবসন্ন না হইয়া সহ্য করাই কর্তব্য । (১৪) হে পুরুষপ্রবর ! যে সমদুঃখসুখ-ধীরপুরুষকে এই অনিত্য মনোবৃত্তি স্বরূপ সুখদুঃখনিচয়ে বিচলিত করিতে না পারে, সেই মহাপুরুষ নির্বাণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র । ॥১৫॥

সুখদুঃখের বাস্তবিক তত্ত্ববিষয়ে যদি আর একটু অবেষণ কর,

(ক) শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের “ধর্মব্যাক্যায়”
এবিষয় অতি বিস্তারে ব্যাখ্যাত আছে ।

তাহাতেও উহা প্রমাণ হইবে যে, সুখদুঃখের দ্বারা বিচলিত হওয়া বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। কারণ সুখ দুঃখাদি যখন উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট পদার্থ, তখন উহার বাস্তবিক অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা নাই। কিন্তু ভ্রান্তিদৃষ্টিতে, মৃগতৃষ্ণায় প্রতীয়মান জল যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে বৃক্ষাদিতে প্রতীয়মান ভূতপ্রেতাди যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, সুখ দুঃখাদিও সেইরূপ মিথ্যা পদার্থমাত্র—অতএব মৃগতৃষ্ণায় জল ভ্রম হইয়া কিম্বা বৃক্ষাদিতে ভূত প্ৰেতের ভ্রম হইয়া বিচলিত হওয়া যেরূপ সুবুদ্ধির কর্তব্য কার্য্য নহে, সেইরূপ মিথ্যা পদার্থ সুখদুঃখাদি দ্বারাও বিচলিত হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্তব্য কার্য্য নহে।

সুখদুঃখাদি সর্বদা অনুভূয়মান পদার্থ হইলেও, উহা মিথ্যা কেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ করা যাইতেছে। যে যে পদার্থ বিকারের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্তই বাস্তবিকপক্ষে মিথ্যা পদার্থ অর্থাৎ কিছুই না। কিন্তু যাহার বিকার সেই জিনিষটিই সত্যপদার্থ, সেই সত্য পদার্থটিকেই নানাপ্রকারে ব্যবহার করার নিমিত্ত নানাপ্রকার নাম দেওয়া গিয়া থাকে এবং সেই একএকটি নামমাত্র লইয়াই কেবল সুখের কথায় একএকটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু কল্পনামাত্র করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে উহা কিছুই নহে। মনে কর, লোকে “ঘট” বলিয়া একটা জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকে; আর উহা যে মৃত্তিকাখণ্ড হইতে একটি বিভিন্ন মত দ্রব্য তাহাও সকলের ধারণা আছে। কিন্তু বাস্তবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, ঐ ঘটটি কিম্বা মৃত্তিকা অপেক্ষায় অতিরিক্ত কোন পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায়? তাহা কদাচ নহে। মৃত্তিকারই একরূপ

অবস্থা-বিশেষ হইলে তাহাকে ঘট বলিয়া ব্যবহার করা যায় । আবার অন্যরূপ অবস্থা বিশেষ হইলে, সেই মৃত্তিকাকেই গৃহ বা কোটা বলা যায়, এবং আর একরূপ সংস্থান হইলে, তাহাকেই আবার ইষ্টকও বলা যায় ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মৃত্তিকাও যে পদার্থ ঐ ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদিও ঠিক সেই একই পদার্থ । ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই । ভাব, যদি ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদি কথাগুলি প্রচলিত ও ব্যবহৃত না হইত, তবে সাধারণ মৃত্তিকা মনে করিয়া যেরূপ “মৃত্তিকা” এই কথাটি মাত্রই ব্যবহার করা হয়, ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদি পদার্থ-গুলি মনে করিয়াও সেইরূপ কেবল “মৃত্তিকা” কথাটি ভিন্ন আর কি কথা ব্যবহার করা হইত ? ফলপক্ষে তাহা হইলে ঘটপটাদি প্রত্যেক বস্তুকেই কেবল মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিতে হইত । কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রথাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন রকমে অবস্থিত মৃত্তিকাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার না করিলে কোনমতেও চলে না । মনে কর, যদি ঘট আনিবার মানসেও “এক খণ্ড মৃত্তিকা আন” বলা হয়, আবার একখানি ইষ্টক আনিতে বলিলেও “এক খণ্ড মৃত্তিকা আন” এই কথাই বলা হয়, তবে যে লোকাটকে উহা আনিতে বলা হয়, সে নিতান্ত বিপদেই নিপতিত হয়; কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহার কিছুই আয়ত্ত করা সম্ভবে না । আর যদি ঘটাকার মৃত্তিকা এবং ইষ্টকাদির আকার মৃত্তিকার আকৃতি বর্ণনাপূর্বক বুঝাইয়া দিয়া পুরে “এইরূপ মৃত্তিকা খণ্ড লইয়া আইস” এইরূপ বলা হয়, তাহাও অনেক সময়ের কৰ্ম । এনিমিত্ত একই মৃত্তিকা-পদার্থকে “ঘট পটাদি” পৃথক পৃথক নামে ব্যবহার মাত্র

করা হয়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া ঘট পটাদির অস্তিত্ব বা সত্তাও কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত একটা মুখের কথায় সত্তা বা অস্তিত্ব মাত্র; বাস্তবিক কল্পে উহা কিছুই না। বাস্তবিক, মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ। আবার আর একটু চিন্তা করিলে দেখিবে যে মৃত্তিকাও ঘটপটাদির ন্যায় একটা মুখের কথার পদার্থ, উহাও মিথ্যা, উহারও বাস্তবিক সত্যতা ঘটে না; কতকগুলি পরমাণুর একপ্রকার সন্নিবেশ হইলে তাহাকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার আর একপ্রকারে সন্নিবেশ হইলে, সেই পরমাণু-রাশিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কতকগুলি পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছুই না। তাহা হইলে এখন জানা গেল যে, ঘট পটও পরমাণু রাশি ব্যতীত আর কিছু না। আবার পরমাণু-রাশিও যখন উৎপন্ন পদার্থ, তখন তাহাও একটা কথার দ্রব্য মাত্র, বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে। যে বস্তু হইতে পরমাণুরাশি বিকসিত হয়, তাহারই একটা নামান্তর মাত্র “পরমাণু,”—অতএব দৃশ্যমান ঘটপটাদিদ্রব্যগুলিকে পরমাণু-রাজি না বলিয়া যে দ্রব্য হইতে পরমাণুরাজি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দ্রব্য বলিলেই ঠিক হয়। “এইরূপ সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করিতে করিতে ইহা নিশ্চয় হইয়া আইসে যে, সংসারের যত প্রকার বিকার পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অসৎ অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তাহা নাই, কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটা মুখের কথা মাত্র।

যদি বিকার পদার্থমাত্রেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিল,

এবং কেবল মাত্র মুখের কথার অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, আর ঘট-
পটাদি দৃশ্যমান বস্তুমাতেই বিকার পদার্থ হয়, তাহা হইলে
দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই মিথ্যা পদার্থ হইল। তবে কি এই সমস্ত
জগৎ কেবল শূন্যময়,—অভাবময়? অভাব, শূন্য ব্যতীত কি
আর কিছুই নাই? তাহাও নহে, তবে বাস্তবিক তত্ত্ব কি,
তাহার বিবরণ করা যাইতেছে,—এই জগতে কেবল একটিমাত্র
বস্তুই অবিকার আছে, তাহার কোন প্রকার বিকারই পরিলক্ষিত
হয় না, সুতরাং সেই একটি মাত্র বস্তুই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে,
সেই অস্তিত্ব কেবল মুখের কথার অস্তিত্ব নহে, সেইটিই জগতের
সারভূত পদার্থ। অতএব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শূন্যময় বা
অভাবময় নহে, সেটি কি পদার্থ? সেইটি সত্তা, বা বিদ্যা-
মানতা পদার্থ, বিদ্যমানতা বা সত্তার কোনরূপ উৎপত্তিবিশেষ,
পরিবর্তন, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং সংহত ভাবে অবস্থিতি ইহার কোন
প্রকার বিকার পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং সত্তাপদার্থটিই সং-
বা সত্য বস্তু। যাহার উৎপত্তি, বিনাশ, ও হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি
দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব একবার দেখা যায়,
আবার দেখা যায় না, তাহাই অসৎ পদার্থ। আর যাহার অস্তিত্ব
সর্বদাই দেখা যায়, কখনই অভাব হইয়া যায় না; তাহাই সং বা
সত্য, বা স্মিত্য। ঘটপটাদি দ্রব্যগুলি কখনও থাকে, আবার
কখনও থাকে না, অতএব উহার অসৎ পদার্থ, আর সত্তাপদার্থটি
সর্বদাই অনুভব হয়, কখনই উহার অভাব দৃষ্ট হয় না,
সুতরাং সত্তা সং পদার্থ।

কথাটা আর একটু বিস্তার করিয়া বুঝান যাইতেছে, লোকে
সকল বস্তু সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে তৎসমস্ত

মূলেই তাহাদের দুটি বিষয়ের দুটি জ্ঞান হইয়া থাকে, একটি জ্ঞান অসংবস্ত্ত বিষয়ক, আর একটি জ্ঞান সংবস্ত্ত বিষয়ক। মনে কর, একটি ঘট দৃষ্ট হইতেছে, এখন এই ঘটটি দেখা মাত্রই যেমন ঘটটির জ্ঞান হয়, তেমন তৎসঙ্গে তাহার একটা অস্তিত্বেরও জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঘটটিও বুঝিতে পারা যায় আবার ঘটটি যে আছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়; এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ঘটপ্রকাশক বা ঘটবিষয়ক জ্ঞানটি অসং বিষয়ক আর ঐ ঘট্টের অস্তিত্ব বা সত্তা বা বিদ্যমানতার প্রকাশক জ্ঞানটি সং বিষয়ক। কারণ ঘটটি সর্বদা থাকে না ঘটটি যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তাহাকে দেখাও যায় না, অতএব ঘট মিথ্যা বা অসং পদার্থ। কিন্তু ঐ ঘট্টের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা সত্তা বা বিদ্যমানতা অথবা অস্তিত্বের অনুভব হইতে ছিল, সেই জ্ঞান এখনও হইতেছে। তবে অবশ্যই ঐ বিনষ্ট ঘটটি সম্বন্ধে আর বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে না সত্য, কিন্তু অন্য ঘট, কিম্বা ঘটাদি সম্বন্ধে ঐ অস্তিত্ব, বা বিদ্যমানতা বা সত্তা পদার্থের জ্ঞান হইতেছে। একপ ঘটনা কখনই হয় না যে, অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে না, অথচ অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান হইতেছে। যাহার যে কোন পদার্থের জ্ঞান হয় তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব বাদ দিয়া কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুতে সত্তার অনুভব হয়। উহা নানা নহে, একই সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হইয়া থাকে, এজন্য অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাটিকেই সং, নিত্য, বা সত্য, এবং অদ্বিতীয়

পদার্থ। অতএব ঘটাদি বিকার পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও সমস্ত যখন অস্তিত্ব থাকিল, তখন সমস্ত সংসারকে অভাবময় বা শূন্যময় বলিতে পারা যায় না।

ঘটাদি যে মিথ্যা পদার্থ, তাহা যেমন বুঝিতে পারিলে, তেমন তোমার, আমার এবং ঐ সকল ভীষ্মদ্রোণাচর্যাদি সমস্ত প্রাণীর দেহ, দেহের উপাদান, এবং দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, আর শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি এবং তাহার কারণ এতৎ সমস্তই মিথ্যা পদার্থ, ইহার কিছুই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কেবল মুখের রূপায় অস্তিত্ব মাত্র।

ভাবিয়া দেখ, এই দেহটা যদিও অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, ও নাড়ী প্রভৃতির সমষ্টি স্বরূপ বটে, তথাপি বাস্তবিক ইহা, অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, দ্বিত প্রভৃতি কতকগুলি ভুক্ত পাত্ৰদ্রব্যের একটু রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে যে সকল দ্রব্য আহার করে সেই সকল বস্তুই, নানা প্রকার কৌশল ও ক্রিয়ার দ্বারা ২০। ২২ দণ্ড পরে, দেহের অস্থি, মাংসাদি আকারে পরিণত হয়, অতএব দেহ সম্বন্ধে সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পদার্থই সত্য, আর এই অস্থি মাংসাদির সমষ্টি দেহটা মিথ্যা পদার্থ। তবে কি না কথাবাত্তা ও ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত, একটু অবস্থান্তরে পরিণত সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্রব্যগুলিকেই “দেহ” বালিয়া একটা সংজ্ঞা দ্বা নাম দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহা কেবল সেই দাহল তরকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আবার সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদির তদ্ব্যবসায় কারণেও জন্মা

যাইবে যে, উহাও মিথ্যা পদার্থ, উহাও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কারণ কৃতকগুলি পার্থিব পরমাণু সমষ্টির কিছু একটু অবস্থান্তর হইয়াই অন্ন ব্যঞ্জনাদি অবস্থা হইয়াছে, অতএব ব্যবহারের সুবিধার জন্য একটু পরিবর্তিত অবস্থাগত পার্থিব পরমাণুরাশিকেই “দাইল” “ভরকারী” প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

যখন অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি, মিথ্যা পদার্থ কেবল পার্থিব পরমাণুরাশির একটা নামান্তর মাত্র, তখন দেহটাও সেই পার্থিব পরমাণুরাশির সমষ্টিই হইল, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার পরমাণুও যখন উৎপন্ন ও বিনাশী এবং বিকার পদার্থ, তখন উহাদেরও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, উহারাও মিথ্যা পদার্থ। যাহা হইতে পরমাণুরাশির উৎপত্তি হইয়াছে, কিম্বা যাহার রূপান্তর হইয়া পরমাণুর অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই একটা নামান্তর “পরমাণু”। অতএব অন্নব্যঞ্জন, ও দেহপদার্থটাও সেই পরমাণুর মূল কারণ যে পদার্থটা (তন্মাত্র) তাহারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং স কারণক দেহাদি সমস্ত পদার্থই মিথ্যা, কেবল মৃগতৃষ্ণায় জলের গ্ৰাণ একটা মুখের কথার দ্রব্য মাত্র। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদিও এইরূপ উৎপত্তি বিনাশবিশিষ্ট বিকার পদার্থ অতএব উহারাও বাস্তবিক মিথ্যা পদার্থ, অতএব ইহাদের কাহারই অস্তিত্ব নাই।

আবার, যাহা সং বা সত্যপদার্থ (অর্থাৎ আত্মা,—যাহা পূর্বে সত্তা স্বরূপ বলিয়াছি) তাহারও কখন অভাব হইতে পারে না। (কারণ সত্তা পদার্থের অভাব কখনই পরিদৃষ্ট হয় না, ইহা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি।) ব্রহ্ম-স্বরূপ-বিৎপত্তিতগ্ণ

সং আর অসং এতদ্ব্যয়ের এইরূপ ব্যবস্থাই অবগত আছেন ।
অতএব, তুমিও সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের পন্থাই স্বরণ করিয়া
শোক মোহ পরিত্যাগপূর্বক শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি বন্ধকে
মৃগতৃষ্ণার জলের ঞ্চার মিথ্যাবোধে সহ্য করিয়া লও (১৬) ।
আকাশের দ্বারা, যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত দ্রব্য পরিব্যাপ্তভাবে
আছে, সেইরূপ ঐহার দ্বারা এই জগত পরিব্যাপ্তভাবে আছে,
তিনিই সেই সত্তারূপ এবং সৎ বা সত্য পদার্থ, তাহাকে
অবিনাশী বলিয়া জানিও । কারণ, অবয়বের ক্ষয় বা বৃদ্ধি
হইয়াই এক এক বস্তুর বিনাশ ও অন্যথা হইয়া থাকে কিন্তু
তঁহার কোন প্রকার অবয়বও নাই তাহার হ্রাস বৃদ্ধিও নাই
এজ্ঞ তিনি স্তুব্যয়, স্তত্রাং তঁহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে
পারে না (১৭) ।

সেই হিন্দ্রি, মনের প্রত্যক্ষাদির অবিষয় অবিনাশী ও নিত্য
সত্তাস্বরূপ পদার্থই সমস্ত দেহের আত্মা, তাহার এং 'দেহ সকল,
মৃগতৃষ্ণার জল, ও স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালাদর পদার্থের ন্যায় মিথ্যা
বলিয়া কথিত হয়, অতএব হে ভারত ! এই মিথ্যা দেহাদির
জ্ঞ শোক মোহাদ করিয়া যুদ্ধে প্রাতানবৃত্ত হওরা তোমার
উচিত নহে (১৮) ।

তুমি যে মনে করিতেছ যে, "ভায় দ্রোণাদ গুরুগণ
আমা কতক নিহত হইবেন । আমিই তঁহাদের নিহত্তা হইব ?"
তাহা তোমার নিতান্তই ভ্রান্ত হইতেছে । দেখ, শ্রীতও
ব্রাহ্মণেছেন যে, যিনি আত্মাকে কাহারও নিহত্তা বলিয়া মনে
করেন অথবা যিনি আত্মাকে নিহত বলিয়া মনে করেন,
তঁহার উভয়েই প্রকৃত তত্ত্বের অনভিজ্ঞ । কারণ আত্মা কখনই

কাহার বধঁ করার কৰ্ত্তা হইতে পারে না, এবং কখন বধাও হইতে পারে না (১৯)। কেন না, আত্মা ষড়্‌বিকাররহিত পদার্থ, আত্মা কখনই জন্মে না, কারণ আত্মা ঘটপটাদি পদার্থের শ্রায় পূর্বে না থাকিয়া কখনও নতন অস্তিত্ব গ্রহণ করে না। এবং আত্মা কখন মরেও না, কারণ আত্মা, ঘটপটাদির ন্যায় একবার অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া আবার অস্তিত্ব হারা হয় না। এজন্ত আত্মাকে অজ্ঞ আর নিত্য বলা হইয়া থাকে। এবং আত্মার কোন প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধিও নাই অতএব ইহাকে শাস্ত্রত আর পুরাণ বলা হয়। এবং শরীরের অবস্থান্তর হইলেও ইহার অবস্থান্তর বা রূপান্তর হয় না, আত্মা কখনই ঘটপটাদি জড় দ্রব্যের শ্রায় সংপিণ্ডিতভাবেও থাকেন না (২০)।

অতএব, হে পার্থ! যিনি আত্মাকে এইরূপে অবিনাশী, নিত্য, ও অজ্ঞ, অব্যয় বালিয়া অবগত থাকেন, তিনি এই আত্মাতে বর্ধান ক্রিয়ার কর্ত্ত্ব বা কর্ম্ম হু আরোপ করিবেন কিরূপে? কারণ কোন বস্তুর অবস্থার কিছু মাত্রও পারবর্তন না হইয়া তাহার মধ্যে কোন প্রকার ঘটনা বা ব্যাপার হইতে পারে না। কর্ত্ত্ব, অর্থাৎ স্বয়ং কোন ক্রিয়া করা, এবং কর্ম্ম হু অর্থাৎ অপর কৃত ক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত হওয়া, এই উভয়ই এক একটা ঘটনাবিশেষ মাত্র। সুতরাং কোন বস্তুর কোন পরিবর্তন না হইলে তাহার কর্ত্ত্ব ও কর্ম্ম হু সম্ভবে না। অতএব আত্মা অপরিবর্তনীয় ও নিত্য বালিয়া আত্মারও কোন কর্ত্ত্ব ও কর্ম্ম হু হইতে পারে না (২১) *.

* এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট উপদিষ্ট হইল যে, ব্রহ্মের কোন প্রকার কর্ত্ত্বাদি কিছুই নাই।

মানবগণ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেই প্রকার জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম মৃত্যু। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক নববস্ত্র পরিধান কালে যেমন দেহের কোন প্রকার পরিণাম বা বিকৃতি হয় না, সেইরূপ পূর্ব দেহ পরিত্যাগ-পূর্বক দেহান্তর গ্রহণ কালেও আত্মার কোন প্রকার বিকৃতি বা অবস্থান্তর হয় না। (২১) (খ) কারণ, অস্থশব্দাদি এই আত্মাকে

(খ) এই শ্লোকের দ্বারা অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে “মৃত্যু কালে একদেহ পরিত্যাগ করিয়াই যদি জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, তবে আর পরকালই বা কি, এবং স্বর্গ নরকাদি ভোগ বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিই বা কি, আর শ্রাদ্ধ শান্তিই বা কি নিমিত্ত করা হয়”। কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিলে, এ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঠিক মরণ কালে অমনি তৎক্ষণাৎ অন্য দেহ গ্রহণ করা, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু জীবগণ, মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরকাদি পারলৌকিক ফল ভোগ করিয়া ভবিষ্যতে যে সকল উৎকৃষ্ট অথবা চণ্ডাল, যবন, শ্বেচ্ছ, বা গো, অশ্ব, মহিষাদির দেহ ধারণ করিবে, সেই সকল দেহ ধারণ জীবের যে জাতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার বা বাসনার * বিকাশ হওয়া আবশ্যিক, সেই সকল সংস্কার ও বাসনার পরিষ্করণ হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে ঐ সকল দেহ গ্রহণ

* ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার, বাসনা এবং কি প্রকার ইহাদের দ্বারা দেহ সংগঠন হয়, তাহা “ধর্ম্মবাধ্যা” গ্রন্থে বিস্তার-মতে লিখিত আছে।

ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জলও ইহাকে দ্রব করিতে পারে না, এবং বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না (২৩)। এই জন্য

করা অবশ্যস্বাভাবী, এ নিমিত্ত ইহাকেই সেই সেই দেহ গ্রহণ করা বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন। বাস্তবিক মৃত্যুকালে আত্মা যখন বাহির হইয়া যায়, তখন অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার দেহ (লিঙ্গ ও আতিবাহিক দেহ) লইয়া যায়। সেই দেহেই সর্গ নরকাদি ভোগ হইতে থাকে। বেদান্ত দর্শনের ৩য় অধ্যায়ের ১ম পাদ ও তদায় ভাষ্যাদির দ্বারা এই রূপ মীমাংসা করা হইয়াছে, “তদন্তর প্রতিপত্তৌরংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রথ্ন নিরূপণাত্যাম্” (১ম সূ) * * “নব্বত্যাশ্রুতিঃ, —“জলোকা বৎ পূর্ষদেহং নমুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রমতীতি দশয়তি, ইতি। তদ্যথা ত্বং জলায়ুকেতি, তত্রাপ্যপরিবেষ্টিতশ্চেব জীবন্ত কশ্মোপস্থাপিত প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয় ভাবনা দাঘীভাবমাত্রং জলুকয়োপমীয়ত ইত্যবিরোধঃ—(শঙ্করভাষ্য) দেহ গ্রহণ ব্যতীত জীবের পরলোক গমনের শ্রুতি,—বাচাসৌবাবলোকো গৌতমাধি স্তত্রশঙ্কাখ্যাপ আল্হতিঃ, পর্য্যত্যাগৌ সোমরূপা, ইহখব্বগ্নি- হোত্রে ংকরাহতা দধ্যাখ্যাদি রূপা আঁপা বজ্জমানসংলগ্নাঃ স্বর্গং লোকং প্রাপ্য সোমাখ্যা দব্য দেহাত্মনা স্থিতাঃ কশ্মীন্তে হতাঃ পর্জন্তেভূয়ন্তে, ততো বৃষ্টি রূপাঃ পৃথিব্যাগ্নরূপাঃ পুরুষে, রেতো রূপা যোষিতি হতা আপঃ পুরুষশব্দ বাচ্যা ভবন্তি”। সাধ্যাদি দর্শন এবং নির্বাণতন্ত্রাদিতেও পূর্বোক্ত মীমাংসাই লিখিত আছে।

এই আত্মাকে, অচ্ছেদ্য, অদাহ, অক্লেদ্য, এবং অসোধ
 বলা যায় । সূত্রং ইনি নিত্য পদার্থ, যে হেতুক নিত্য
 অতএব ইনি সৰ্বব্যাপক, যে হেতু সৰ্বব্যাপক অতএব
 স্থিতিশীল, যেহেতু স্থিতিশীল অতএব অচল, এজন্য
 ইনি সনাতন (গ) (২৪) । তুমি মনে করিতে পার যে “আত্মা
 যদি এইরূপ পদার্থই হয়েন, তবে আমি তাঁহাকে সেইরূপে
 অনুভব করিতে পারি না কেন? কিন্তু তাহা সহজে সম্ভবে না ।
 কারণ আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির অগেবচর বস্তু ।
 যাহার কোন প্রকার প্রত্যক্ষ করা যায় না তাহার অনুমানও

(গ) সাংসারিক লোক সকল এত বিমুগ্ধ যে চিরসংস্কারের
 বিরুদ্ধ কোন কথা কেবল শুনা কেন, যদি কখনও প্রত্যক্ষ
 করিতে পারে, তথাপি তাহা ধারণা করিতে পারে না, আবার
 সেই পূর্ব সংস্কারানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে । ভগবান্,
 আত্মা সম্বন্ধে অর্জুনকে যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা অর্জুন
 এবং অন্যান্য সংসারী লোকের ধারণার বিরুদ্ধ বা বিপরীত ।
 কারণ সংসারী লোক মাত্রেরই এই স্থূল দেহকেই আত্মা বলিয়া
 ধারণা আছে । সূত্রং আত্মা অবিনাশী এবং দেহাদি সমস্ত জড়
 পদার্থ হইতে বিভিন্ন । এক আধ্বার মাত্র বলিলে অর্জুনের
 পূর্ব ধারণা বিনষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে, এই জন্য ভগবান্
 এক বিষয়কেই একটু রূপান্তর কিম্বা কথান্তর করিয়া একই
 প্রসঙ্গের চলে দুই, তিনবার বলিয়াছেন, অতএব ইহা পুনরুক্তি
 দোষ বলিয়া কেহ গণ্য করিবেন না, কারণ অকারণে এক কথা
 বারম্বার বলাকেই পুনরুক্তি বলে, কিন্তু এখানে অকারণ নহে ।

হইতে পারে না। অতএব ইনি অনুমান চিন্তারও অবিষয়। দেহাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থের কার্য্য দর্শনাধীন অনুমান বা চিন্তা হইয়া থাকে বটে কিন্তু আত্মার কোন প্রকার ক্রিয়া বা কার্য্য নাই, যেহেতু ইনি অবিকার্য্য পদার্থ, অবিকার্য্য পদার্থের কোন ক্রিয়া সম্ভবে না। কেন না কোন প্রকার ক্রিয়া হওয়াও এক প্রকার বিকৃতিই বটে, সুতরাং দেহাভ্যন্তরবর্তী ইন্দ্রিয় শক্ত্যাদির ন্যায় আত্মার অনুমান অসম্ভব। অতএব আত্মার এইরূপ গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার কোনরূপ শোক করা কিম্বা “ভীষ্ম প্রভৃতিকে আমি নিহত করিব, আমার দ্বারা তাঁহারা নিহত হইবেন” এইরূপ অনুতাপ করা উচিত নহে (২৫)। (ঘ) অথবা আত্মা সম্বন্ধে যে সকল দুর্কোষ গূঢ় রহস্য বলা হইল, তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া যদি সাধারণ ভ্রান্তিজ্ঞানানুসারেই তুমি এই আত্মাকে এক এক শরীরোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, এবং এক এক শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট বলিয়া মনে কর, হে মহাবাহো! তথাপি এইরূপ শোক করিতে পার না। কারণ তুমি নাকি পাপের ভয়েই অনুতাপ করিতেছিলে, কিন্তু দেহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মাও বিনষ্ট হয়, তবে তোমারও দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইবে সুতরাং পুরকালাদি থাকিল না, অতএব পাপজনিত দুঃখভোগও হইল না (২৬)।

(ঘ) ব্রহ্ম সম্বন্ধে এখানেও গ্রাহ্য বলা হইল ইহা স্মরণ থাকিলে কোন হিন্দুর ব্রহ্মোপাসনার অসম্ভবিত বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না, সর্ব্বথা অগৌচর পদার্থ কিরূপে উপাসনা করে।

তৃতীয়তঃ, যদি ইহাতে মনে কর, যে “আত্মা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় না, কিন্তু শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই মৃতও হয় না বটে, কিন্তু একবার জন্মিয়া মহা প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া বারম্বার জন্ম মৃত্যুভাগী হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতেছি যে, এ সংসারে যখন জন্ম হইলে তাঁহার মৃত্যুও অবশ্যস্তাবী এবং কর্মক্ষয় হইয়া মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর পরেও আবার নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম—দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব, এই অশরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা, তোমার মিতান্ত্র অযোগ্য (২৭) ।

আর যদি ইহাদের ভৌতিকদেহের বিয়োগ মনে করিয়া অনুশোচন কর, তাহাও নিতান্ত অযোগ্য, কারণ ভূত ভৌতিক পদার্থ দ্বারা গঠিত—এই পুত্র কলত্রাদি যাহা কিছু দেখিতেছ, ইহার কিছুই পূর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও ইহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইবে না, কেবল বর্তমান কালেই কিছু দিনের নিমিত্ত ইহাদের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অতএব ইহার নিমিত্ত আর দুঃখ কি? (২৮) । অথবা, কেবল একা তোমাকেই এবিষয়ে অনুযোগ করিয়া কি করিব, সংসারীলোক মাত্রেই এবিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রমজালে নিপতিত হইয়েন । আমি যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্ত্বের কথা তোমায় বলিয়া আসিলাম, ইহাকে কেহবা, অকস্মাদৃশ্যমান এক অপূর্বদৃষ্টবস্তু (যেন পূর্বে কখনও দেখেন নাই এইরূপ) মনে করেন, কেহ বা সেইরূপই বলিয়া থাকেন, কেহবা আশ্চর্য্যবৎ শুনেন, কেহবা, শুনিয়া বলিয়া এবং দেখিয়াও ইহাকে কিছুই বুঝিতে পারেন না (২৯) ।

ফলপক্ষে, সকলেরই, এই দেহটা বিনষ্ট হইলেও, আত্মা সর্বদাই থাকে, উহা কখনই বিনাশ করার উপযুক্ত বস্তু নহে, অতএব কাহারও নিমিত্ত শোক করা, তোমার উচিত হইতে পারে না (৩০)।

বাস্তবিক তত্ত্বাবেষণ করিলে যে কাহারও নিমিত্ত শোক 'মোহাদি হওয়া সম্ভবে না তাহা বলিলাম, পরন্তু ব্যবহার তত্ত্বানুসারেও তোমার বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ দৃষ্ট হয় না; কেন না, তুমি যদি স্বজাতীয় ধর্মের দিকে দৃষ্টি কর তবেও তোমার বিচলিত-মনস্ক হওয়া উচিত মনে করি না, কাবণ ক্ষাত্রিয়ের পক্ষে, ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষায় শ্রেয়স্কর কার্য আর কিছুই নাই (৩১)। ধর্মযুদ্ধে হিংসাজনিত পাপ হইতে পারে না, প্রত্যুত ইহাকে অবলীলালকু অপারূত-স্বর্গ দ্বারবিশেষই বলিতে পারা যায়, ওঃ! পার্থ! যে ক্ষত্রিয়দিগের ভাগ্যে এইরূপ ধর্মসংগ্রাম ঘটে, তাহার। কি সুখী পুরুষ (৩২)। অতএব তুমি যদি এই ধর্মসংগ্রাম না কর, তবে তোমাকে জাতীয়ধর্মচ্যুত এবং কীর্তিচ্যুত হইয়া পাপাঙ্কিত হইতে হইবে (৩৩)। সকলে তোমার অক্ষয় অপকীর্তি ঘোষণা করিবে, কিন্তু সমর্থ ব্যক্তির অকীর্তি হওয়া মরণ অপেক্ষারও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া থাকে (৩৪) এবং দুর্ঘোথনাদি বিপক্ষগণও মনে করিবে যে, তুমি কর্ণাদি বীরগণ হইতে ভীত হইয়াই এই যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলে। তবেই দেখ, যে দুর্ঘোথনাদির নিকট তুমি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতম হইয়াও তাহাদিগের নিকটও এইরূপ লাঘব প্রাপ্ত হইবে (৩৫)। কেবল ইহাও নহে, শত্রুগণ, তোমার বলবীর্য্যকে নিন্দাবাদ করত কত শত অবাচ্য কথা বলিবে, তাহা হইতে অধিকতর ক্লেশকর

সামগ্রী আর এক হইতে পারে ? (৩৬) । আরও দেখ, এই যুদ্ধেতে, আমি কোন প্রকারেই তোমার অনাভ দেখিতেছি না ; কারণ রণভূমিতে যদি নিহতও হও, তাহা হইলেও স্বর্গ লাভ করিবে, আর যদি জয়ী হইতে পার তবে সমস্ত বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারিবে, অতএব হে কোন্তেয় ! তুমি জয় ও পরাজয় এই দুইকেই সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে গাত্রোথান কর (৩৭) । অবশ্যই, এস্থলে তুমি মনে করিতে পার যে, “স্বর্গফল কামনায় যদি সংগ্রাম করা হয় তবে এই যুদ্ধ করা, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ত্রায় একটা কাম্য কর্মের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু কাম্যকর্ম না করিলে কখনই পাপ হইতে পারে না। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ কাম্যকর্ম, তাহা না করিলে কোনখানেও পাপশ্রুতি শুনি নাই। অতএব এই যুদ্ধ না করিলে, আপনি পাপ হওয়ার কথা কি প্রকারে বলিবেন ? আর যদি পৃথিবী লাভের উদ্দেশেই যুদ্ধ করিতে হয় তাহাতো অতীব নীচ কামনা এবং আমার অপ্রার্থিত । তৃতীয়তঃ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরু ব্রাহ্মণাদি বধই বা কি প্রকারে ধর্ম হইতে পারে ?” অতএব ধর্মযুদ্ধ করিতে হইলে কি ভাবে করিতে হয় তাহা বলিতেছি,—সুখের প্রতি অমুরাগ এবং দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক সুখ, দুঃখ এবং রাজ্যাদি লাভ, বা রাজ্যাদি বিনাশ, আর জয় এবং পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রযুক্ত হইলে আর হিংসাদি পাপ হইতে পারে না । এইরূপ ফলশূন্য-সন্ধিবহীন কেবল কর্তব্যাত্ম্যবোধে যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে তাহা কাম্যযুদ্ধ হয় না তাহাই ধর্মযুদ্ধ । এইরূপ যুদ্ধ না করিলেই পাপ হইয়া থাকে, এইরূপ নিষ্কাম যুদ্ধে যদি গুরু ব্রাহ্মণ বধাদিও হয়, তাহাও পাপ নহে। কিন্তু কাম্যযুদ্ধে অর্থাৎ

ফলাভিসন্ধান্বিত যুক্ত যে সংগ্রাম তাহাতে ইহার বিপবীত কৰাই
বাটীয়া থাকে (ঘ) (৩৮) ।

এই বাহা রলিলাম [৩১ শ্লোক অবধি ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত]
তৎ সমস্তই ব্যবহাব জগতের কথা, এবং প্রাসঙ্গিক মাত্র ।
ফলপক্ষে পূর্বে বাহা বলিয়াছি (আত্মাব বিনাশ নাই উৎপত্তি
নাই ইত্যাদি) তাহাই পাবমার্থক তত্ত্ব, এবং তাহাই এ প্রস্তাবের
মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, অতএব উদ্দিষয়েই অন্যান্য কথা
এখন বলা যাইতেছে,—সেই যে তোমাকে, সাম্য জ্ঞানের
(পবমার্থ তত্ত্বের, বিবকজ্ঞানের) বিষয় বলিয়াছি, ঐ জ্ঞান যখন
জন্মে তখন ঐনি সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত হইলেন । সুতরাং
কোন অনুষ্ঠানই তাঁহার কর্তব্য বা অকর্তব্য বলিয়া কথিত হইতে
পাবে না । কিন্তু তোমার বোধ হয় এই গূঢ়তম বৈশিষ্ট্য একবার
মাত্র শুনিয়াই তাদৃশ জ্ঞানোদয় হয় নাই ; কারণ এইক্ষণেও
তোমার চিত্তে অবিদ্যা দোষ রহিয়াছে । অবিদ্যা অতি দুঃস্বি-
হার্য্য বিষয়, এজন্য এইক্ষণে তোমাকে যোগজ্ঞান (কৰ্ম্মানুষ্ঠান
জ্ঞান ও সমাধিজ্ঞান) বিষয়ের তত্ত্ব বলিতেছি, হে পার্থ ! যে
জ্ঞানানুসাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভানস্তব ; কৰ্ম্মবন্ধন
(ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের বন্ধন) ছেদ করিতে পারিবে (৩৯) । আমি
যে রূপ ' কৰ্ম্মযোগের কথা তোমায় বলিব ঐরূপ কৰ্ম্মযোগের
অনুষ্ঠান কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না । এবং উহা অতি
'বিগুঢ়মতে' না ক্লাবতে পারিলেও প্রত্যব্য হয় না । অধিক
কি ঐরূপ কৰ্ম্মযোগের যদি অতি সুদৃঢ় অনুষ্ঠান করা যায়
তাহাও মহান্ দুঃখ হইতে পারত্ৰাণ করিতে পারে (৪০) ।

(ঘ) ইহার কাবণ পরে ব্যাখ্যাত হইবে ।

হে কুরুনন্দন ! পূর্বে যে সাধ্য জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, আর এইরূপে যে যোগ জ্ঞানের বিষয় বলিব, এই জ্ঞানই কেবল সত্য, এবং শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সহায় ; এতদ্ব্যতীত আর, যে সকল জ্ঞান আছে,—যাহার অসম্ব্য বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে,—যাহার আশ্রয়ে জন্মমরণ পরম্পরাস্বরূপ সংসার হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান সত্য নহে, সেই অসত্য জ্ঞান কেবল বিবেকবুদ্ধিবিরহিত লোকদিগেরই থাকে (৪১) ।

যে সাধ্যজ্ঞান ও যোগজ্ঞানের কথা তোমাকে বলিতেছি, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না ; সর্বাঙ্কণা পরিশূত্র মহাত্মাদিগের চিত্তেই ঐ জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে । তদ্ব্যতীত, অবিবেকী ব্যক্তিগণ যাহারা বেদবাদরত, অর্থাৎ বেদে যে সকল স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি বোধক বাক্য আছে তাহাতেই অনুরক্ত, এবং যাহারা "পারত্রিক স্বর্গ এবং ঐহিক ধনজনাদি সংসাধক কৰ্ম্ম অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম বিষয় আর কিছুই নাই" এইরূপ বিশ্বাসশালী, সুতরাং কামনাবশগ এবং স্বর্গপরায়ণ ; তাহারা "যে কামমাপূর্বক করাই সর্বাপেক্ষা সুখদায়ক" ইত্যাদি আশু প্রীতিজনক বাক্য সকল, বলিয়া থাকেন, তাহাদের সেই সকল বাক্যগুলি কেবলই জন্ম-কৰ্ম্ম-ফলপ্রদ অর্থাৎ বারম্বার জন্ম স্বরূপ কৰ্ম্ম ফল সাধনের সাহায্য করে, এবং ইহকালি ও পরকালে নানা প্রকার সুখভোগ ও ইন্দ্রিয়াদি লাভের উপায় স্বরূপ যে সুকৰ্ম্ম যজ্ঞাদি ক্রিয়া আছে তাহাই প্রকাশ করে । (৪২।৪৩) সেই লোভজনক বাক্য দ্বারা যাহাদের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে, সেই ভোটগৈরব্য প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তে উক্ত সাধ্যজ্ঞান ও যোগজ্ঞান কখনই স্থান পাইতে পারে না । ৪৪ ।

কিন্তু ইহা যেন তোমার মনে হয় না, যে, “কামনাশূন্য হই-
 যাও যদি বেদোক্ত স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে, (যাহা ৩৭।৩৮
 শ্লোকে বলিয়াছি,) তাহা হইলেও সেই কর্মের অবশ্যস্বাভাবী
 ফল (স্বর্গাদিপ্রাপ্তি) হইবে ; সুতরাং মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের বাধাই
 থাকিল। কারণ স্বর্গভোগাদি হইলে আর মুক্তি হইবে কখন ?”
 কেন না, বেদের যে কর্মকাণ্ড অংশ আছে তাহা ত্রৈগুণ্য
 বিষয়ক—ত্রিগুণ সংশ্লিষ্ট যে সকল কামনামূলক স্বর্গাদি ফল,
 তাহারই প্রতিপাদক অর্থাৎ “কামনা করিলেই স্বর্গাদি
 ফল লাভ হইবে” এইরূপ অর্থের প্রকাশ করিয়া থাকে।
 অতএব যদি কোন কামনা না থাকে তবে আর ঐ সকল
 কাম্যফল হইতে পারে না, মনে কর! ধনের দ্বারা সকল
 প্রকার কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারে; তাই বলিয়া যে, ধন ঘরে
 হইলেই, (ক্রয় না করিলেও) ধনলব্ধ বস্তু সকল আপনি
 আপনি লব্ধ হইবে তাহা কদাচ নহে। কিন্তু ধন আছে বলিয়া
 কেবল একটু উৎফুল্লতা ঘাই হইবে। সেইরূপ বেদের
 কর্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিলে, যদি সেই সেই
 ফলে কামনা থাকে, তবেই স্বর্গাদিফল জন্মিবে এবং তদ্বারা
 মুক্তি আর তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু ঐ স্বর্গাদিজনিত
 ধর্মের বিনিময়ে যদি ঐ সকল স্বর্গাদিফলের কামনা না করা
 যায়, তাহা হইলে ঐ সকল ফল লাভ না হইয়া কেবল মনের
 শুদ্ধি বা তৃপ্তিমাত্রই হয় সুতরাং তদ্বারা মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের
 সাহায্যই হইয়া থাকে। অতএব হে অর্জুন! তুমি মিত্রৈশুণ্য
 হও অর্থাৎ ত্রিগুণ সংশ্লিষ্ট যে সকল স্বর্গাদি কামনা, তাহা
 পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্মের অনুষ্ঠান কর; তবেই মুক্তি মার্গের

অধিকারী হইতে পঠরিবে যদি শীতোষ্ণাদি নিবারণের নিমিত্তে বস্ত্রাদির কামনা মনে হয় তাহা হইলেও পূর্বোক্ত মতে (১৪ শ্লোকানুসারে) সর্বদা ধৈর্য্যাবলম্বন করি। লাভ এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণ বিষয়ে প্রবৃত্তি বিহীন হও, এবং অপ্রমত্ত হও । (ক) ॥ ৪৫ ॥

(ক) বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেকে এই ৪২।৪৩ ৪৪ ও ৪৫ শ্লোকের মতন নূতন অর্থের আবিষ্কার করেন, কেহ বলেন যে এতদ্বারা বেদের নিন্দা করা হইয়াছে, কেহ বলেন যে কৰ্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কেহ বলেন, বেদোক্ত কৰ্ম্ম সকলের অনাবশ্যকতা বা নিফলতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইত্যাদি ।

অবশ্যই এ সকল মতের প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ যাহারা কেবল গীতা কেন, সংস্কৃত ভাষাও কোন ধার ধারেন না, ইহা তাঁহাদেরই মত ; সুতরাং এই সকল শ্লোকের সঙ্গে ঐ সমস্ত মতের সহিত কোনই সংগ্রহ নাই, কিন্তু এই শ্লোকের নামে ঐরূপ মিথ্যা কলঙ্ক কিপ্রকারে তুলিল তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয় ; যদ্ব্যক্কে আকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা অতি চমৎকার ব্যাপার নয় কি ?

ফলে আমরা দেখিতেছিলাম যে এই কয়েকটি শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কামনা পূর্বক বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐহিক পরত্রিক এই উভয়বিধ সুখভোগ হয়, এবং উহারই আবার নিষ্কাম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া চিত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয় ।

হে ধনঞ্জয় ! ইহা তুমি মনে করিও না, যে, “নিকাম ভাবে কৰ্ম্মাদি করিলে স্বৰ্গভোগাদি সুখ-হইতে বঞ্চিত হইতে হইল” ; কারণ, যেমন কলসী দ্বারা জল তুলিয়া স্নান করিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, নদ্যাদি বিস্তৃত জলাশয়ে স্নান করিলেও তাহাতে হইতে পারে, প্রত্যুত আরও কত অধিক শীতলতাদি লাভ হইয়া থাকে। সেইরূপ কামনাপূৰ্ব্বক সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, যে পরিমাণের স্বৰ্গ ভোগাদি সুখ অনুভূত হয় তাহা, নিকাম অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে যে বিপুল সুখ উৎপন্ন হয় তাহাও তাহারই অন্তর্গত ॥ ৪৬ ॥

যদিচ শ্রেয়ঃসাধন পক্ষে, তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এবং নিকামভাবে বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, তাহার পরম্পররূপে কারণ ; কেন না, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রথমে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি বা নিষ্কলতা বা আত্মজ্ঞান ধারণের ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, তৎপর সমাধি যোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান বিকসিত হয়, তৎপরে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তোমার সেই পরম্পররূপে মুক্তির কারণ কর্ম্ম মাগেতেই অধিকার, যেহেতু এখনও তুমি জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকারী হও নাই। পরন্তু স্বর্গাদি কর্ম্মফলে যেন কদাচ তোমার অভিলাষ না হয় ; কারণ যদি ফলের অভিলাষ বশবর্তী হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহার ফল (জন্মাদি) না হইয়াই পারে না, অতএব ফলাভিলাষে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তুমি সেই জন্মাদি বন্ধনের হেতুভূত হইও না। অতএব “ফলই যদি না হইল, তবে আর এত পরিশ্রম করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিব কেন ?” এই বলিয়াও যেন তোমার কর্মত্যাগের প্রবৃত্তি না হয় (ইহার বিশেষ কারণ পূর্বেই বলিয়াছি (৪৭)।

হে ধনঞ্জয় ! তুমি যোগস্থ হইয়া কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশেই বেদবিহিত কর্ম সকলের অনুষ্ঠান কর, কিন্তু তাহাতেও, “ঈশ্বর আমার প্রতি প্রীত হউন” এইরূপ তক্ষণ পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া যে তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ স্বরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাতেও যেন তোমার মনের আসক্ত না থাকে ; কাবুণ ঐরূপ সিদ্ধি আর অসিদ্ধিকে তোমার তুলা জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আর অসিদ্ধির উপর বিদ্রোহ এতদুভয়ই নিঃশেষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই যে সিদ্ধি, অসিদ্ধি বা লাভ, অলাভের সমতা জ্ঞান করিতে বলিলাম, এই সমতার নামই যোগ, তোমাকে এই সমতারই আশ্রয় করিতে হইবে (৪৮)। ফলকামনায় কর্মানুষ্ঠান করা, এই সমতাজ্ঞানে কর্ম করা অপেক্ষায়, অতি দূরবর্তী নীচে অবস্থিতি করে। অতএব তুমি এই সমতা জ্ঞান বা যোগ জ্ঞানেরই শরণ লও। হে ধনঞ্জয় ! কামনাবশগ হইয়া যাহারা কর্মানুষ্ঠান করে, তাহারা পরমার্থকর্মে অতি ক্ষুদ্রাশয় বলিয়া গণ্য (৪৯)।

যাহারা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমতা জ্ঞানপূর্বক বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা সেই কর্মজনিত কোন প্রকার সুকৃত বা দুকৃত ভোগ করেন না; কেন না, বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া যায়। অতএব তুমি সেই লাভালাভের সমতাজ্ঞানস্বরূপ-যোগের নিমিত্ত যত্ন কর কারণ স্বধর্মনিরত ব্যক্তিদের যোগই একমাত্র কৌশল। যোগজ্ঞান থাকিলে,

এই সংসারবন্ধনজনক কৰ্ম্মও মুক্তিই কারণ হইয়া থাকে (৫০) ।
কেন না লাভালাভে সমতাজ্ঞানযুক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে
জন্মাদিস্বরূপ কৰ্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভপূৰ্ব্বক জীব
জন্মবন্ধন বিনশ্ৰুত হইয়া সেই অনাশয় পদ প্রাপ্ত হইবেন (৫১) ।

লাভালাভের সমতাজ্ঞানপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠানেয় দ্বারা চিত্ত
বিশুদ্ধি হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ কখন হইবে তাহা
বলিতেছি,—যখন তোমার বুদ্ধি, এই মোহস্বরূপ অবিদ্যা
মালিন্য আক্রমণ করিতে পারিবে; তখনই তুমি পরম বৈরাগ্য
প্রাপ্ত হইবে, তখন অধ্যাত্মবিষয়ক শাস্ত্র ব্যতীত শ্রুত ও
শ্রোতব্য সমস্ত বাক্যেই তোমার বিরক্তি হইবে (৫২) ।

মোহ মলিনতার অপনয়ন হইলে বিবেকজ্ঞান বিকাশ
হইয়া এই কৰ্ম্মযোগের ফলস্বরূপ পরমার্থযোগ বা সমাধিযোগ
কখন বিকসিত হইবে,—যদ্বারা নির্বাণ মুক্তি হয়, তাহাও
বলিতেছি,—নানা প্রকার শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা নানারূপে
তরঙ্গিত বুদ্ধি যখন সমস্ত বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া
কেবলমাত্র আত্মাতেই অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিবে
তখনই তুমি সমাধি প্রাপ্ত হইবে (৫৩) । [ক]

অর্জুন কহিলেন,—হে কেশব! কিরূপ অবস্থা হইলে
সমাধি ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ, 'ব্রহ্মজ্ঞান' সম্পন্ন বলে, এবং
সেই ব্রহ্মজ্ঞানীই বা কিরূপ কথা বাতী বলেন, কিরূপে থাকেন
কিরূপ চলাচলতি করেন, (৫৪) তদ্বিষয় আমাকে বলুন।

[ক] এই অবস্থা কি প্রকারে হয়. এবং ইহার বিশেষ
বিবরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে ।

গীতা

ভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি, অন্তঃকরণের মধ্যে যত প্রকার আশা তৃষ্ণা বা অভিলাষ আছে, তৎসমস্তই যখন এক কালে পরিত্যাগ করেন, কোন বিষয়েই কোন প্রকার তৃষ্ণা বা কামনা অল্পমাত্রও থাকে না, কেবল মাত্র পরমার্থ তত্ত্ব স্বরূপ আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। (৫৫) যখন হৃৎথেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়; সুখেতে ও কোন প্রকার স্পৃহা না থাকে, আর যিনি আসক্তি, ভয়, ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থিতধী বা ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি বলা যায় (৫৬); যিনি ধন, ঐশ্বর্য, ও পুত্র, কুলত্র দেহাদিতে এক কালে নিঃস্বের্ণ, যিনি গুণ্ডি বা অশুভ ঘটনা হইলে কোন প্রকার আনন্দ বা বিদ্বেষ অনুভব না করেন তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যায় (৫৭)। কুর্শ্ম যেমন হস্তপদাদি অঙ্গগুলিকে বাহির হইতে গুটিয়া লইয়া দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করে, সেই প্রকার আপন ইন্দ্রিয়গণকে রূপ, রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্বক যিনি আত্মাতে বিলীন করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ৫৮।

যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথবা আহাৰ্য্য ভ্রবের অভাবে নিরাহার হয় তাহারও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হইয়া বিলীন প্রায় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের কিছুমাত্র ক্ষয় হইতে পারে না। আর যাহারা আত্মাকে দেখিতে পান, তাহাদের অনুরাগের সহিতই ইন্দ্রিয়াদির প্রতিসংহার হইয়া যায় অর্থাৎ অনুরাগও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়গণ প্রতিসংহৃত হয়। অতএব পীড়াদি জনিত ইন্দ্রিয় শৈথিল্য কোনই কার্যের মতে, অনুরাগ সহিত যে ইন্দ্রিয়ের লয় হয় তাহাই উন্নতির চিহ্ন। ৫৯।

কিন্তু, এই কোত্তেয় ! পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাশৈর্ষ্য লাভ করিতে হইলে প্রথম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা আবশ্যিক ; কারণ, ইন্দ্রিয় গণ যাঁহাদের বশীভূত হয় নাই, সেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রজ্ঞা-শৈর্ষ্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রযত্ন করিলেও প্রমাণী ইন্দ্রিয়গণ, বলাৎকার পূর্বক তাঁহাদের মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায় । ৬০।

অতএব, প্রথম সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সমাধির অনুর্ত্তান করত “মোহহং” (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত করিবে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহারা বশীভূত, তাহারা ই প্রজ্ঞা শিরতা লাভ করিতে পারে । ৬১ ।

ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক ; কারণ বিষয়ের চিন্তা হইলেই ক্রমে সর্কনাশ উপস্থিত হয়, সর্কনা নানা প্রকার ভোগ্য বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মে । আসক্তি হইলেই তাহা প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হয়, এবং তখন যদি সেই তীব্র অভিলাষ কোন প্রকারে ব্যাঘাত পায় (পাইয়াই থাকে) তাহা হইলেই ক্রোধ আসিয়া পড়ে (৬২), ক্রোধ হইলেই লোকের হিতাহিত বিষয়ে মোহ হইয়া থাকে, তখন সত্বগুণে সকল বিষত হইয়া যায়, সুতরাং তখন বুদ্ধির বিবেকশক্তি বিনষ্ট হয় ; কার্য্যার্থ্যের বিবেক শক্তি বিনষ্ট হইলেই পুরুষ এক কালে অধঃপতিত হইল (৬৩) । অপর যাঁহারা অহুরাগ এবং বিদেবের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইয়া নিজবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়রাজ্যে বিচরণ করেন, সেই বিজিত মনাঃ মহাত্মাই প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন (৬৪) । প্রসন্নতা শক্তির বিকাশ হইলে তাঁহারা সমস্ত দুঃখের অভাব হইয়া যায় । প্রসন্ন মন।

ব্যক্তিরই অবিলম্বে প্রকৃতপ্রতিষ্ঠিত বা ব্রহ্ম সংস্থিত হইয়া
পাকে । ৬৫ ।

চিত্ত প্রসাদ না থাকিলে আত্মা বা ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান হইতে
পারে না । এবং প্রসাদ শূন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশও
হইতে পারে না । অভিনিবেশ না হইলে শান্তি আসিতে পারে না ।
ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের শান্তি বা বিরাম না হইলে আর সুখ
হইবে কেন ? অর্থাৎ বিষয় ভৃষ্ণাদি স্বরূপ ভুংখুই থাকিবে । ৬৬ ।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিচরণকালে যদি মনও তাহার অনু-
কূলেই চলে তাহা হইলে, বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে
নিমগ্ন করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেকবুদ্ধিকে হরণ
করিয়া ফেলে (৬৭) । অতএব হে মহাবাহো ! যাহার সমস্ত
ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ, বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে
তাহারই ব্রহ্মসংস্থিতি হইতে পারে (৬৮) ।

হে ধনঞ্জয় ! অবিবেকী মনুষ্যাদি প্রাণীগণের যাহা রাত্রি
অর্থাৎ অন্ধকারময়, সেইখানে সংযমী ব্যক্তিগণ সর্ষদা জাগ্রত
থাকেন, আর অবিবেকিগণ যেখানে জাগ্রত থাকেন, সেখানে
আশ্রুদর্শী মহাত্মার নিশা ; (৬৯) [ক] অতএব সংসার-রাজ্যে

[ক] অবিবেকির বুদ্ধি সর্ষদা অবিদ্যা বা মায়াক্রকারের
দ্বারা আশ্রিত থাকে ; সুতরাং তাহার আশ্রিত অবলোকন
করিতে পারে না । তাই আশ্রিত বিষয়ে তাহাদের নিশা, আর
বিষয়রাজ্য বাস্তবিক স্বপ্নবৎ মিথ্যাপদার্থ হইলেও অবিবেকী
অর্থাৎ অবিদ্যাছন্নচিত্ত-পুরুষগণ তাহাই সত্যবৎ সন্দর্শন করেন ;
সুতরাং বিষয়-রাজ্যে তাহার জাগ্রত থাকেন বলিতে পারে
না । আর যাহাদের অবিদ্যা বা মায়াক্রকার ছুটিয়া গিয়াছে

আসক্তি থাকিলে আত্মসংস্থিতি হওয়া অসম্ভব । আবার আত্ম-
সংস্থিতি হইয়াগেলেও কর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত অসম্ভব ।
পর্বতাদি হইতে নানারূপে নিশ্চিন্ত নদনদী সমূহ যেমন
অচলভাবে অবস্থিত . জলরাশি-পরিপূরিত সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া যায়, সেইরূপ, অবিদ্যা বিজ্ঞপ্তিত সমস্ত . কামনা বা
বাসনা যাহার সেই সমুদ্রস্থানীয় অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের
দ্বারা বিলীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ পাইতে পারেন ;
যিনি বিষয় বাসনা পরবশ তিনি কখনই মুক্তি পাইতে পারেন
না (৭০) । অধিক কি বলিব, যিনি সমস্ত প্রকার বাসনা
নিঃশেষরূপে পরিত্যাগপূর্বক অবশেষে জীবনের উপরেও
নিপ্পৃহ হইয়া অহং মদীয়ত্বভাব বিসর্জনপূর্বক বিচরণ করেন,
তিনিই নির্ঝাণ নামক মুক্তি পাইতে পারেন (৭১) ।

হে পার্থ ! উক্তরূপ অবস্থাকে ব্রহ্মসংস্থান বলে । এই ব্রহ্ম
সংস্থা বা ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্বার মুক্ত হইতে
পারে না ! জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠায়
অবস্থিতি করে তাহা হইলেও জীব ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া
যায় (৭২) । [খ]

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তাহারা ইন্দ্রজালরচনাসদৃশ বিষয়-রাজ্য, 'দেখিতে' পান না,
কেবল আত্মা বা ব্রহ্মমাত্রই দেখিতে পান, সুতরাং এই
বিষয়-রাজ্যেই তাঁহাদের নিশাবৎ ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

[খ]. ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠা কিরূপ জিনিষটি তাহা সংক্ষেপে
বর্ণিত হইলেও পাঠকগণ এতরূপ বুদ্ধিতে পরিবেন, অতএব যেন
স্মরণ থাকে যে "ইহারই নাম ষষ্ঠাধ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মনিষ্ঠা ।"

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দন! আপনার এই সমস্ত উপদেশ হইতে ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রহ্মনিষ্ঠা বা জ্ঞাননিষ্ঠা সর্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ এবং আশ্রয়নীয়; অতএব আমার নিবেদন এই যে শ্রেয় প্রাপ্তি পক্ষে, যদি নিষ্কাম বিহিত কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষায়, বিবেক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর উপায় বলিয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে হে কেশব! সেই ঘোর নিষ্কাম কর্ম মাগেই আমাকে নিয়োগ করিতেছেন কেন? আমাকেও তবে সেই জ্ঞাননিষ্ঠায় থাকার উপদেশ করুন না কেন?(১) আপনার বিমিশ্রিতবৎ বাক্যজাল দ্বারা, আমার বুদ্ধি যেন মোহাক্রান্ত হইতেছে! অতএব আমি জ্ঞাননিষ্ঠায় চলিলেই মুক্তি লাভ করিতে পারিব, কিম্বা নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠায় থাকিয়াই মুক্তিভাজন হইব, তাহার একতর নিশ্চয় করিয়া আমাকে আদেশ করুন (২)।

শ্রীমদ্ভগবান্ বলিলেন,—আমি বিমিশ্রিত প্রায় বাক্য বলি নাই, তোমারই বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে,—অতএব আবার বিস্তার ক্রমে বলিতেছি শুন,—হে অনঘ! এই সংসারে, যাহারা প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তাহাদের নিমিত্ত আমি পূর্বে বেদের মধ্যেই দ্বিবিধ নিষ্ঠায় কথা বলিয়াছি, একটি জ্ঞাননিষ্ঠা আর একটি নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠা। এতদুভয়ের মধ্যে যাহারা সাধ্য অর্থাৎ আত্মা বিষয়ে বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পরেই সমস্ত যাহারা কামনাদি পরিত্যাগ করিতে পারি-
রাছেন, বেদান্ত বিজ্ঞানদ্বারা যাহারা পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চয়

করিতে পারিয়াছেন, যাহারা পরমহংস^৩ পরিব্রাজক, যাহারা একমাত্র আত্মারাম, তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞাননিষ্ঠা ; আর যাহারা কস্মেতেই অধিকারী, অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নহেন তাঁহাদের নিমিত্ত কস্মনিষ্ঠা নির্দেশ করিয়াছি (৩)। কারণ নিষ্কামভাবে বিহিত কস্মের অনুষ্ঠান না করিয়া পুরুষ কখনই জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃশেষে সমস্ত কস্ম বিহিত হইয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি লাভ করিতে পারে না ; কেন না নিষ্কামভাবে কস্ম করিতে করিতেই ক্রমে বুদ্ধি বিশুদ্ধি হয়, তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তৎপরেই জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে। যাহারা ব্রহ্মচর্যের পরেই বুদ্ধি বিশুদ্ধি হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হইলেন, তাঁহাদের পূর্বজন্মান্তরিত কস্মানুষ্ঠানের দ্বারাই বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং এক্ষণে আর কস্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুরণ না হইলেও কেবল কস্ম পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, (৪) ; কেন না, তত্ত্বজ্ঞান না হইতে যদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করা হয়, তবে তাহা কেবল বাহিরের হস্তপদাদি ক্রিয়া সম্বন্ধেই সম্ভবে, অন্তরের ক্রিয়া কিছুই পরিত্যক্ত হয় না ; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা, মন হইতে সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্ন কালের নিমিত্তও বদাচ কেহ নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে না ; কারণ স্বপ্ন, বজ্র ও তমগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, হয় অন্তরে অন্তরে না হয় বাহিরেই সেই অবশ্যপুরুষ সকলকে কোন না কোন কার্য করিতেই হইবে (৫)।

যে ব্যক্তি হস্ত, পদ, শিলাদি কস্মোক্তির ও জ্ঞানোক্তির সর্ব

বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্বরণ করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়া আ ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বা কপটাচার (৬) বলা যায়। আর যিনি কামনা জয়েরদ্বারা মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে আরক্ত করিয়া অনাসক্তভাবে কেবল বাহিরেই কর্মে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিহিত কর্ম করিয়া থাকেন, হে অর্জুন ! তিনিই শ্রেষ্ঠ (৭)।

অতএব তুমিও কল কামনা শূন্য হইয়া আপনার জাত্য-চিত যে কর্ম বিহিত আছে এবং যাহা নিস্ত এবং নৈমিত্তিক, অর্থাৎ কাম্য নহে, সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠান কর, তোমার ন্যায় অধিকারীর পক্ষে কর্ম পরিত্যাগ অপেক্ষায় কর্ম করাই শ্রেষ্ঠতর কর্ম, বিশেষতঃ তুমি যদি হস্তপদাদি সমস্ত বাহ্যে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই এককালে পরিত্যাগ কর তাহা হইলে তোমার শরীর যাত্রা কিরূপে চলবে ? (৮) [ক]।

উক্তরূপে কর্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহার কর্মকলস্বরূপ সংসার-বুদ্ধন হয় না, কারণ নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র ঈশ্বরার্থে কর্মের অনুষ্ঠান করা যায় তদ্ব্যতীত অন্য কর্মের দ্বারাই অর্থাৎ কামনা-মূলক কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই লোকের সংসারবন্ধন হইয়া থাকে, অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমিও, সমস্ত কামনা বা আসক্তি

[ক] অনেকে আপনাপন সুবিধার নিমিত্ত এই সকল স্থলে কেবল কালীপূজা ও হর্গাপূজাকেই কর্ম বলিয়া ধরিয়া লয়েন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, যত্নে হস্তপদাদি কোন না কোন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে তৎসমস্তই এই সকল স্থলে কর্ম শব্দে বুঝাইতেছে।

পরিত্যাগপূর্বক কেবল ঈশ্বরার্থেই বিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রীতিতেও যেন তোমার কামনা থাকে না; কেমনা তাহা হইলেও তোমার সকাম ক্রিয়াই করা হইল, অতএব কেবল “ঈশ্বরের প্রেরণা আছে অতএব করি” এইমাত্র তোমাকে মনে করিতে হইবে (৯)।

প্রাকালে, মনুষ্য এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সৃষ্টি করিয়া প্রজ্ঞাপতি বলিয়াছিলেন যে. “হে মনুষ্যগণ! মদন্ত এই নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমার বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে থাক, এই কৰ্ম্মই তোমাদের সমস্ত প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া দিবে (১০)। উক্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সম্বর্দ্ধিত বা আপ্যায়িত কর, তাহা হইলে ঐদেবতারাদি তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন, এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধনের দ্বারা ক্রমে তোমরা মুক্তিরূপ পরম শ্রেয় পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে (১১)। কারণ উক্ত কৰ্ম্মরূপ যজ্ঞের দ্বারা পরিতোষিত হইয়া দেবভাগন তোমাদিগকে নানা প্রকার অভিলষিত ভোগ প্রদান করবেন।” অতএব তাঁহাদের দত্ত সেই সকল ভোগ্যদ্রব্য যদি আবার তাঁহাদিগকে সমর্পণ না করিয়া কেবল স্বয়ং ভোগ করে, তবে তাহাকে চোর বলিতে পারা যায় (১২)। যাহারা দেবযজ্ঞাদি সমাপনান্তে তদবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন, আর যে হুরাস্বাগণ নিজের উদর পূর্ত্তিমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি করে তাহারা পাপই ভোজন করে (১৩)। অন্নদ্বারা প্রাণী সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এবং পৰ্জন্য হইতে অন্নের উৎপত্তি, আবার পৰ্জন্যের উৎপত্তি যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কৰ্ম্মদ্বারা

নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বেদ হইতে কৰ্মের উদ্ভব, বেদ পরমাশ্রী ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, অতএব সৰ্বদাই কৰ্মের মধ্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। কেবল এই কারণেও নহে, ব্রহ্ম যখন সৰ্বব্যাপক পদার্থ তখন তিনি কৰ্মমধ্যেও অমুখ্যত আছেন, অতএব এইরূপ কৰ্মানুষ্ঠান করা তোমার নিতান্ত কর্তব্য। হে ঋষি! যাহারা উক্ত প্রকারে প্রবর্তিত কৰ্মচক্রের অনুবর্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়রমণীল পাপজীবন ব্যক্তি নিরর্থক দেহধারণ করে (১৬)। অতএব নিষ্কামভাবে সমস্ত প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য।

যিনি আশ্রাম, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত আত্মাতেই সন্তুষ্ট এবং এককালীন নিঃশেষরূপে সমস্ত কামনা বাসনাদি শূন্য হইয়াছেন, তাঁহার এইরূপ কৰ্মানুষ্ঠান করার প্রয়োজন নাই (১৭)। আশ্রাম মহাশ্রম কৰ্ম করিয়া কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না; কেননা বুদ্ধি শুদ্ধিই নিষ্কাম কৰ্মের ফল। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি পূর্বেই হইয়াছে, এবং কৰ্ম না করিলেও তাঁহার কোন পাপ হইতে পারে না; কারণ তাঁহার অবিদ্যামোহ অতীত হইয়াছে, এবং দেবতা বা মনুষ্যদির দ্বারাও তাঁহার সাধনীয় কিছু নাই, যে তাঁহাদের সন্তোষের নিমিত্তই তিনি কৰ্মানুষ্ঠান করিবেন (১৮)।

তুমি কিন্তু সেই অবস্থার লোক নও, অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সৰ্বদা নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্মের অনুষ্ঠান কর, কারণ অনাসক্ত অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কৰ্মানুষ্ঠান করিলেই, বুদ্ধি শুদ্ধির দ্বারা পুরুষ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। ভাবিয়া দেখ!

জনক প্রীতি রাজর্ষিগণ কৰ্ম দ্বারাই বুদ্ধি শুদ্ধি পূৰ্বক জ্ঞান লাভ হইয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন (১৯) ।

দ্বিতীয়তঃ লোক সংগ্রহ করা অর্থাৎ সাধারণ লোকের উন্নয়ন প্রবৃত্তি নিবারণ করা লক্ষ্য করিয়াও তোমাকে কৰ্ম করা উচিত ; (২০) কারণ সংসারের ইহাই নিয়ম আছে যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করিয়া থাকে সাধারণ লোকও সেইরূপই আচরণ করে, [এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা সপ্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন, সাধারণ লোকও তাহারই অনুবর্তী হয় (২১) ।

হে পার্থ ? এই দেখ ! আমার কিছুই কর্তব্য কৰ্ম নাই অর্থাৎ কোন কৰ্ম করাই প্রয়োজন নাই, কারণ এই ত্রিভুবন মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই, এবং প্রাপ্তব্যও কিছুই নাই, তথাপি আমি বিহিত কৰ্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, (২২) কারণ আমি যদি অতীন্দ্রিত ভাবে কদাপি কামুষ্ঠান না করি, হে পার্থ ! তবে সমস্ত মনুষ্যই আমার পথের অনুসরণ করিবে (২৩) । সুতরাং আমি যদি কৰ্ম না করি তবে কৰ্মহীন হইয়া সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে, বিহিতানুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধের বর্জনভাবে, সংসারে ধর্ম সঙ্কর, আশ্রম সঙ্কর ও বর্ণ সঙ্করাদি হইবে, সুতরাং আমার দ্বারাই এই ঘটনা ঘটিল, তাহা হইলেই সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তাহারও কারণ হইলাম (২৪) এ নিমিত্ত আমি সমস্ত কৰ্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি ।

অতএব, হে ভারত ! অবিদ্বানেরা অসক্ত বা কামনা পরবশ হইয়া যেরূপ কৰ্মানুষ্ঠান করে, বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়াও লোক সংগ্রহের নিমিত্ত সেইরূপ অনুষ্ঠানই করিবেন (২৫) । কদাচ অবিবেকী কৰ্মাসক্ত লোকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না,

প্রত্যুত অনাসক্ত ভাবে স্বয়ং ঐ সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করত তাহাদিগকেও কর্মেতেই যোজিত করিবেন (২৬) ।

অবিদ্যা বা মায়ী প্রভাবে, যাহাদের দেহাদি জড় পদার্থ এবং চিৎস্বরূপ আত্মা এ উভয়ের পার্থক্য বোধ না হইয়া উহাদের একতা জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ “দেহই আমি” এই জ্ঞান দ্বারা আত্মা বিমুক্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বিকার স্বরূপ ঐ দেহ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য সকলকে ‘আমি করিতেছি’ বলিয়া মনে করে (২৭) । আর যাহারা গুণ কর্ম বিভাগের তত্ত্ববিদ অর্থাৎ প্রকৃতির কোন গুণের দ্বারা কোন ক্রিয়া হইতেছে এ সকল বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছেন তাঁহারা দর্শন স্পর্শন চিন্তা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকেই এক “একটি প্রাকৃত পদার্থ আর এক একটি প্রাকৃত পদার্থের স্হিত সংমিলিত হইতেছে” বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপের স্হিত সংযুক্ত হইতেছে, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল চিন্তনীয় বিষয়ের স্হিত সংযুক্ত হইতেছে, চিৎস্বরূপ আত্মা কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হন না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কোন বিষয়েই আশক্ত হন না (২৮) ।

যাহারা প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমোহিত হইয়া প্রকৃতির কর্মকেই আমার (আমার) কর্ম বলিয়া মনে করেন, সেই কর্মাসক্ত অসম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সম্পূর্ণ তত্ত্ববিৎ মহাত্মা কখনই বিচলিত করিবেন না (২৯) । অতএব হে মহাবাহো ! তুমিও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্মের কল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ “ঈশ্বরই সকল বিষয়ের ক্তা আমি কেবল ভূতাবৎ তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি, সুতরাং ইহার

কলাফল ভোগী তিনি ” এরূপ মনে করিয়া এবং সমস্ত সন্তাপ আশা ও মমতা পরিত্যাগ পূর্বক যুক্ত করিতে পারে (৩০) ।

যাহারা অস্বা শূন্য এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিত্য আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে, তাহারাই সমস্ত কর্মদন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে (৩১) । এবং যাহারা অস্বা পরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, সেই জ্ঞানান্দিগকে তুমি হতযুদ্ধি বলিয়া জানিবে (৩২) । যাহারা হতযুদ্ধি তাহাদিগের পক্ষে বিধি বা নিষেধ কিছুই কার্য্যে আসে না ; কারণ ইহা নিশ্চয় যে কেবল মূর্খ কেন, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পূর্বসঙ্কিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার স্বরূপ প্রকৃতির অনুসারেই সমস্ত কার্য্যের চেষ্টা করিয়া থাকে । সকলেই আপনাপন প্রকৃতির অনুগমন করে, সুতরাং আমার কিংবা অশ্বের নিষেধ তাহার কি করিবে (৩৩) ।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই যথা সম্ভব অনুরাগ এবং বিদ্বেষ অবস্থিতি করে অর্থাৎ অনুরাগ অথবা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই লোকে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি এক এক ইন্দ্রিয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হওয়া উচিত নয় । কারণ রাগ আর দ্বেষই মনুষ্যের ভয়ানক শত্রু (৩৪) ।

রাগ দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে অজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক অন্য জাতীয় ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা অতি অকর্তব্য ; কারণ স্বধর্ম্ম যদি অজাতীয় ধর্ম্মের তুলনার অপ্রশস্ত বলিয়া মনে হয়, তাহাও অশ্বের প্রশস্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়স্কর । তর্কিক কি স্বধর্ম্মে নিধনও কল্যাণজনক

তথাপি পরধর্মকে ভয়াবহ মনে করিবে। অতএব তুমি যখন ক্ষত্রিয়, তখন ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, তোমার ক্ষত্রিয়ধর্মের অর্থাৎ যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য (৩৫) [ক]

অর্জুন কহিলেন, হে বাশ্কেয় ! কাহার প্রেরণাতে পুরুষ পাপাচরণ করে, এমন কি অনিচ্ছা করিলেও যেন বলপূর্বক সেই কর্মে নিয়োজিত হয়, ইহা কে করায় তাহা আমাকে উপদেশ দেন (৩৬)।

ভগবান কহিলেন, এই যে রজোগুণ সমুদ্ভব মহাশন (অর্থাৎ যাহা কিছুতেই পরিপ্ত হয় না) এবং মহাপাপরূপ অমুরাগ ও বিদ্বেষ দেখিতেছ ইহাকেই প্রবল বৈরী বলিয়া জানিবে, ইহারাই লোককে পাপে প্রমত্ত করায় (৩৭) ; অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত হয়, দর্শন যেমন মল দ্বারা আবৃত হয়, গর্ভ যেমন উলুবের (অর্থাৎ উদরস্থ ভ্রূণের গর্ভাবরণ ধলিয়া বিশেষ দ্বারায়) আবৃত হয়, সেইরূপ রাগ দ্বেষ দ্বারা ইহা (জ্ঞান) আবৃত আছে, হে কোন্তের জ্ঞানীর নিত্যবৈরাগরূপ এই অমুরাগ বিদ্বেষই অপর্ঘ্যাপ্ত ও ছন্দ্রণীয় কামনারূপে জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে (৩৯)। ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিই রাগ দ্বেষের অধিষ্ঠানভূমা, ইহাদের আশ্রয় করিয়াই উক্ত রাগ এবং দ্বেষ, জ্ঞান অপ্রাপ্তপূর্বক দেহকে মোহিত করিয়া ফেলে (৪০)।

[ক] যে যের ধর্মের অনধিকারী সে সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়, এই জন্য ভগবান এইরূপ আদেশ করিলেন।

অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রথমে রাগদ্বेषাদির আশ্রয় স্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল সংহত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপ স্বরূপ এই রাগ দ্বেষকে জয় কর (৪১) ।

কাহার আশ্রয় লইয়া এই শত্রুস্বরূপ রাগ দ্বেষকে জয় করিতে হইবে তাহাও বলিতেছি শুন, স্থূলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা সূক্ষ্ম মন, মনঅপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বুদ্ধিয় পর যিনি, তিনিই জীবের আশ্রয়নীয় (৪২) । [ক] এইরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আশ্রয়তত্ত্বকে, জ্ঞান বলে আশ্রয় করিয়া হে মহাবাহো ! ছরাশদ রাগদ্বেষরূপ শত্রুকে জয় কর (৪৩) ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

[ক] ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কাহাকে বলে তাহা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃত, ধর্মব্যাক্যায় বিস্তার মতে লিখিত আছে ।

• চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই ব্রহ্মস্বরূপ ফলদায়ক সাদ্ব্যযোগ এবং কৰ্মযোগ প্রথম আমি সূর্য্যাকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য আপন পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন, এবং মনু আবার ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন, (১) এইরূপ পরম্পরাগত এই যোগকে; অবশেষে অন্যান্য রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন, কিন্তু হে পরম্পর! কাল মাহিমায়, লোকের নানা প্রকার মতি গতি ও দুর্কলতা হইয়া এখন সেই যোগ আবার প্রকৃতভাবে অক্ষাতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, (২) তাই আমি অদ্য তোমাকে আবার সেই পুরাতন যোগধর্মের উপদেশ করিলাম; কারণ তুমি আমার ভক্ত, স্মৃতরাং প্রিয়, এজন্য তুমি ইহার অধিকারী পাত্র। এই শ্রেষ্ঠতম যোগজ্ঞান অতীব গোপনীয় ইহা অনধিকারীকে বলা যায় না (৩)।

অর্জুন বলিলেন,—আপনার একটা কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। আপনি বলিলেন সৃষ্টির প্রথমে সূর্য্যকে এই যোগজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে সেই পুরাকালে, আর আপনি কেবল এই অল্প দিন বাবৎ বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনি পূর্বে সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বুঝিব? (৪)

ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি তাহা সমস্তই অবগত আছি, কিন্তু হে পরম্পর! তোমার জ্ঞানশক্তি আদ্যত খাকা নিবন্ধন, তাহা কিছুই জানিতেছ না (৫)।

কিন্তু, ফল পক্ষে আমার কখনই জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই । আমিই সকলের ঈশ্বর, তথাপি, আমি আপন প্রকৃতির আশ্রয় করিয়া, আপন মায়ায় দেহবানের অবস্থা (দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, রাম, প্রভৃতি অবস্থা) গ্রহণ করি, বাস্তবিক অন্য লোকের সেরূপ জন্ম হয়, আমার সেরূপ নহে (৬) । যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়া আইসে, হে ভারত ! তখনই আমি মায়াদ্বারা জন্ম গ্রহণ করি (৭) । এমন কি,—সাদৃশ্যের পরিভ্রাণ ও দুর্ভাগ্যবাদের বিনাশ এবং 'ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত, এইবারের নিয়ম যুগে যুগেই আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি (৮) ।

হে অর্জুন ! আমার, এইরূপ অলৌকিক জন্ম ও কন্মের সর্বিশেষ মর্শ্ব, যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারেন, তিনি এই দেহ বিনাশের পর আর জন্ম গ্রহণ করেন না । আমাকেই (ব্রহ্মই) প্রাপ্ত হইতে পারেন । আর যে ব্যক্তি আমাকে বসুদেব পুত্র, যশোদা পুত্র, কিম্বা বাস্তবিক দেহধারী, অর্থাৎ মনুষ্যের মত দেহধারী পুরুষ বলিয়া জানে, সে আমাকে পাইতে পারে না (৯) । কিন্তু তুমি ইহাও মনে করিও না, যে আমার এই জন্ম কন্মের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর কোন উপায় নাই ; কেন না, যাহারা বাসনা, ভয় ও ক্রোধাদি আবরণকে নিঃশেষে পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার অভেদ অনুভব করিয়া, কেবল মাত্র পূর্বোক্ত সাক্ষ্য জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, ত্রাহাবা কেবল সেই জ্ঞানস্বরূপ তপস্যা দ্বারাই পূত হইয়া, ব্রহ্মপদ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া (১০) । (ক)

(ক) যদিও অনুবাদেই স্পষ্টকৃত হইয়াছে, তথাপি পাছে

হে বনজয় ! “যাহারা ঈশ্বরের জন্ম কৰ্মাদিত্ত্ববিৎ এবং পুষোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা ই ব্রহ্মলাভ করিবেন, আর অন্যে নহে”, এতদ্বারায় যে আমার কাহার উপর অনুরাগ, আর কাহার প্রাত বিদ্বেষ আছে তাহা মনে করিও না ; কারণ আমার সকলের প্রতিই সমান দৃষ্টি আছে। তবে অামাকে যে ভাবে যে পাপন হয়, অর্থাৎ যে, যে ফলের কামনায় আমার আশ্রয় লয়, সেও ফল প্রদানের দ্বারাই, আমি তাঁহাকে পারিতৃপ্ত করি। অতএব, যাহারা ঐহিক ধন পুত্র কলত্রাদি প্রার্থী তাহাদের তাহাই দেই, এবং স্বর্গার্থীকে স্বর্গ, জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান, এবং জ্ঞানাকে মোক্ষ দিয়া থাকি। হে পার্থ ! মনুষ্য যে কোন কলাখা হইয়া অনুষ্ঠান করুক না কেন, সকল প্রকারেই আমারই পদ্বার অনুরণ করে। কিন্তু যে ফল যাহার প্রার্থিত নহে, সে

কাহারও অনবধান থাকে, এই জন্য আবার বলিতেছি, যে ভগবান্ নারায়ণ যত স্থানে “আমি, আমাকে” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন তাহার কোনখানেই কেবল কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না। অর্থাৎ তৎপদের বাচ্য ও অক্ষরার্থ লক্ষ্য কারণ্য বলিতেছেন। ইহা যদি সহজে বুঝিতে চান, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গাদি সকল আকৃতি বুঝিলেও ক্ষতি নাই। এই জন্যই যেখানে “আমি, আমার” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ আছে, প্রায় সকল স্থানেই বেটন মধ্যে “ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি কথা সন্নিবেশিত হইল। শঙ্করাচার্য্যাদি ভাষ্যকার-গণও ঐকম্প করিয়াছেন। ইহার কারণাদি আর একবার বিস্তার মতে দেখাইব

তাহা পাইবে কেন ? (১১)। মনুষ্যালোকে বাহারা স্বর্গভোগাদি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, কলদীনে সমর্থ আনারই রূপান্তর মাত্র ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাকে পূজা করেন, তাহাদের সেই সেই কৰ্ম-জনিত সিদ্ধি, অতি সযত্নেই হইয়া থাকে (১২)।

সত্ত্ব, রজ, ও তম আদি গুণ বিভাগদ্বারা এবং চেষ্টা বা ক্রিয়া বিভাগদ্বারা আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্গ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্ত্ব গুণের আধিক্য এবং সম, দম, তপীশ্বাদির প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়াদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্ত্বগুণের অপ্রাধান্য এবং রজো গুণের প্রাধান্য দ্বারা, আর সৌর্য্য তেজঃ প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছি। তমো-গুণের অপ্রাধান্য এবং রজো গুণের প্রাধান্য দ্বারা, আর কৃষি বাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়াদ্বারা বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছি। এবং রজো গুণ অপ্রধান ও তমো গুণ প্রধান-তার দ্বারা, আর সুশ্রাব্য শক্তি প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার দ্বারা শূদ্র দিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। (ক) কিন্তু আমি কেবল জাতিকেন

(ক) এই শ্লোকের দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে নরনর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এক এক জাতীয় আত্মার গুণও শক্তি বা ক্ষমতা বা প্রবৃত্তির তারতম্যে চারিজনাতীয় মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে,—বাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই শ্লোকেই প্রমাণ করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, যে পূর্বে সকলে এক জাতিই ছিল, তৎপর এক এক জনে এক এক ব্যবস্থা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন এক এক শ্রেণী হইল, ইহারই নাম জাতি, অতএব জাতি

‘সমস্ত বিষয়েরই সৃষ্টি কর্তা সত্য, অথচ আমাকে অকর্তা বলিয়াই বুঝিবে, কারণ আমি অব্যয়, অর্থাৎ আমার অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারে না। আমি চির দিনই ঠিক এক অবস্থায় আছি, কিন্তু যাহাকে সৃষ্টি কার্য করিতে হয়, তাহাকে কোন প্রকার ক্রিয়াবান্ বা ব্যাপারবান্ হইতে হয়। একটি ক্রিয়া বা ব্যাপার ব্যতীত কোন কার্যই করা হইতে পারেনা। ব্যাপার বা কোন একটা ক্রিয়া হইতে হইলেই, তাহার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটনা হইল, সুতরাং যাহার পরিবর্তন হওয়া সম্ভবে না, তাহার সৃষ্টি কর্তৃত্বাদিও কোন মতেই ঘটেনা, তাই আমার কোন কর্তৃত্বাদি নাই। কিন্তু কর্তৃত্ব নাই, অথচ আমি কর্তা, ইহার তাৎপর্য এই যে, কর্তৃত্বাদি ক্রিয়া আমাতে নাই তাহা নহে, কিন্তু জল যেরূপ পদ্যপত্রে বিলিপ্ত হয় না, কর্তৃত্বাদি কোন ক্রিয়াও সেইরূপ আমাতে বিলিপ্ত হয় না (১৩)।

আমি যে কর্তা হইয়াও বাস্তবিকপক্ষে কর্তা নহি, তাহার তাৎপর্য বলিতেছি,—

সুখ দুঃখ স্বরূপ কোন প্রকার কর্মফলের নিমিত্ত, আমার কিছুমাত্র স্পৃহা (অনুরাগ) এবং বিদ্বেষ নাই। অনুরাগ, লিপ্সা, বা আসক্তিশূন্য হইয়া যে কর্মের অন্তর্ধান করা যায়, উদ্বারা কোন প্রকার শুভাদৃষ্ট বা দুর্দৃষ্ট অর্থাৎ সংস্কার স্বরূপ

‘কিছুই না,’ এই অর্থটা, এই শ্লোকের কোন কথাটি হইতে আবিষ্কৃত হইল তাহা আমরা কিম্বা অন্য কোন সংস্কৃত ভাষা-বিৎ পণ্ডিত খুঁজিয়া পান না।

ধর্মাধর্ম দিয়ে [না,]* অতএব আমি যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা আমাতে বিলিপ্ত হয় না ; অর্থাৎ কোন প্রকার ধর্মাধর্ম জন্মাইয়া উহা আমার সুখ দুঃখাদি জন্মাইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার (ঈশ্বরের) এইরূপ গুণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারও কর্মবন্ধন থাকে না (১৪)। পূর্বতন যে সকল মুমুক্শু ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারাও এইরূপ জ্ঞানেই কর্মানুষ্ঠান করিতেন, অর্থাৎ “আমার (আত্মার) কোন প্রকার ক্রিয়া নাই ; সুতরাং আমি কোন কর্ম করি না, বাহা কিছু কর্ম তাহা প্রকৃতিই করিতেছে” ইত্যাদি জানিয়া কর্মানুষ্ঠান করিতেন। তুমিও সেইরূপ জ্ঞানেই কর্মানুষ্ঠান কর ; কারণ পূর্বতন জনকাদি রাজর্ষিগণ এই পুরাতন আচার পালন করিয়াছেন (১৫)।

হে ধনঞ্জয় ! অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি কিরূপভাবে কর্ম করিলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম বলিয়া গণ্য হয়, আর কিরূপে অনুষ্ঠান করিলে তাহা অকর্ম (কর্ম নয়) বলিয়া গণ্য হয়, তাহা বুঝিতে বুদ্ধিমান লোকও মুগ্ধ হইয়া থাকেন, অতএব সেই প্রভেদ তোমাকে বলিতেছি,—যাহা জানিতে পারিলে তুমি সংসারদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে (১৬)। অবশ্যই, সাধারণ দৃষ্টিতে, লোকে বিহিত কর্মকেই কর্ম বলিয়া বুঝে, এবং নিষিদ্ধ কর্মকেই বিকর্ম, আর কিছুমাত্র না করিয়া কেবল তুষ্ণীং

* এই বিষয়ের কারণ এবং অদৃষ্ট, সংস্কার, ধর্মাধর্ম কাহাকে বলে তদ্বিষয় “ধর্মব্যোধ্যায়” অতি বিস্তার মতে বুঝান হইয়াছে।

গান্ধী :

ভাবে থাকাকেই অকর্ম্ম বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু ত্রাহা নহে, বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্ম, বিকর্ম্ম, আর অকর্ম্ম ইহার তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক, কারণ কর্ম্ম, অকর্ম্ম, এবং বিকর্ম্ম ইহার প্রকৃততত্ত্ব বড়ই দুজ্ঞের (১৭)।

দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির নিস্পাদ্য বতপ্রকার বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম আছে, তৎসমস্তেতেই যিনি আত্মার অকর্তৃত্ব বুঝিতে পারেন, এবং “বাহিরের সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তৃষ্ণা ভাবে থাকিলেও যদি দেহাদিতে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তবে অন্তরে অন্তরে যে শারীরিক ক্রিয়া নিস্পন্ন হয়, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে আত্মার কর্ম্ম মধ্যেই গণ্য হইল, কারণ তদ্বারা আত্মার সংসার দুঃখ হইয়া থাকে,” এইরূপ যিনি অবগত থাকেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, এবং তিনিই সমস্ত কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়াছেন (১৮)। নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান, যাহার সংকল্প বিবর্জিত, অর্থাৎ ফললিপ্সা, এবং আত্মার কর্তৃত্বাদি বোধ বিরহিত ভাবে, সম্পন্ন হয়, তাহার সেই জ্ঞানাদি দ্বারা কর্ম্মজনিত শুভাশুভ অদৃষ্ট দৃষ্ট হইয়া যায়। পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই—“পণ্ডিত” বলিয়া গণ্য করেন (১৯) যিনি সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনা স্বরূপ আশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য-তৃপ্ত ও নিরাশ্রয় ভাবে, অর্থাৎ ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত যে-যে উপায়ের আবশ্যক হয়, তাহার অবে-
শন না করিয়া, যদি যদৃচ্ছাক্রমে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন তথাপি তিনি “কোন কর্ম্মই করেন না” বলিতে হইবে (২০)। আর যিনি ইহদ্বয়ে, কর্ম্মানুষ্ঠানের

কল (জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ষড়ি, আর নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের কিছুমাত্র প্রয়োজনই থাকেনা অতএব সেই সমস্ত তৃষ্ণা পরিশুণ্ড, সর্ব পরিগ্রহ বিরহিত সংযতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত মহাত্মা, কেবল শরীরটি মাত্র রক্ষিত হইতে পারে এইরূপ কর্ম করিলেই বিমুক্ত হইতে পারেন, তদ্বারা কোন প্রকার পাপ পুণ্যই তাঁহাকে সংস্পর্শ করিতে পারে না (২১)।

শরীর সংস্থিতিকারক কর্মানুষ্ঠান গক্ষেও বিশেষ নিয়ম আছে তাহা এই,—শাতোক্ষ, সুখহঃখাদি দ্বন্দের দ্বারা কিছুমাত্র বিষন্ন না হইয়া, সর্বত্র নিষ্ঠের বুদ্ধি, এবং প্রাপ্তি অপ্ৰাপ্তিতে সমদৃষ্ট হইয়া, অর্থাৎ আহার প্রাপ্তি হইলেও উৎফুল্লতা শূণ্ড, আর না পাইলেও উৎকণ্ঠতা পরিশুণ্ড হইয়া, যিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, অর্থাৎ যাচঞা কিম্বা যত্নাদি না করিয়া, যাহা কিছু আহার পাওয়া যায় তদ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি যে ঐ শরীর সিদ্ধির নিমিত্ত ভিক্ষাটনাদি কর্ম করিয়া থাকেন তদ্বারা, সংসারে নিবদ্ধ হইবেন না ; কারণ জ্ঞানার্থি দ্বারা তাঁহার সমস্ত কর্ম (শুভাশুভ অদৃষ্ট) দগ্ন হইয়া গিয়াছে (২২)।

পূর্বে যে নিকাম কর্মীর বিষয় বলিয়াছি, তিনি যদি সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তাসক্তি হইবেন, তবে তাঁহার ধর্ম-ধর্মের বন্ধন ছুটিয়া যায়। সেই জ্ঞানি নির্বিষ্ট চেতা মহাত্মারও ঈশ্বরার্থে কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে বর্তমান এবং অতীত অদৃষ্ট সকল বিলীন হইয়া যায় (২৩), কারণ যাহার উক্ত প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর

গীতা ।

কিছুই দেখিতে পান না, ব্রহ্মেতে ভূত বুদ্ধি হইয়া, পরে
আবার যখন প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মে, তখন যেমন ব্রহ্ম ব্যতীত
আর কিছুই দেখিতে পারনা, জ্ঞানী ব্যক্ত ও সেইরূপ,
অজ্ঞান মোহ ঘূচিয়া ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই শূন্য
দেখেন; কোমি যজ্ঞ করিতে হইলে যে প্রক্রিয়া দ্বারা
হোম করিতে হয়, তাহা তান দেখিতে পান না, কেবল
ব্রহ্ম স্বরূপ মাত্রই দেখিতে পান, যে হবি আহুতি
প্রদান করা হয় তাহাও কেবল ব্রহ্মই দেখেন,
আহুতি প্রদানের আগতেও অগ্নি না দেখিয়া ব্রহ্ম
দেখিতে পান, যিনি হোতা (জীবাত্মা) তাহাকেও ব্রহ্ম
স্বরূপই দেখিতে পান, এবং সেই ব্রহ্মার্চিতমনা মহাত্মা,
কন্মের দ্বারা যে ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্ম হইতে
আত্মরক্ত ভাবে দেখেন না। এইরূপ যখন ব্রহ্ম ব্যতীত
আর কিছুই দেখিবেন না, তখন আর, বিশেষ ধর্ম্মধর্ম্ম, কাহাকে
সংস্পর্শ করিবে (২৪)। অতএব, এতদ্বারা যে আত্মজ্ঞান সম্যক
মহাত্মাকে এইরূপ ভাবে যজ্ঞ করার বিধি দেওয়া হই-
তেছে তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানই যে তাহাদের সমস্ত
কন্ম, ও সমস্ত যজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন যে আর কিছুই দেখিতে
পান না, তাহাই “ব্রহ্মার্চন” এই মন্ত্রের প্রতিপাদিতব্য
বিষয়। এখন অন্যান্য মন্ত্রের কথা শুন,—অনেক কশ্মীগণ
দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ ইন্দ্রাণি দেবোদ্দেশ্যক যজ্ঞ করিয়া থাকেন,
আর ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বদর্শী মন্যাসীগণ ব্রহ্মাণিতেই
আপনাকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে সমাধি
করিয়া জীবাত্মার লয় স্বরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন; (২৫)

অন্য যোগীগণ সংযমস্বরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল
 আহুতি প্রদান করেন; অপর যোগীগণ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়-
 শব্দাদিশৃঙ্খলে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন (২৬)।
 কোন যোগীগণ জ্ঞানদীপিত আত্মসংযম স্বরূপ-যোগাগ্নিতে
 সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়াকে আহুতি প্রদান করেন,
 অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়া আত্মাতে বিলীন
 করেন। (২৭)। কোন সাধুগণ দানকেই যজ্ঞ জ্ঞানে অনুষ্ঠান
 করেন, কেহ বা কৃচ্ছ্র চন্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্য্যা স্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
 করেন, কেহ বা চিন্তাবৃত্তি নিরোধ স্বরূপ সমাধিকেই যজ্ঞ
 জ্ঞানে অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা বেদ পাঠ স্বরূপ যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৮)। আর কোন কোন তীব্র
 ব্রতচারী যতিগণ বেদার্থ জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
 করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিগণ পূরক করিয়া
 অপানাগ্নিতে প্রাণের আহুতি দিয়া থাকেন, কেহ বা রেচক
 দ্বারা প্রাণাগ্নিতে অপানের হোম করেন, কেহ বা কুস্তকের
 অনুষ্ঠান পূরক প্রাণাপানের গতি অবরুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম
 পরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর যোগীগণ নিম্নতাহার হইয়া
 পঞ্চ প্রাণে পঞ্চ প্রাণ আহুতি দিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রাণ
 ও অপানাদির মধ্যে যাহাকে জয় করিতে পারেন, তাহাতেই
 অন্যান্য প্রাণ বর্গের বিলয় করিয়া থাকেন (২৯)।

এই সকল যজ্ঞ তত্ত্ববিৎ, যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভোজী, মহাত্মা-
 গণ সকলেই উপরিউক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ক্ষয়িত কন্ম
 হইয়া অবশেষে জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা স্নানাতন ব্রহ্মলাভ করিতে
 পারেন (৩০)।

হে কুরুসত্তম ! যাহাদেব ইহার কোন প্রকার বুদ্ধানু-
 ঠান নাই, তাহার এই স্বল্পসুখসম্পন্ন মনুষ্যালোকও
 প্রাপ্ত হইতে পারেনা ; অতএব দেবলোকাদি অন্য কোন
 প্রকার লোক, তাহার কিরূপে লাভ করিবে ? (৩১) এই
 যে বেদ প্রতিপাদিত বহু বিধযজ্ঞের কথা বুলিলাম,
 এতৎ সমস্তই, কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক ক্রিয়া হইতে
 সমুৎপন্ন হয়, আত্মা ইহার কোন যজ্ঞই নিষ্ঠান করেন না,
 ইহাই বুঝিতে ইহবে ; কারণ আত্মাতে কোনপ্রকার
 ক্রিয়াই নাই, তিনি নিষ্ক্রিয় পদার্থ। এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় মূল
 হইয়া হৃদয়ে অক্ষয় ধারণা হইলে এই সংসার বন্ধন হইতে
 বিমুক্ত হইতে পারিবে (৩২)। হে পরম্পুত্র ! যত প্রকার
 দ্রব্যময় যজ্ঞ বলা হইল তৎসমস্ত অপেক্ষায়ই জ্ঞানযজ্ঞ অধিকতর
 শ্রেয়স্কর, কারণ সমস্ত প্রকার দ্রব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে,
 যে ফল সংসাধিত হয়, তৎসমস্তই এক মাত্র জ্ঞানযজ্ঞ
 নিস্পন্ন ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, (৩৩) অর্থাৎ ব্রহ্ম
 প্রাপ্তি হইলে যে অপরিমিত সুখ সমুদ্রের প্রকাশ হয়,
 কণিকা মাত্রোপম স্বর্গীয় সুখাদিও তাহার মধ্যেই আছে ।

যে উপায়ের দ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা বলিতেছি ।
 প্রথম গুরুদ্ব. নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত ও শুশ্রূষাসহ-
 কারে তাহাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিও ; তাহা হইলেই
 সেই তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানীগণ * তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপ-

কেবল অধ্যয়নের দ্বারা অর্থাৎ কার্যতায় নহে, যাহার
 অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানী বলে। আর

দেশ করিবেন (৩৪); যে তত্ত্বজ্ঞান পাইলে আর তুমি এই রূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না; হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান হইলে সমস্ত জগৎই তোমার আত্মা এবং আমাতে, বিবর্তিতভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান হইবে, তদ্ব্যতীত আর কোন জড় পদার্থই দৃষ্ট হইবে না (৩৫)। হে ধনঞ্জয়! এ জ্ঞানের মহিমা অধিক আর কি বলিব, তুমি যদি সমস্ত পাপী অপেক্ষায় ও অধিকতম পাপী হও, তাহা হইলেও, এই জ্ঞান তরণির দ্বারা, সেই সমস্ত হস্তর পাপরাশি সস্তরণ করিতে পারিবে (৩৬)। কারণ উচ্ছিন্ন বহ্নি যেমন শুষ্কত্ব রাশিকে ভস্মীভূত করে, হে অর্জুন! উদ্দীপ্ত জ্ঞানায়িত্তে যেমন, সমস্ত পাপ পুণ্যকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে (৩৭)। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের তুল্যা পাবন বস্তু এ ত্রিভুবনেও নাই, যিনি কর্মযোগ এবং (পাতঞ্জল দর্শনোক্ত) সমাধিযোগের দ্বারা চিত্তের মালিন্যরাশি নিধৃত করিতে পারেন, কালেতে তিনি স্বয়ংই, আত্মাতে এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা যে সকলেই পারেন তাহা নহে; যিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান, যিনি গুরুরূপ-

যিনি সেই অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলি মনে মনে অসুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী। যিনি তত্ত্বদর্শী নহেন, কেবল তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি প্রকৃত জ্ঞানোপদেশে সমর্থ নহেন, আর যিনি তত্ত্বদর্শী তাহারই নিকটে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করা উচিত, এই জন্য এই শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া, আবার তত্ত্বদর্শী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

সনাদি তৎপর, যিনি বিজিতেন্দ্রিয় তিনিই পূর্বেকৃত যত
 নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অচিরে জ্ঞানলাভ,
 করিয়া পরম সান্ত্তি স্বরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন (৩৯) ।
 আর যে ব্যক্তি অজ্ঞ, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানে না, এরং শ্রদ্ধা
 সম্পন্নও নহে, যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহার এই প্রকৃত স্বার্থস্বরূপ
 মোক্ষফল হইতে বঞ্চিত হয়, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহার
 ইহলোক পরলোক কিছুই নাই, প্রকৃত সুখও নাই (৪০) ।
 হে ধনঞ্জয় ! তুমিও কখনই সংশয়াদি করিও না, কারণ
 আত্মা এবং ঈশ্বরের একত্বাত্মভবস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যাহার
 সর্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং উক্ত পরমার্থ দর্শনস্বরূপ
 যোগের দ্বারা যাহার সমস্ত ধর্মাদর্শ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে,
 সেই আত্মবানু মহাত্মাকেই, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিজনিত কোন
 প্রকার কর্মে বন্ধন করিতে পারে না (৪১) । অতএব হে
 ভীরত ! তুমি জ্ঞানাসিরদ্বারা, আত্মবিন্যাসাদি সম্বন্ধীয়
 সমস্ত সংশয় রাশিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া গাত্ৰোখান কর,
 তুমি উক্ত যোগেরই আশ্রয় গ্রহণ কর (৪২) ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অর্জুন বলিলেন, ভগবন্! আপনি কৰ্মসংহাস আর কৰ্ম-
যোগ এতদুভয়কেই জ্ঞানের কারণ বলিয়া, নির্দেশ করিলেন,
এতদ্বারা আধি অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব এতদুভয়ের
মধ্যে প্রকৃত শ্রেয়স্কর কি, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া
বলুন (১)। [ক]

[ক] কৰ্মের সংহাস বা কৰ্মপরিত্যাগ করা দুই প্রকারে সম্ভব
হইতে পারে, (১ম) যখন জীবাত্মা আর পরমাশ্রার অভেদজ্ঞান
উৎপন্ন হয়, যখন এই ত্রিভুবন মধ্যে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর
কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, ব্রহ্মতে সৰ্প ভ্রম ছুটিয়া
গেলে, যেমন আর সেই সৰ্প জ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র ব্রহ্মরই
জ্ঞান হইয়া থাকে; সেইরূপ, একমাত্র ব্রহ্মপদার্থেই যে এই
মান্বামর সচরাচর জগতের ভ্রমজ্ঞান হইতেছে, এই ভ্রম ছুটিয়া
গেলে তখন এই জগতের জ্ঞান না হইয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই
জ্ঞান হয়, তখন কৰ্তা, কৰ্ম, ক্রিয়া, কারণ ইত্যাদি কিছুই
আর অদৃশ্যে আসে না; সুতরাং কোন প্রকার কৰ্ম করাও
সম্ভবে না, এবং আত্মজ্ঞানস্বরূপ কল উৎপন্ন হইলে, আর
কৰ্ম করার কোন প্রয়োজনও থাকে না; অতএব তখন আপনা
হইতেই সৰ্বল প্রকার কৰ্ম করা বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং
অগত্যাই কৰ্মসংহাস বা কৰ্মপরিত্যাগ হইল।

দ্বিতীয়ত, নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্মের অনুষ্ঠান করিতে
করিতে, যখন চিত্ত বিমুক্ত হইয়া যায়, তমর্গণ এবং রাজোত্তম

ভগবান্ বলিলেন,—অধিকারীভেদে কর্মসংক্রান্ত আর
কর্মযোগ এতদ্ব্যভিন্ন, জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষসাধন করে ।

নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া, পরিপূর্ণ সঙ্কল্পের উদ্রেক হইলে,
চিত্ত যখন নিতান্ত নির্মলভাব গ্রহণ করে, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা,
অহ্মতা, অভিমান, কপটতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি যখন এককালে
নিবৃত্ত হইয়া যায়, এদিকে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষী, শ্রদ্ধা,
বিবেক, বৈরাগ্য ও ঐদাসীশ্রাদি সাধিক শক্তিগুলি যখন
পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হয়, তখন নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কর্মের
ফল সাধিত হইয়া যায়, সুতরাং কর্মানুষ্ঠান করার প্রয়োজন
থাকে না ; কেন না উক্তরূপ চিত্তগুচ্ছই সমস্ত কর্মের মুখ্যতম
প্রয়োজন । তৃতীয়তঃ, চিত্তের যখন ঐরূপ অবস্থা জন্মে, তখন
সমাধির অনুষ্ঠানাদির দ্বারা আত্মার উপলব্ধি করার সময়
উপস্থিত হয়, চিত্ত তখন আত্মসাক্ষাৎকারে উপযুক্ত হয়,
এই সময়ে যদি আবার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মানুষ্ঠান দ্বারা
সমস্ত সময় ব্যয়িত করা হয়, তবে আত্মসাক্ষাৎকারের মুখ্যতম
উপায়ানুষ্ঠানের অবকাশ পাওয়া যায় না ; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎ-
কারের বাধা জন্মে, এই জন্য তখন নিত্যনৈমিত্তিক কর্মেরও
পরিভ্যাগ করিয়া, কেবল সমাধি অনুষ্ঠানেরই চেষ্টা করিতে হয় ।
সমাধির চেষ্টা করিতে করিতে পরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া
যুক্তি হইতে পারে, এই হইল দ্বিতীয় প্রকারের কর্মসংক্রান্ত বা
কর্ম পরিত্যাগ ।

তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের দ্বারা এই দ্বিতীয় প্রকারের
কর্মত্যাগ আর নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান করা এতদ্ব্যভিন্নকেই

তন্মধ্যে, কেবলমাত্র কৰ্মসংন্যাস অপেক্ষায়, কৰ্মযোগকেহ প্রশস্ত বলিতে হইবে (২)। কারণ যে কৰ্মযোগী, সুখ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এবং দুঃখবিষয়েও সৰ্বতোভাবে বিদেষশূন্য, তিনি নিত্যই সংশ্রাসী বলিয়া গণ্য, হে মহাবাহো! যে মহাত্মা শীতোষ্ণ - সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন (৩)।

বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃত অধিকারঅবস্থায় কৰ্মসংন্যাস আর কৰ্মযোগ এতদুভয়ের একই ফল হইয়া থাকে, ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। কিন্তু যাহারা অল্পদর্শী তাহারা ইহা বুঝে না, তাহারা ইহার পৃথক্ পৃথক্ ফল মনে করিয়া থাকে, ফলপক্ষে অধিকারিত্ব অনুসারে স্নাতিমত কৰ্মসংন্যাস আর কৰ্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে যেটির সম্যক্ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই সংন্যাস আর কৰ্ম-

অনেক স্থলে জ্ঞানের হেতু বলিয়া ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং অজ্ঞানের সন্দেহের কারণ হইয়াছে, কেন না, নিষ্কামভাবে কৰ্ম করা আর কৰ্ম পরিত্যাগ করা এতদুভয়ে নিত্য বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন, তাই এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে “কৰ্মসংন্যাস আর কৰ্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটা প্রকৃত শ্রেয়স্কর হইবে।” কলতঃ প্রথম প্রশ্নালীর কৰ্মসংন্যাস এখানে মনে করা হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নালীর কৰ্মসংন্যাস আর কৰ্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটা অধিক শ্রেয়স্কর তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ভগবানের প্রশ্নোত্তরও এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কৰ্মসংন্যাস লক্ষ্য করিয়া, ইহাই জানিবে।

যোগ এতদ্ব্যতিরিক্ত ফল (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিতে পারে, (৪) অর্থাৎ সম্যক্ অনুর্ত্তাবান্ সংশ্ৰাসীগণও জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা যে লক্ষ্য না করিতে পারেন, কৰ্ম্মযোগী সমস্ত জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা সেই মোক্ষই পাইতে পারেন, অতএব সংশ্ৰাস আর কৰ্ম্মযোগকে যিনি তুল্য বলিয়া জানেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ (৫)।

হে মহাবাহো! কৰ্ম্মযোগ ব্যতীত যদি কেহ কৰ্ম্মসংন্যাস করে এবং আত্মসাক্ষাৎকারের মুখ্যতম উপায়রূপ সমাধি প্রভৃতির অনুর্ত্তান করিতে না পারে, তবে তাহা কেবল দুঃখ সাধনই হইয়া থাকে, আর যিনি কৰ্ম্মযোগের অনুর্ত্তান করত ব্রহ্মমনন তৎপর, তিনি অচিরেই পরমাত্মজ্ঞান নিষ্ঠাস্বরূপ সংন্যাস প্রাপ্ত হইতে পারেন (৬)। যিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতাস্তঃকরণ, এবং নিশ্চলাত্মা হইয়া, কৰ্ম্মযোগের অনুর্ত্তান করিতে করিতে যাহার আত্মা সৰ্ব্বভূতের আত্মা হইতে, অপৃথক্ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া যায়, তিনি কৰ্ম্ম করিলেও বিলিপ্ত হইতে পারেন না (৭)

যিনি তত্ত্ববিৎ এবং সমাহিতচেতাঃ তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, স্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাস প্রশ্বাস, বাক্যোচ্চারণ, মল মূত্রোৎসর্গ, এবং উন্মেষ নিমেষ প্রভৃতি যত প্রকার কার্য করেন “তৎসমস্তই কেবল ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির আপন আপন বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক একটা ঘটনা বিশেষ আত্ম, তৎব্যতীত আর কিছুই না” এইরূপ অবধারণ করত “আমার নিজের (আত্মার) কোনই ক্রিয়া নাই” এইরূপ মনে করিয়া থাকেন (৮)। কৰ্ম্মের আসন্ন পরিত্যাগ পূর্বক কেবল পরমেশ্বরার্থেই কৰ্ম্মানুর্ত্তান করিলে, ফলের সহিত যেমন পদ্মপত্র বিমিশ্রিত হয় না, সেইরূপ

কোন পুণ্য, পাপের দ্বারা তিনি বিলুপ্ত হইবেন না (১০)। তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক কার মন, বুদ্ধি ও কেবল ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারা যে সকল কর্ম অর্চন করেন, তদ্বারা আত্ম শুদ্ধি মাত্রই ফল হইয়া থাকে (১১)। অতএব তুমিও নিজাম ভাবেই কর্ম অর্চন কর। যিনি ফলাশা : পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র পরমেশ্বরার্থে কর্ম অর্চন করেন, তিনি, ক্রমে জ্ঞান লাভ হইয়া, মোক্ষ লাভ করিতে পারেন ; আর যিনি স্বর্গাদি কামনা প্রেরিত হইয়া আসক্তভাবে কর্ম অর্চন করেন তিনি সংসারেতে নিবদ্ধ হইবেন (১২)। যিনি পরমার্থ-দর্শী তিনি দেহে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল ক্রিয়া নিস্পন্ন হয়, তাহা কিছুই আত্মার কর্ম নহে, এইরূপ স্থির করিয়া সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব পরিশূন্য হইয়া এই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ স্বরূপগৃহে সুখে বসতি করেন (১৩)। আত্মা প্রেরণের দ্বারা কাহারও কর্তৃত্ব উৎপাদন করেন না, এবং কাহারও কোন কার্যও করেন না। কোন কর্মফলের সহিত তাঁহার বাস্তবিক সংযোগও নাই, কিন্তু জড়াত্মিকা প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কার্য নিস্পন্ন হইয়া, থাকে, (১৪)। ব্রহ্ম বা আত্মা কাহারও কোন প্রকার পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকি নিবন্ধন সমস্ত প্রাণী বিমোহিত হইয়া “আমি কর্তা, আমি কারয়িতা, আমি প্রভু, আমি পাপী, আমি পুণ্যবান” এইরূপ মনে করিয়া থাকে (১৫)। যে মহাত্মাদের, জ্ঞানবিকাশ হইয়া, আত্মা হইতে সেই অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের সেই জ্ঞান, সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া যেকোন সমস্ত অন্ধকার বিনাশ পূর্বক নিখিল বস্তু সকল প্রকাশিত

করেন, সেইরূপ আত্মাকে প্রকাশিত করে, (১৬)। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন, ব্রহ্মই যাহাদের আত্মাস্বরূপে অবগত হইয়াছেন, যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ, তাহারা সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নির্দ্বন্দ্বকল্প হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন ; (১৭) কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের দৃষ্টি হয় না। আত্ম তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বিদ্যাভিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, এবং ব্যাধ ইত্যাদি সমস্ত বস্তুতেই সমদর্শী হইয়া অর্থাৎ সকল দিকেই ব্রহ্ম দর্শন মাত্র করিয়া থাকেন। যে তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের মন, পূর্বোক্ত মত সাম্যে অবস্থিত আছে, তাহারা জীবিত থাকিতেই জন্ম বিমুক্ত হইয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম সর্বত্রই সমান, তিনি কুকুরেও যেমন শুকরেও তেমন; গোতেও তেমন, মনুষ্যেও তেমন, আবার মল মূত্রাদিতেও ঠিক সেইরূপ, নির্দোষ ভাবেই, অবস্থিত করিতেছেন। অতএব, যাহারা সমতার অবস্থিত পুরুষ, তাহারা ব্রহ্মেতেই অবস্থিত (১৯)। যিনি ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মমাত্রেই যাহার নিষ্ঠা, তিনি সর্বদা স্থিরবুদ্ধি এবং অবিমোহিতভাবে অবস্থিত করত কোন প্রকার প্রিয়বিষয় পাইলেও প্রচ্ছন্ন হইবেন না, এবং অপ্রিয় বিষয় প্রাপ্ত হইলেও উদ্বিগ্ন হইবেন না (২০)। বাহ্য সুখ সংস্পর্শে, যাহার আত্মা কিছুমাত্র আসক্ত নহে, তিনি কেবল আত্মাতেই যে সুখের অনুভব হয় তাহাই ভোগ করেন, তিনি সূমাধি যোগের দ্বারা ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া মুক্তিস্বরূপ অক্ষয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন (২১)। বাহ্যবিষয়ের সংসর্গজনিত এই যে সকল সুখ তৎসমস্তই দুঃখ বিমিশ্রিত এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে ;

কেননা ঐ সকল সুখ, আদি এবং অন্তবস্তু, অর্থাৎ উৎপাদ এবং বিনাশশালী, অতএব ঐ সুখের বিনাশ হইলে দুঃখ অবশ্যস্বাভাবী, এই জন্য, হে কোন্ডেয় ! ঐ সকল সুখের দ্বারা পণ্ডিতগণ পরিতৃপ্ত হইবেন না (২২) ।

যিনি এই শরীর থাকিতেই কাম, ক্রোধ^১ জনিত বেগ সম্বরণ করিতে পারেন, সেই মনুষ্যই যোগী, তিনিই সুখী । (২৩) যিনি সর্বদা অন্তঃসুখের সুখী, অন্তরে^২ অন্তরেই যিনি বিহার করিয়া থাকেন, অন্তরেই^৩ 'সাঁহার জ্যোতি দেদীপ্যমাম সেই যোগীই ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মনির্কারণ প্রাপ্ত হন, (২৪) । সাঁহাদের পরমার্থ তত্ত্ব সন্দর্শন হইয়া সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, সেই সংযত চেতা সর্বপ্রাণিহিতনিরত ঋষিগণই সমস্ত পাপ পুণ্য হইতে বিমুক্ত হইয়া, ব্রহ্মনির্কারণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (২৫) । যে যতিগণ কামক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত, ও সংযত নেতা হইয়া সমাধিযোগের দ্বারা আত্মার অশুভব করিতে পারেন, তাঁহারা এই জীবনে, এবং মৃত্যুর পরে, এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম নির্কারণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ জীবিত থাকিতেও তিনি মুক্ত, এবং দেহপাতের পরেও তিনি মুক্তই থাকেন । তাঁহার আর মরা বাঁচা নাই (২৬) । শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল মন হইতে বিদূরিত করিয়া, চক্ষুদ্বয়কে জমর্ধ্যে সংস্থাপিত করিয়া প্রাণ ও আপনাকে (ক) নাসাভ্যন্তরে

(ক) প্রাণ ও অপানাদি কাহাকে বলে তাহা তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্মশাস্ত্রের অতি বিস্তারে লিখিত আছে ।

প্রত্যাকৃষ্ট করিয়া, যে মোক্ষপরাশর মহাত্মা ইন্দ্রিয়, মন, এবং
বুদ্ধিকে জয় পূর্বক আত্মার অন্বেষণ করত ইচ্ছা, ভয়,
ও ক্রোধাদিকে নিঃশেষে পারিহার করিয়াছেন, তিনি সর্ব-
দাই মুক্ত (২৮)। ফল কথা, এই সকল হইলে পর অব-
শেষে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের অধীশ্বর
সর্ব প্রাণীর সৃষ্টিস্বরূপ আমাকে (আত্মাত্মকে) জানিয়াই
মুক্তি লাভ করে (২৯)।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—যিনি কর্মফলের কামনা না করিয়া
বেদবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্মী হইলেও
একপ্রকারে সংন্যাসী, এবং কর্মযোগী বলিয়া গণ্য। তদ্ব্যতির
কেবল অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কর্ম, এবং মানসিক ঐন্দ্রিয়িক
ও দৈহিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলেই সংন্যাসী বা যোগী হয়;
তাহা নহে, (১) অর্থাৎ রীতিমত ক্রিয়া পরিত্যাগীর ন্যায়, নিষ্কাম
কর্মের অনুষ্ঠানও সংন্যাসী এবং যোগী বলিয়া গণ্য হইতে
পারেন, কারণ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানেও যখন কামনা ও সঙ্কল্পের
পরিত্যাগ করা হইল, তখন সংন্যাসও যোগের তুল্যই হইল;
যেহেতু সংন্যাস এবং যোগেও কামনা, সংকল্প পরিত্যাগ করিতে

হয় । [ক] হে পাণ্ডব ! শ্রুতি যাহাকে প্রকৃত সংন্যাস বলিয়া কীর্তিত করেন, যৌগকেও তাহাই বলিয়া বুঝিতে পার; কারণ সমস্ত ফল কামনা বা অভিলাষ অথবা গঙ্গল পরিত্যাগ না করিলে, যখন কেহই কর্মযোগী হইতে পারেন না, এবং সংন্যাসেতেও সমস্ত কর্ম আর কর্মফল নিঃশেষে পরিত্যাগ করা আবশ্যক, তখন সংন্যাসের সঙ্গে নিষ্কাম কর্মের আংশিক ঐক্য থাকিল । কেবল বিশেষ এই যে কর্মযোগে কেবল ফলকামনাই পরিত্যাগ করিতে হয়, আর সংন্যাসে সমস্ত কর্মই পরিত্যাগ করিতে হয় (২) ।

যে যুনি সমাধিবোগ অবলম্বনে ইচ্ছু, তাঁহার নিষ্কামকর্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত আবশ্যক, কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি না হইলে সমাধিবোগ করিতে পারে না । পরে যখন যোগারূঢ় হইবেন, তখন ক্রমে ক্রমে কর্মপরিত্যাগ করিতে হয় । ফলতঃ ইচ্ছা করিয়া যে কর্ম ত্যাগ করিতে হয়, তাহা নহে, কিন্তু সমাধির অনুষ্ঠান করিতে করিতে আত্মার অদ্বৈতভাব উদ্ভিত হইতে থাকে । তখন কর্মানুষ্ঠান করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়ে ; কারণ “ আমি উপাসক, ঈশ্বর উপাস্ত ” ইত্যাদিরূপ দ্বৈতজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান না থাকিলে কোন কর্মানুষ্ঠান করাই সম্ভবে না । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভিত হইলে উপাস্ত উপাসকাদি জ্ঞান আর থাকে না, তাই কর্ম করাও হয় না (৩) ।

[ক] এতদ্বারা নিষ্কামকর্মের প্রশংসামাত্র বুঝিতে হইবে, প্রকৃতপক্ষেই নিষ্কাম কর্মকে সংন্যাস বলিয়া বুঝিতে হইবে না ।

যোগাক্রম কখন হয় তাহা বর্ণিতেছি,—সমাহিত চিত্ত হইতে হইতে যখন শব্দস্পর্শাদি কোন প্রকার ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র আসক্তি বা কর্তব্যতা বোধ না থাকে, যখন কোন প্রকার শারীরিক ক্রিয়া বা মানসিক ক্রিয়াদিতে কিছুমাত্র অভিলাষ বা কর্তৃত্ববোধ না থাকে, সমস্ত সঙ্কল্প বা বাসনা যখন নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন যোগাক্রম বলা ঘাইতে পারে (৪)।

বিবেকশক্তি বিশিষ্ট হইয়া নিজের দ্বারাই নিজের উদ্ধার করিতে হয়। অবিবেকো হইয়া কখনও নিজকে নিমগ্ন বা অধঃপতিত করিবে না; অর্থাৎ বিষয়ানুশঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমে আপনাদ্বারাই আপনাকে যোগাক্রম করিবে, হৃৎকময় সংসার সমুদ্রে ডুবাইবেনা; কারণ একমাত্র আত্মাই আত্মার বন্ধু, (সংসার সমুদ্রে হইতে উত্তীর্ণ করার হেতু), আবার আত্মাই আত্মার রিপু, (সংসার হৃৎকমে ডুবাইবার হেতু) (৫)। যিনি আপনার দ্বারা আপনাকে জব্দ অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারিষাছেন, তিনিই নিজের বন্ধু, আর যিনি অনাত্মা, আত্ম শূন্য ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহার আত্মা বিবেকবলের দ্বারা বশীভূত হয় নাই, সে নিজেই নিজের শত্রু হইতে পরিণত হয়; কারণ অবিবেকজনিত অসৎ বুদ্ধিদ্বারা সে নিজকেই নিজে বিনষ্ট করে (৬)। যিনি জিতাত্মা, যিনি শান্তি সম্পন্ন, তাহারই আত্মা, পরমাত্মায় অভেদ স্বরূপে প্রকাশিত হয়, তাহারই আত্মা দীত, উর্ক, সুখ, হৃৎক, মান অপমানে সমভাবে অবস্থিতি করে (৭)।

[ক] শান্ত, অনুমান, এবং যুক্ত্যাদির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ

খাঁহার, আত্মা পরিতৃপ্ত অর্থাৎ সর্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া বিজিতেন্দ্রিয় হইয়াছে, এবং যত্কাধনে সমজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া, সর্বতোভাবে অবিচলিত, রূপে অবস্থিতি করে, সেই যোগীকেই যুক্ত বলা যাইতে পারে (৮)। যিনি, মুহূর্ত্ত, মিত্র, অরি, উদাসীন (যিনি কোন পক্ষই নহেন) মধ্যস্থ (যিনি উভয়ের হিতৈষী) দ্বেষ (অপ্রিয় কার্যকারী) বন্ধু (কুটুম্ব), সাধু (শাক্তাশ্রয়ী কার্যকারী) পাপী (নিষিদ্ধ কার্যকারী),—এতদ্ সমস্তেই সমবুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ রাগ দ্বেষ শূন্য, তিনিই যোগারূঢ়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য (৯)।

যোগীর লক্ষণ বলিলাম, এখন, সমাধি যোগের অন্তর্ধান কি প্রকার করিতে হয় তাহা বলিতেছি শুন। ধ্যানশীল ব্যক্তি গিরিগুহাদি নির্জন স্থানে একাকী থাকিয়া আশা ও পরিগ্রহ শূন্য এবং সংযতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত, ও সংযতদেহ হইয়া মনকে সমাধিস্থ করিবেন (১০)। তাহার নিয়ম এই,—প্রথম, উক্তরূপ স্থানেতে গিয়া একটি পবিত্র স্থানে (যেখানে গেলে আপনা হইতেই যেন মনের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ প্রফুল্লতা বা শান্তির ডাব আসিতে চায়, এবং কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয় এইরূপ স্থান) দেখিয়া বিদ্রোহ আসন স্থাপন করিতে হয়, আসন খানি অতিশয় নীচও হইবে না, বড় উচ্চও হইবে না এবং প্রথম কুশ, তত্পরি ব্যাঘ্র বা হরিণ

হয় তাহাকে জ্ঞান বলে, "আত্ম সেই সকল তত্ত্বকে মনে মনে প্রত্যক্ষ্যাত্মভব করাকে বিজ্ঞান বলে।"

চর্খ, তত্পরি বন্ধনীর আসিন রচনা করিতে হয়, (১১) সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, এবং চিত্তের ক্রিয়া সংযত করত মনকে একাগ্র করিয়া আত্ম ক্রিয়াক্রির নিমিত্ত গোগামুষ্ঠান করিবে, (১২) দৃঢ় প্রবর সহকারে কাষ, শির, এবং গ্রীবাকে সোজা ও অচল ভাবে রাখিয়া বরনদুর সমস্ত দিক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া এক্রপ অবস্থায় রাখিবে যে যদি লক্ষ্য করে তবে নিজেই নাসিকা প্রদেশ যাত্র লক্ষিত হইতে পারে, এবং কোন দিকেই দৃষ্টপাত করিবে না (১৩)। এইরূপ হইয়া প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষ রাগদেবাদিদোষ রহিত, সমস্ত ভয়োদ্বেগ শূন্য, এবং গুরু শুক্রা ও তিকা ভোজনাদি রূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিরত ব্যক্তি, মনঃসংযম পূর্ব্বক অর্থাৎ সঙ্গ প্রকাষ মনোবৃত্তি এবং মনের স্বরূপের নিরোধ পূর্ব্বক (ক) আমাতেই (আত্মাতেই) মন বিনীত করিবে, এবং আমাতেই (আত্মাতেই) নিজের অস্তিত্ব ঢালিয়া দিয়া থাকিবে (১৪)।

সংযতমনা যোগী, উক্ত প্রকারে মনের সমাধি করিলে তাঁহার আত্মা পরমাত্মাতে মিলিয়া যায় তাঁহার নিজের পৃথক অস্তিত্বটা নিবাহিয়া যায়, তাহা হইলেই এক কালে পরম শান্তি (মোক্ষ) লাভ হইল (১৫)।

যে ব্যক্তি অতিরিক্তাহারী, তাহার যোগ হইতে পারে না,

(ক) বৃত্তির নিরোধ এবং সঙ্গের নিরোধ কাহাকে বলে ঐতর্য্য চূড়ামণি মহাশয়ের "ধর্ম্মব্যাখ্যা"। অতি-বিস্তার-মতে বর্ণিত আছে

আর যে অতিশয় অন্ন আহার করে তাহারও যোগ অসম্ভব ।
হে অর্জুন ! অতিশয় নিদ্রাশীল আর একবারে জাগরণ
শীলের ও যোগ অসম্ভব হয় না (১৬) । কিন্তু যিনি পরিমিত
আহার, পরিমিত গমনাগমন, পরিমিত পরিশ্রমশীল, এবং
পরিমিত নিদ্রাব্যক্তি, তাঁহারই সর্বসংসার দুঃখের বিনাশক যোগ-
ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে (১৭) ।

লক্ষ্যযোগ ব্যক্তির অনেকগুলি লক্ষণ আছে তাহাও বলিতেছি
শুন,—কোন প্রকার ভোগ্য বিষয়ের উপর যদি কোন প্রকার
অভিলাষ বা কামনাদি না থাকে, তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় বা
মন ইহারা কেহই কোন ক্রিয়া করে না; তাহা হইলেই
মনের বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে, বিষয়ের সম্বন্ধাধীন সকল
প্রকার মনোবৃত্তি নিরোধ হইয়া গেলে মন কেবল নিজের
স্বরূপেই অবস্থিতি করে । (খ) সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ
হইলে (অনুষ্ঠানের দ্বারা) সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হইয়া
মন যখন কেবল নিজের স্বরূপেই অবস্থিতি করে তখন
তাঁহাকে প্রথম অবস্থার সমাধিযুক্ত বলা যাইতে পারে (১৮) ।
এইরূপ অবস্থা হইলে সমাধি অনুষ্ঠানকারী যোগীর চিত্ত বা মনও
বায়ু প্রবাহ বৃহিত স্থানের দোপকলিকার ভায় নিশ্চ । ভাবে
অবস্থিতি করে (১৯) । এইরূপে সমাধির অভ্যাস করিতে
করিতে অবশেষে যখন স্বরূপ নিরোধের দ্বারা (গ) চিত্ত

(খ) এবিষয়ও “ধর্মব্যাখ্যায়” বিস্তারমতে লিখিয়াছেন ।

(গ) স্বরূপ নিরোধ এবং ইহারও প্রধানী বিস্তারমতে “ধর্ম-
ব্যাখ্যায় দেখিবেন ।”

বিনষ্ট প্রায় হইয়া যায়, যখন কোন প্রকার চিন্তা, ধ্যানাদি কিছুই থাকেনা, যখন আত্মা আপন দ্বারা আপনাকেই সন্দর্শন করিয়া আপনাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, (২০) যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়াতীত এবং কেবল মাত্র বুদ্ধির দ্বারা কিছু একটু আভাস মাত্র লক্ষ্য করা যায় এইরূপ অপরিমিত আনন্দ সমুদ্র উত্তোলিয়া উঠে, এবং তাদৃশ আনন্দাভিষক্ত হইয়াও যোগী সমস্ত গুণশূন্য প্রকৃত আত্মতত্ত্ব হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্থির ভাবেই থাকেন, (২১) যাহা লাভ করিলে, তদপেক্ষায় অধিক লক্ষ্য আর কিছু আছে বলিয়া বিবেচনা হয় না, যে অবলম্বনে অবস্থিত হইয়া শব্দাঘাতাদি জনিত গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না, (২২) সেই অবস্থাই সমস্ত দুঃখ বিরোগ স্বরূপ পরিপূর্ণ যোগ বলিয়া জানিবে। কিন্তু সমস্ত প্রকার নির্বৈদ শূন্য চিন্তে দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে এই যোগের অভ্যাস করিতে হয় তদ্ব্যতীত বধাকথাক্ষিৎ অবস্থায় বা যথাকথাক্ষেপে ইহা সংসাধিত হইয়া না (২৩)।

যোগাত্মক কালে কি প্রকার মানসিক উপায়ের আবশ্যক তাহাও বলিতেছি,—মনুষ্যের যে নানা প্রকার বিষয়ের উপর কামনা থাকে, তাহার মূল প্রভূত কারণ কেবল একমাত্র অবিবেক জনিত ভ্রান্তি; ভ্রান্তি দ্বারাই লোক এক বস্তুকে অন্য রূপে জানিয়া তাহার নিমিত্ত লোলুপ হয়। ভাবিয়া দেখ, প্রায় প্রত্যেক প্রাণীই, একটা মনুষ্য ভোগ্য বস্তু মনে করিয়া, এই জ্বীলোকের প্রতি লুর্ক হইয়া থাকে, কিন্তু যদি বিবেকের দ্বারা জ্বৈদেহের তর্ক পর্যালোচনা করা যায়, তবে বিলক্ষণ জানা

যায়, যে, উহা বস্তু সর্পের স্থায় মিথ্যা পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই
 "নহে। কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত, আর সমস্তই যখন সৃষ্টি-
 রজতের স্থায় মিথ্যা পদার্থ, তখন ঐ স্রীদেহের সত্যতা কোথা
 হহতে আনবে? আর যদি তত উচ্চ বিবেকও না হয় তথাপি অতি
 সূক্ষ্ম বিবেকের দ্বারাও ইহা প্রতীতি হহতে পারে যে, কি স্রীদেহ
 "কি পুরুষদেহ সমস্তই ভুক্ত, পীত অন্ন ব্যক্তনাদির বিকার স্বরূপ
 এক একটা জড়পদ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথবা কতকগুল
 জড়যন্ত্রের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু লোকে
 ভ্রান্তদৃষ্টিতে এই স্রীদেহকে একটা কি বস্তু অদ্ভুত পদার্থ
 মনে কারয়ী লোভ কারয়ী থাকে। এতদ্ব্যতীত ভোগ্য-বস্তু
 বিষয়েই এইরূপ ভ্রান্ত কল্পনা দ্বারা জীবগণ লুপ্ত হইয়া
 থাকে ; অতএব বিবেকের দ্বারা, এখন ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিবারণ
 পূর্বক সমস্ত প্রকার বিষয় কামনা নিঃশেষে পরিত্যাগ
 পূর্বক, বিবেক বলে বালকানু মনের দ্বারা, হৃদয় সমূহকে
 চতুর্দিক হহতে সংযত 'কারবে (২৫)। পরে ধৈর্যশালিনী
 বাছুর দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয় হইতেই উপরত
 হহবে, পরে মনকে সেই আত্মতত্ত্বে বিলীন করার চেষ্টা
 "কারতে থাকিবে, তখন কোন প্রকার চিন্তা কারিতে হয়
 না (২৫)। কেবল এবং অধীর হইয়া মন যখন এক একদিকে
 ছুটিয়া বাহিতে চায়, তখন তৎক্ষণাৎ সেই দিক হইতে
 তাহাকে প্রতিনিবৃত্তি কারয়া "আবার আত্মাতেই টানিয়া
 আনবে (২৬)। এইরূপ কারিতে, কারিতে মন যখন সমস্ত
 রজোগুণ এবং সমস্ত মালিনতা বিমুক্ত হইয়া প্রশান্ত ভাব

গ্রহণ করে তখন সেই ব্রহ্মভাবাগর যোগীর অঙ্গণময় স্তম্ভ সমুদ্র অধিগত হয় (৭) । (ক)

উক্ত প্রকারে যোগান্তরোর সকল অভিক্রমণ পূর্বক, সমস্ত মলিনতা শূন্য হইয়া, আত্মাতে মনের লয় হইলে, জীবাত্ম অনাস্রাসেই পরমাত্মার একতাপত্তিজনিত পরম সূক্ষ্ম ভোগ করিয়া থাকেন (২৮) । যোগান্তরানে কৃতকার্য হইলে, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না তিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যেই আপনাকে (আত্মাকে) দেখিতে পান, এবং আপনাতেও (আত্মাতেও) সমস্ত বস্তু নিহিত দেখিতে পান (২৯) । যিনি সমস্ত ভূতেই আমাকে (আত্মা বা ব্রহ্মকে*) দেখিতে পান এবং আমাতেই (আত্মা বা ব্রহ্ম-

(ক) এই যে সমাধির নিয়ম বলা হইল ইহা ঈশ্বর সমাধি নহে ইহার নাম “আত্মসমাধি” এইরূপ সমাধি করিলেও মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় । ইহার বিশেষ বিবরণ পাতঞ্জলদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্মব্যাখ্যাতেও অতি বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, এই গীতারও অনেক পরে এই সকল কথা বিস্তার করা যাইবে ।

* ভগবান যে যে স্থলে “আমি” “আমাকে” ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করিতেছেন সেই সমস্ত স্থলেই ঈশ্বর বা পরমাত্মা বুঝিতে হইবে, কোন স্থানেও কেবল মাত্র কৃষ্ণাকৃতি বুঝিতে হইবে না; ইহা পূর্বেও একবার বলিয়াছি, কারণ ১০ম অধ্যায়তে ভগবান বিভূতি বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, “আমি আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রের

ভেই) সমস্ত বস্তু নিহিত দেখেন, তাহার নিকট আমি
(আত্মা) কখনই অদৃশ্য হই না, এবং তিনিও কখনই
আমার (অস্বার) নিকট অদৃশ্য হইবেন না (৩০)। তিনি অষ্টভেদ-
রূপে অর্থাৎ জীবাশ্রয় অস্তিত্বরূপে আমাকে (আত্মা বা

মধ্যে শরীর, * * * আমি বৃক্ষবংশের মধ্যে কৃষ্ণ * * ”
ইত্যাদি। এইরূপ উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে
ভগবানের “আমি” “আমার” ইত্যাদি উক্তি দ্বারা কৃষ্ণা-
কৃতি মাত্র লক্ষ্য করা হয় নাই, যদি তাহা হইত তবে আদি-
তোর মধ্যে, আমি বিষ্ণু, বৃক্ষবংশের মধ্যে কৃষ্ণ, রুদ্রের
মধ্যে শরীর” একথা কিরূপে কাহিবেন? “আমি” শব্দে
কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য থাকিলে “বৃক্ষবংশের মধ্যে আমি
কৃষ্ণ” এই কথা বলা নিতান্ত অসংলগ্ন হইত, “আমি”
শব্দে কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য থাকিলে কেবল ইহাই বলা
উচিত ছিল যে “আমি বিষ্ণু, আমি শরীর” ইত্যাদি। অতএব
এই সকল “আমি” “আমার” ইত্যাদি কথার দ্বারা কৃষ্ণ, বিষ্ণু,
শিব দুর্গাদি সমস্ত আকৃতিধারী পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।
দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ অর্থ করিলে বেদ উপনিষদ সংহিতা, ও অন্যান্য
পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্কেই অতি কঠোর বিবাদ ও
বিরোধ উপস্থিত হয় অতএব ও অর্থ অগ্রাহ্য। তৃতীয়তঃ শঙ্করাচার্য্য
প্রভৃতি ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ প্রত্যেক “আমি” “আমার”
ইত্যাদি স্থলেই ঐশ্বর, আত্মা এইরূপ “অর্থ করিয়াছেন”
ভগবানেরও অন্যান্য উক্তির দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে
তাহা আমরা সেই সকল স্থলেই দেখাইব।

গীতা

ব্রহ্মকে) জানিয়া প্রত্যেক বস্তুই মম্বোই আমার সাক্ষাৎকার করেন, তিনি, যে কোন অৱস্থায়ই থাকুন, সৰ্বদা আমাতেই বর্তমান থাকেন, ব্রহ্মস্বরূপেই অৱস্থিতি করেন; সুতরাং তিনি নিত্যমুক্ত, তাঁহার আর বিনাশ বা অধঃপতন নাই (৩১)।

হে অৰ্জুন! যে যোগী আপনার উপমার দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীতেই সমভাবে সুখদুঃখ সমদর্শন করেন, অর্থাৎ "আমার নিজের সুখ বা দুঃখ হইলে যে রূপ আলাদা ও অশান্তির অনুভব হয় অন্যের সুখদুঃখ হইলেও ঠিক সেইরূপই অনুভব হয়," এই মনে করিয়া যিনি বিবেচনাপূর্বক অন্যের সুখের অপহৃত্তা না করেন, কিম্বা অন্যের দুঃখেতেও সন্তুষ্ট না করেন, এবং কোন প্রকার প্রার্থনাই, কোন প্রকার দুঃখজনক কার্য না করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (৩২)।

অৰ্জুন বলিলেন।—হে মধুসূদন! রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্বক সৰ্বত্র সমদর্শন স্বরূপ যে যোগের বিষয় আপনি উপদেশ করিলেন, আমি চঞ্চলতানিবন্ধন ইহার (এইরূপ সমদর্শন যোগের) স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে পারি না (৩৩); কারণ আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব, বিশেষতঃ ইহা অতিশয় প্রমাথ্য (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি বিষয়ে আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে বণপূর্বক অভিভূত করিয়া অবিবেকের কার্য করিয়া ফেলে) আমার মন নিজে একরূপ বলশালী ও সুদৃঢ় যে, প্রবল বন্ধাবাদের প্রতি যেমন অৱরোধ করা অসাধ্য, ইহার মনন করা সেই রূপই অসাধ্য বিবেচনা হয় (৩৪)।

ভগবানু বলিলেন,—হে মহাবাহো! মন, যথাথই অতি

চকল স্বভাব এবং অত্যন্ত অদর্শ্য পদার্থ, কিন্তু হে, কোত্তেরা
সমাধি অথবা বিবেক দর্শনের অত্যাঁস দ্বারা [ক] এবং
বৈরাগ্য দ্বারা স্মরণ্য নানা প্রকার ছঃখ বা দোষ দর্শন
করিয়া বিষয় ভোগের উপর বিতৃষ্ণতা দ্বারা [খ] মনকে
দমন করিতে হয় (৩৫)। কলতঃ বাহার মন সংযত নহে
তাহার পক্ষে যোগ অতিশয় দুর্লভ, তাহা আমারও মত।
কিন্তু মন বশীভূত করিয়া উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা বন্ধ করিতে
থাকিলে ক্রমে যোগ লাভ হইতে পারে (৩৬)।

অর্জুন বলিলেন হে কৃষ্ণ! আর একটি সন্দেহ আমার
মনে উদ্ভিত হইতেছে, অহুগ্রহ প্রকাশে ইহারও যীমাংসা
করিয়া দিন,—কোন ব্যক্তি অনেক উন্নতি পথে সমাধি
তপস্যার অহুষ্ঠানের দ্বারা একবার কৰ্ম্মত্যাগের অবস্থা
পর্যন্ত উঠিলেন, সুতরাং তখন ইহকাল পরকালে
উন্নতি সাধনের কারণ স্বরূপ সমস্ত কাম্য কৰ্ম্মাদি
পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া বধারীতি
যোগাহুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, পরে যদি সম্পূর্ণ যোগ
সিদ্ধি না হইতে না হইতেই আবার মৃত্যুকালে সংযমশূন্য
হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হইলেন, তবে তাহার কি প্রতি
ফল ? (৩৭)। সেই বিষয় ব্যক্তি কি ব্রহ্মের আশ্রয় পাইলেন

[ক] বিবেক দর্শন ও বিবেক দর্শনের অত্যাঁস কাহাকে বলে
তাহা “ধর্ম্মব্যাধ্যা গ্রন্থে” অতি বিস্তারে বর্ণিত আছে।

[খ] বৈরাগ্যের বিষয় ও বিস্তার মতে “ধর্ম্মব্যাধ্যাতেই”
লিখিত আছে।

বলিয়া কৰ্মপথ এবং যোগপথ এতৎ উভয় হইতেই বিদ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন বিছিন্ন মেঘ খণ্ডের স্থায় বিনষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা কোন প্রকার সদগতি লাভ করিতে পারে, (৩৮) এই সংশয় আপনি নিঃশেষে নিরাকৃত করুন, হে কৃষ্ণ! এই সংশয়ের ছেঁড়া আপনি ব্যতীত আর কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারি না (৩৯)।

তগবান্ বলিলেন;—হে পার্থ! তুমি যাদৃশ অবস্থাগত লোকের কথা বলিলে তিনি কখনই ইহকাল কিম্বা পরকাল হইতে বিনষ্ট হইতে পারেন না, কারণ হে তাত! (গ) বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া কেহই দুর্গতি লাভ করে না, তবে এই মাত্র তারতম্য আছে যে, তত্তজ্ঞানী যোগী যদি মরন কাল পর্যন্ত তাহা হইতে পরিত্রষ্ট না হয়েন তবে পরম নির্ঝাণ মুক্তি লাভ করেন, আর যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে মৃত্যুকালে যোগ হইতে স্থলিত হইয়া যান তবে সেই মুক্তিলাভই করিতে পারিলেন না, কিন্তু নরকধাতন কি কারণে হইবে? (৪০) ফলতঃ যোগসিদ্ধির প্রাকালে যিনি যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত হইলেন; তিনি পরকালে অনেক বৎসর পর্যন্ত স্বর্গলোকে বসতি করিয়া ইহলোকে পুনর্বার বৈরাগ্য বিবেকাদি গুণসম্পন্ন নিভাত্ত নিশ্চলচেতা সম্রাটের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন (৪১)। [ঘ] আর যদি ধনাভিলাষ কিছুমাত্র না থাকে, তবে অতুল

(গ) “তাত! ” এইটি শিষ্যভাবে বাৎসল্য প্রকাশক সুস্বোধন।

[ঘ] অনেকের সংস্কার আছে যে, যত ধনীলোক তাঁহারাই পূর্বজন্মে যোগভ্রষ্ট ছিলেন এবং এই শ্লোককেই উক্ত প্রমাণ

জ্ঞানসম্পন্ন ধীমান্ যোগীকূলেই জন্মগ্রহণ করেন, বাস্তবিক যোগীকূলে যে এইরূপ জন্মগ্রহণ করা তাহাই অধিকতর ক্ষমত (৪২) কারণ হে কুরুক্ষত্র! যোগীদিগের কূলে জন্মগ্রহণ করিলে, বাটতিই সেই পূর্বজন্মের সংস্কারগ্ন জ্ঞানলাভ করিতে পারে, জ্ঞানলাভ করিয়াই আবার যোগসিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সংযত ও ব্রহ্মচর্য হয় (৪৩)। তখন তিনি স্বয়ং অভিসন্ধান না করিলেও আপনি আপনিই সেই পূর্বজন্মের অভ্যাস ও সংস্কার দ্বারা যোগ-তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কর্মাধিকার অতিক্রমণ পূর্বক জ্ঞান-নিষ্ঠার অধিকারী হইবেন (৪৪)। সুদৃঢ় প্রবল সহকারে চিন্তা-সংযম করিতে করিতে মন, সমস্ত পাপশূন্য ও নিভাত্ত নির্মলী-

বলিয়া গণ্য করেন, কিন্তু ইহা অতি অমূলক সংস্কার, এই শ্লোক হইতে কখনও ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে না, প্রত্যুত ইহার বিপরীত অর্থই প্রতিপন্ন হয়, এই শ্লোকের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, যোগবটে ব্যক্তি অতিশয় বিবেক বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞানাদিসম্পন্ন বিভূতিশালী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব বাহারা অত্যন্ত কুপ্রকৃতিসম্পন্ন ধনী অধাৎ ব্যক্তিচারী, মদ্যপারী, সতীত্বধ্বংসকারী, পরহাপহারক সনাতনবিহীন, উপাসনাবিহীন, খনাভিমতী, সুখ, এমন ধারা ধনীর আশ্রয় যোগভটের আশ্রয় হইতে পারে না, কিন্তু পূর্বজন্মে বাহারা ছাগল, শূগল ও কুকুরাদি থাকে, তাহারাই এইরূপ কদম্ব্য প্রকৃতির লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা স্মৃতিতেও আছে, “অথ বহিঃ কপূর চবনঃ শূগল যোনিয়া শূকর যোনিয়া ইত্যাদি।

হয়, পরে সেই বিবেক সংস্কারগুলি এক এক ভাবে কিছু কিছু করিয়া সঞ্চিত হয়, এইরূপে. অনেক ভ্রমের পর ঐ বিবেক সংস্কাররাশি যখন পূর্ণমাত্রা গ্রহণ করে, তখনই পরমগতি বা মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। (৪৫) এ নিমিত্ত যোগীগণ উপস্বী হইতেও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ,—অতএব হে অর্জুন! তুমিও যোগী (৪৬)। (যোগীর মধ্যেও স্থলকমে হইএকর ভেদ আছে, এক আত্মযোগ, দ্বিতীয় ঐশ্বরযোগ। নিজনিজের অসম্মত মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময়কোষে ক্রমে সমাধি করিয়া অবশেষে আত্মাতে মন বিলীন হইলে সেই যোগীর নাম “আত্মযোগ” যাহা পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পদে সাধ্য-দর্শন, ন্যায়দর্শনাদিতে এবং মাণ্ড্যকা উপনিষদাদি বহুতর উপনিষদাদিতে বর্ণিত আছে, এবং এই অধ্যায়ের প্রথমেও বলা হইয়াছে, যাহার অতি বিস্তৃত বিবরণ “দর্শন-ব্যাক্যতে” লিখিত আছে। আর ঐশ্বরের স্থল অবস্থা অবধি স্ফূর্তাবস্থা পর্যন্ত সমাধি করিয়া যে ক্রমে আত্মার নিকট উপস্থিত হওয়া যায় তাহার নাম “ঐশ্বর-যোগ,” যাহা পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদ ও অন্ত্যায় শ্রুতি পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। এই উভয়বিধ যোগীর ও আবার অনেক প্রকার অবাস্তর ভেদ আছে) তৎসমস্ত প্রকার যোগীদিগের মধ্যে যাহার শ্রদ্ধাসহকারে আমাতে (ঐশ্বরে) চিত্তার্ণব পূর্বক আমাকে (ঐশ্বরকে) ধ্যান করেন, (অর্থাৎ যিনি ঐশ্বরযোগী) তিনিই অর্চার বিবেচনার শ্রেষ্ঠতম (৪৭)।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! ঈশ্বর যোগ করিতে হইলে ঈশ্বরের তত্ত্ব, এবং কি প্রকারে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইতে পারা যায়, তাহা জানা আবশ্যক, অতএব তাহাও বলিতেছি,—আমাতে (ঈশ্বরের) নিবেশিত চিত্ত, এবং যৎশরণাপন্ন (ঈশ্বর শরণাপন্ন হইয়া যোগ করিতে করিতে) যেক্রমে আমার পরিপূর্ণ অবস্থা অসংশয়িত ভাবে জানিতে পারিবে তাহা শুন, (১)—
যে তত্ত্ব জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না, সে তত্ত্বের "বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান, অর্থাৎ মনে মনে বেরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহা এবং শাস্ত্র জনিত জ্ঞান, এতদুভয়ই অশেষরূপে তোমাকে বলিতেছি।" (১) সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কশ্চিৎ কেহই সিদ্ধিকামনার যত্ন করিয়া থাকে, তাহারও সহস্র সহস্রের মধ্যে কশ্চিৎ কেহ আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পায়, অতএব আমার তত্ত্বজ্ঞান বড়ই সুদুর্লভ বস্তু(৩)।

আমা হইতে (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে) বিকাশপ্রাপ্ত এই বিভিন্নাকৃতি অষ্ট প্রকার প্রকৃতি পদার্থ আছে যথা,—
পৃথিবীতন্মাত্র (ক) জলতন্মাত্র, তেজতন্মাত্র, বায়ুতন্মাত্র, আকাশ-

(ক) ভূতেরই এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষকে "তন্মাত্র" বলে। এই অবস্থা এমত "সূক্ষ্মতম" যে ইহাতে ভূতের কোন লক্ষণই অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইহা হইতে সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদির বিবরণ ধর্মব্যাক্য্যে দ্রষ্টব্য।

তন্মাত্র, আর অহঙ্কার তৎ (খ) বুদ্ধিতৎ; আর মূল অবিদ্যা স্বরূপ প্রকৃতি, (গ) এই আটটি। আর্যেরই অস্তিত্ব অংশ স্বরূপ (জীব চেতন্য) আর একপ্রকার প্রেষ্ঠতয়া প্রকৃতি * আছে, তাহা উক্ত অষ্টবিধ প্রকৃতি অপেক্ষার বিশুদ্ধ, যে প্রকৃতি এই অনন্ত জগৎ মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া "জৈবনিক ক্ষমতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মহাবাহো ! সেই প্রকৃতিটিকে তুমি জীব বলিয়া জানিবে (৫)। এই যে সর্ব সম্মত নয় প্রকার প্রকৃতির কথা বলিলাম ইহা, হইতেই এই সম্ভাব্য জগৎ বিশ্বের উৎপত্তি হইতে থাকে, কিছ ইহারা সকলেই ষধন আয়া (আয়া) হইতে বিকশিত হইয়াছে তখন আমিই (আয়াই) এই অনন্ত জগতের মূল উৎপত্তিস্থান, এবং পরিণামে যে লয়েরও স্থান, ইহা অবধারিত জানিবে (৬)।

(খ) অহঙ্কার তত্ত্বের বিশেষ বিবরণ "ধর্মব্যাখ্যায়" লিখিত আছে।

(গ) বুদ্ধি এবং প্রকৃতির বিষয় ও "ধর্মব্যাখ্যায়" বর্ণিত আছে।

এই দুই শ্লোকে যে কয়েক বার প্রকৃতি শব্দের উল্লেখ আছে সকল স্থানেই কার্যের কারণ মাত্র অর্থ বুঝিতে হইবে। যেমন ষটের প্রকৃতি মূর্ত্তিকার, বস্তু প্রকৃতি তদু ইত্যাদি অতএব এস্থলে স্বভাব কিংবা বিশুদ্ধের সাম্যাবস্থার স্বরূপ প্রকৃতি বুঝিবে না।

হে ধনঞ্জয়! আমার পরে (আম্মার পরে) আর কিছুই
নাই, আম্মাই জগতের আদিম ও শেষ অবস্থা; হ্রস্বে বেরূপ
বণিমুক্তাদি গ্রন্থিষ্ঠাধাকে, আম্মাতেও (আম্মাতেও) সেই
রূপ এই অমৃত্ত কোটী জগৎ প্রোক্তরূপে রহিয়াছে (৭)।

হে কোত্তের! প্রত্যেক ত্রব্যের অধিষ্টের আলম্বন
স্বরূপ বাহা কিছু দেখিতেছ তৎসমস্তই আম্মা হইতে
অতিক্রিত্ত নহে, অতএব সেই সেই রূপেও আম্মি জগতের
আশ্রয় হইয়া অবস্থিত্তি করিতেছি, আম্মিই জলের রসশক্তি,
সূর্য্য ও চন্দ্রের জ্যোতির শক্তিও আম্মি, আম্মিই সমস্ত
বেদের আলম্বন স্বরূপ ঐশ্বর (ওঁকার) * আকাশের শব্দ
শক্তিও আম্মি, মনুষ্যের মধ্যে পৌরুষও আম্মি, আম্মিই
পৃথিবীর গন্ধাশ্রিকশক্তি, আম্মিই অগ্নির তেজঃশক্তি, আম্মিই
সর্ব্ব ভূতের জীবনশক্তি, আম্মিই তপস্বিদিগের তপঃশক্তি,
(৯)। হে পার্থ! আম্মাকেই সর্ব্ব বস্তুর সনাতন বীজ
বলিয়া জানিবে, আম্মি বুদ্ধিমানের বুদ্ধিশক্তি, তেজস্বীর তেজঃ
(প্রগল্ভতা) (১০) এবং কামনা ও অহংরাগশূন্য কেবল

* ওঁকারকে সমস্ত বেদের আলম্বন বলাতে ঐশ্বরের
প্রতিপাদ্য বিধয় ও সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বিধয়,
এক বলিয়া স্বীকার করা হইল, অর্থাৎ সমস্ত বেদই
যে একমাত্র ত্রক্ষের প্রতিপাদক এবং উদ্যতীত আদি কিছুই নহে
তাহাই এখানে সিদ্ধান্তিত হইল। যেন অহংসারশূন্য বাঙ্গালীরা
সাহেবী কথাহুসারে বেদকে কৃষকের গান বলিতে চান তাঁহাদের
এই কথাটা স্মরণ রাখা উচিত।

মাত্র দেহাশ্মি ধীরগের নিধিত্ত যে বস্তুদি (সামর্থ্য) তাহাও
আমি।

হে ভরতর্ষভ! প্রত্যেক প্রাণী মধ্যে যে ধর্মের অবিরোধি
কামনা আছে তাহাও আমি (১১)। যে কোন
প্রকার সাত্ত্বিক পদার্থ বা ভাব আছে, সে কোন প্রকার
রাজসিক পদার্থ বা ভাব আছে, এবং যে কোন প্রকার
তামসিক পদার্থ বা ভাব আছে, তৎসমস্তই আমি হইতে
বিকসিত হইয়াছে ইহা জানিবে, পরন্তু যদিচ ইহারা
আমা হইতেই বিকসিত বটে, তথাপি আমি ইহাদের অধীন
ভাবে নাই, কিন্তু ইহারা আমার অধীন ভাবে অবস্থিতি
করিতেছে (১২)। কিন্তু উক্ত সত্ত্ব, রজ, আর তম এই
ত্রিগুণের বিকারস্বরূপ অসংখ্য জড় বস্তুর দ্বারা বিমোহিত
হইয়া এই সমস্ত জগতই তাহা বুঝিতে পারে না, এবং আমি
(আত্মা) যে সমস্ত জড় পদার্থ হইতে অতীত এবং উৎপত্তি
বিনাশাদি বিকার রাহিত বস্তু তাহা অনেকেই জানিতে
পারে না (১২)।

আমার (আত্মার) এই ত্রিগুণময়ী দৈবী শক্তি অতিশয়
দ্রুতভাষ্য, কিন্তু যাহারা (পূর্বোক্ত মতে সমস্ত কর্মের সংশ্চাস
পূর্বক) কেবল আমাকেই (আত্মা বা ব্রহ্মকেই) প্রপন্ন হইতে
পারেন, তাহারা এই মায়ী উত্তীর্ণ হইতে পারেন। (খ) পরন্তু

[৬] আমরা বস্তুদি "ব্রহ্ম" শব্দের উল্লেখ করি-
রাছি ও করিব তাহার কোন ধানেই যেন কেহ এখনকার
ব্রহ্ম মনে করেন না পূর্বে যেরূপ ব্রহ্মের বা আত্মার লক্ষণ

যে নরাধনেরা নিষিদ্ধ কার্যের অহুষ্ঠান দ্বারা অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছে সেই মূঢ় ব্যক্তির আত্মাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইতে পারে না, কারণ সেই আত্মরতাবাবলস্বীগণ মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া থাকে (১৫)। 'হে অজ্ঞান! পুণ্যবীজ' থাকিলে, কেবল এই চতুর্বিধ লোকই আমাকে (ঈশ্বরকে) ভজন করিয়া থাকে। ১ম—তত্ত্বর দশ্য, ব্যাঘ্র ও পীড়াদ দ্বারা অভিতূত ব্যক্তি, ২য়—ধনকামী-দরিদ্র, ৩য়—তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ৪র্থ—আত্মতত্ত্ববিৎ (১৬)।

উক্ত চতুর্বিধ ঈশ্বর পরায়ণ লোকের মধ্যে যাহারা তত্ত্ব-জ্ঞানী, নিত্যযুক্ত, এবং এক-ভক্তি, অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থই না দেখিয়া একমাত্র পরমাত্মাতেই যাহারা আত্ম সমর্পণ করেন তাহারাই শ্রেষ্ঠ, কারণ যাহারা আমাকে নিজের আত্মারূপ বাণিয়া বুঝে তাহাদের আমি অত্যন্ত প্রিয়, যেহেতু আমি তাহাদের আত্মাকে অতিশয়ভাবে বুঝিতে পারিলে তাহাদের নিজের আত্মার উপর যে স্নেহ, প্রীতি, বা ভালবাসা আছে, তাহাই আমার উপরে বর্তিল, কিন্তু আত্মা অপেক্ষাও অতিরিক্ত ভালবাসা আর কাহারও উপর হয় না। আবার তাহারাও আমার অত্যন্ত প্রিয়, কারণ

করা হইয়াছে তাহাই বুঝিবেন, যদি কেহ আজ কালকার ব্রহ্ম মনে করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃতার্থ হইতে বঞ্চিত হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ম আর এখনকার ব্রহ্ম নিত্যস্থ বিভিন্নাকার পদার্থ, ইহাদের কোন অংশেও ঐক্য দেখা যায় না।

আমার আত্মা আর তাহাদের আত্মা এক হইয়া গিয়াছে (১৭) ।

তবে কি আর তিনপ্রকার ভক্ত আমার অধিক ? তাহাও নহে ; তাহারাও প্রিয় ; তবে কিনা, যিনি জানী, তিনি আমার আত্মার স্বরূপ হইয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি “আমিই পরমাশ্রা-স্বরূপ” অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাশ্রা একই পদার্থ—এইরূপ জানে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে পরম গুণবাস্বরূপ আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইয়াছেন। আর অপর তিনপ্রকার ভক্তের সেইরূপ অভেদ জ্ঞান হয় নাই, তাহারা নিজ আত্মা হইতে বিভিন্নভাবে আমাকে দেখে, সুতরাং আমিও তাহাদের নিজের দ্বায় আত্মার প্রিয়ভাবে পরিদৃষ্ট হই না, এবং তাহারাও আমার আত্মার সমান প্রিয় হইতে পারিল না (১৮) ।

হে ধনঞ্জয় ! অনেক জন্মের পর জ্ঞানলাভ করিয়া, তবে আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইতে পারে, অতএব বেমহাত্মা “বাসুদেবই (ব্রহ্ম বা আত্মাই) সমস্ত পদার্থ, আত্মা তির আর কোন বস্তুই বাস্তবিক বিদ্যমানতা নাই” এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি অতি দুর্লভ পাত্র (১৯) । তারিরা দেখ ! প্রায় সকলেই ঐহিক পারত্রিক সুখসাধক এক একপ্রকার বিষয় বাসনা গরবশে অক্ল হইয়া নিজের জন্মান্তর সঞ্চিত সংস্কারবলে এক এক নিয়মের অবলম্বনপূর্বক আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন-ভাবে সঙ্গর্শনকরত, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতার প্রপন্ন হইয়া থাকে (২০) সুতরাং তাহাদের আত্মজ্ঞানলাভ হইল না অর্থাৎ, সেই ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণ যে আত্মা হইতে (ব্রহ্ম বা আত্মা) হইতে, বিভিন্ন কোন এক ব্যক্তি তাহা মনে, বাস্তবিক

তাহারাও আমারই (আমারই) স্বরূপ; কিন্তু হইলে কি হইবে, তাহারা ঐ সকল দেবতাগণকে, আপন জীবাত্মা হইতে অস্তিত্ব পরমাত্মরূপে না দেখিয়া জীবাত্মা হইতে ভিন্নভাবে তত্তৎ উপাধিমাতেই লক্ষ্য করে এবং এক এক কামনা বশবর্তী হইয়া আরাধনা করে, সুতরাং তদুদ্দেশ্য তত্তৎসকল সম্বন্ধেই হয় না। পরন্তু সমস্তই এখন আমার (ব্রহ্মের) স্বরূপ হইতে অনতিদূরিত বস্তু, তখন তাহার আকার ('ব্রহ্মের) ইন্দ্রচন্দ্রাদি যে-কোন আকৃতিকে প্রতীক্ষিত আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই আমি অশ্রী-প্রজ্ঞা-ভক্তি-দান করিয়া থাকি (২১), সে সেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া সেই ভাবেই আমার সেই সেই উপাধি অরূপ আরাধনা করিতে থাকে, এবং আমার দ্বারাই বিহিত সেই কামনা সকল লাভ করিয়া থাকে (২২)।

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধিদিগের যে যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহা বিন্দুশীল, অর্থাৎ কখনও না কখনও তাহার শেষ হইতেই হইবে, কারণ বাহারা স্বর্গস্থ সঞ্চিত ইন্দ্র, বরুণাদি পদ কামনার যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা সেই ইন্দ্র, বরুণাদি অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কল্পক্ষেত্র ইন্দ্র বরুণাদি বখন আমার (ব্রহ্মের) এক এক প্রকার প্রকৃতিদ্বারা সম্পাদিত বা উপাধি এক একটি উপাধিবিশেষ, তখন তাহা বহুদিন পর্যন্ত থাকিলেও, যজ্ঞপ্রণয়কালে কোন মতেও থাকিতে পারে না, কারণ মহাপ্রণয়ের সময়ে যত কিছু প্রাকৃত অল্প পদার্থ আছে, তৎসমস্তই পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়, তখন কেবল একমাত্র পরমাত্মা বা ব্রহ্মই থাকেন, সুতরাং ইন্দ্র বরুণাদি উপাধি লাভ অনিবার্য হইল, কিন্তু বাহারা সমস্ত কামনা

শিখা ।

পরিপুষ্ট হইয়া জীবাত্মার অচেদন্তানে, সুকোমল নিম্নস্থ-
নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তবর্জিত চিত্তরূপ পরমাশ্রিতে পূর্ণাভ্যাসে
আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারা আমাকেই (সেই পর-
মাশ্রিতেই লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই পরম নির্কাশকম, ইহার
আর-বিমাশ হইতে পারে না (২৩)।

আমার (আমার) “প্রকৃতরূপ আছে তাহা অব্যক্ত,
তাহাকে কোনপ্রকার বিশেষণের আয়োগ করা যায় না;—
তাহাকে কর্তা বলা যায় না, সংহর্তা বলা যায় না, কিম্বা
পালয়িতা ঈশ্বর, প্রভু, স্ত্রী, পুরুষ, ক্রীষ, স্তম্ব, কুম্ভসিত,
দয়াবান্, ক্ষমতাবান্, ইত্যাদি কোনপ্রকার বিশেষণের যোগ
করা যায় না, কারণ জড়বস্তু উপাধিরই এই সকল বিশেষণ
সম্ভবে। কিন্তু আমার সেই অবস্থা কর্তৃক, পালয়িত্বাদি সমস্ত
গুণের অতীত কেবলমাত্র চিত্ত বা চৈতন্য পদার্থ, তাহাতে
আর কিছুই যোগ নাই, ভ্রান্তিবশত্বে বেরূপ মনোচিতকায় অজ্ঞান
হয়, এই চিত্তরূপ পরমাশ্রিতেও তেমনি ভ্রান্তিমশেই এই অনন্ত
রূক্ষাও দেখাইতেছে, সেই পরমাশ্রিতেই হাষর, জজয়, ময়ুর্বা,
গো, অথ, পক্ষী প্রভৃতি নানাপ্রকারে র আকৃতি দেখা যাইতেছে
বাস্তবিকপক্ষে তিনিই এই সকল, এবং এই সমস্তই তিনি,
কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাঁহার প্রকৃতরূপ না বুঝিয়া, না
দোষিয়া, এই সকল বস্তুকেই ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হয়, তবে
যোর ভ্রান্তির কথা হইল। মনে কর, একজন লোকের গর্জনে
সর্পত্রম হইয়াছে, এখন যদি সেই বাগকণ্ঠি প্রকৃত ব্রহ্মর তদ্বাস্তা
কিছুমাত্র না শুনিয়া, না জ্ঞানিয়া, না দেখিয়া, ঐ সর্পস্তান সম্বন্ধে
এমন কথা বলে যে “এই সর্পই ব্রহ্ম” তবে তাহার এই কথাটা

মিথ্যা কথা হইল, কারণ ঐ পদার্থ, যাহাকে বালকটি সর্প বলিতেছে সর্প আর রজ্জু বাস্তবিক এক পদার্থ হইলেও সেই বালকটি-বে উহাকে রজ্জুর ভাবে গ্রহণ না করিয়া ঐ সর্পের ভাবেই রজ্জুকে বুঝিতেছে, তাহা সত্য নহে, কিন্তু সে যদি রজ্জুর ভাবে ঐ বস্তুটা দেখিয়া, “এই সর্পই রজ্জু” এইরূপ কথা বলিত তাহা হইলেই সত্য কথা হইত; সেইরূপ ব্রহ্মের ভাব না বুঝিতে পারিয়া কেবল জড় জগতের ভাবটি মনে করিয়া যদি কেহ “এই জগতই ব্রহ্ম” এইরূপ কথা বলে, তবে মিথ্যা কথা হইল, কারণ জগৎ পদার্থই যখন মিথ্যা তখন কেবলমাত্র জগৎ পদার্থটির ভাব মনে করিয়া যদি “ইহাই ব্রহ্ম এইরূপ বলা হয় তবে, তাহার ব্রহ্মও ভূয়ো পদার্থ হইয়া গেল। আর যদি ব্রহ্মের ভাব বুঝিয়া ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু না দেখিয়া এই জগৎকে কেহ ব্রহ্ম বলে তবে আর মিথ্যা হয় না। এই হইল বাস্তবিক তত্ত্ব, স্নতএব যাহারা আমার (আত্মার) সেই অব্যক্ত, অব্যয়, অমৃতম, (যাহা হইতে আর উদ্ভূত নাই) পরমাত্ম স্বরূপ (চৈতন্য মাত্র স্বরূপ) অবস্থা না দেখিয়া না বুঝিয়া (সেই পরমাত্মাতেই) রজ্জু সর্পবৎ ভ্রান্তি বিজৃম্বিত মিথ্যাভূত যে সকল দেহ আছে, (ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, কালী, দুর্গা, ইত্যাদি, দেহ) তাহাকেই পুরমাত্মা বা চৈতন্য বলিয়া জানে জাহারা নিতান্ত নির্বোধ। কারণ যদিচ রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় আমাকেই ঐ সকল দেহরূপে সন্দর্শন করে বলিয়া আমি (আত্মা) আর ঐ সকল মায়াধরি কল্পিত দেহ একই পদার্থ বটে কারণ রজ্জু হইতে ভিন্নভাবে যে রূপ সেই ভ্রান্তিমূলক

গীতা ।

সপের অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ, আমরা হইতেও ভিন্নভাবে ঐ সকল দেহের অস্তিত্ব নাই, তথাপি যখন চৈতন্য ভাবে লক্ষ্য না করিয়া কেবল এই জড় দেহের ভাবেই আমাকে লক্ষ্য করা হইল তখন আমাকেও ঐ ভূয়ো পদার্থের মধ্যেই গণ্য করা হইল, অতএব এই সংস্কার মিথ্যা, কিন্তু যাদ আমার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান থাকিয়া এই সকল দেহকে কেবল আমি মাত্র (পরমাশ্রমাত্র) দোখতে পায়, তবে আর মিথ্যা কথা বা মিথ্যা জ্ঞান হইল না। পরন্তু যাহারা কামনা বশগ হইয়া জীব হইতে ই বিভিন্নভাবে আমাকে উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞ অতএব তদনুযায়ী ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পরমাশ্রমাত্র লাভ করিতে পারে না কারণ পরমাশ্রমাত্র জীব হইতে অভিন্ন (২৪)।

বস্তুত সকলের বুদ্ধিতে আমার (আত্মার) প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না, যাহারা আমার (পরমাশ্রমাত্র) যোগমায়াচ্ছাদনের দ্বারা বিমোহিত হইয়া আছে, তাহারা আমার (পরমাশ্রমাত্র) প্রকৃত অজ্ঞ অব্যব চিত্ত স্বরূপ অবস্থা দোখতে পায় না, কিন্তু আত্মাকে প্রপন্ন হইয়া যাহাদের কায়াবরণ অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহারা ই আত্মাকে দোখতে পার (২৫)।

কিন্তু হে অজ্ঞান ! এই যোগমায়া দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টি কখনই আবৃত হইতে পারে না, সুতরাং আমার জ্ঞান সর্বদা একরূপই থাকে, অনন্তকাল হইতে এপর্যন্ত যাহা কিছু অতীত হইয়াছে, যাহা বর্তমান আছে, আর ভবিষ্যতেও যাহা কিছু হইবে তৎসমুদায়ই আমি জ্ঞানমান দোখতে পাইতেছি, কিন্তু আমাকে (আত্মাকে) প্রায় কেহই জানিতেছে না, সুতরাং আরাধন করিতেও পারে না (২৬)।

হে পরম্পর ! প্রাণী যখন এই শরীর পরিগ্রহ করে, তখন অমুরাগ এবং বিদেহ-ধূলক সুখ দুঃখাদি জনিত মোহের দ্বারা এককালে অন্ধ হইয়া যায়, তাই, আমাকে দেখিতে পায় না (২৭)। আর যে সকল পুণ্যকর্মা-ব্যক্তির পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে তাহারাই দৃঢ়ব্রত ও সমস্ত দ্বন্দ্ব মোহ বিনির্মুক্ত হইয়া আমাকে (পরমাত্মাকে) জীবাশ্মার অভেদ ভাবে ভজন করে।

জরা মরণাদি দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত আমাকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় করিয়া যাহারা সংযত হইতে থাকেন তাহার পরমব্রহ্ম, এবং সমস্ত কর্ম পদার্থ অবগত হইবেন (২৯)।

যাহারা আমার অস্থিদৈব, অধিভূত এবং অধিষ্কৃত অবস্থার সহিত আমাকে জানিতে পারেন সেই যুক্তচেতা ব্যক্তিগণ মরণকালেও আমাকে বিস্মৃত হইবেন না, সুতরাং কৃতকার্য হইতে পারেন (৩০)।

সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টম অধ্যায়.

অর্জুন বলিলেন।—আপনি যে ব্রহ্মের কথা বলিলেন, তাহা কি? আর অধ্যায়তত্বই বা কি, কর্মই বা কি, অধিভূতই ও অধিদেবই বা কাহাকে বলে? (১)। এবং অধিযজ্ঞই বা কি? তাহা কি এদেহের মধ্যে থাকে না অশ্রুত থাকে, তাহা কিরূপে চিন্তা করিতে হয়? হে মহামুদন! সংযত-চেতা মহাত্মাগণের মৃত্যুকালে তুমি কিরূপে জ্ঞাত হও, এই সকল বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক বল (২)।

ভগবান্ বলিলেন।—যিনি অক্ষয় ও পরম পদার্থ, অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব অখণ্ডাধিতীয়ানন্ত, সমস্ত গুণ ও সমস্ত ধর্মাদি বিরহিত চৈতন্য মাত্র, তিনিই ব্রহ্মা, সেই একমাত্র ব্রহ্মেতে যে অসংখ্য প্রাণীর পৃথক পৃথক জীবভাব রহিয়াছে তাহাকেই “অধ্যায়” বলে। সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধিকারক যজ্ঞীয় আলতি দানাদি কিম্বা ধনদানাদি ক্রিয়াই কর্ম; শব্দের অর্থ অথবা একমাত্র অধিতীয় ব্রহ্মেরই যে অসংখ্য জীবভাব সম্পাদক সৃষ্টিব্যাপার বা ক্রিয়াবিশেষ তাহাই কর্মসংজ্ঞায় বুঝিবে(৩)। প্রাপ্তি বিজুষ্টিত জলের আলম্বন মরাচিকুর ন্যায় প্রত্যেক প্রাণীদেহের আগম্বনস্বরূপ যে চৈতন্যাংশ আছে, বাহ্য জীবাশ্ম হইতেও বিভিন্ন তাহাই অধিভূত। [ক] .

[ক] অধিভূত শব্দের অনুবাদ ভাষ্যকর্তা শুকদেবের ব্যাখ্যা অনুসারে, একই অন্তরূপ হইল, ইহার বিশেষ কারণ

সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশাদির আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ তদধি-
ষ্ঠানস্বরূপ যে চৈতন্যাংশ, তিনি অধিদৈবতা ; আর প্রাণাগ্নিহো-
ত্রাদি শারীর বস্তু এবং অগ্নিহোত্রাদি বহির্বিজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেব-
তাও আমি (আত্মা) সুতরাং আমিই অধিষ্ঠিত । অতএব অধি-
যজ্ঞরূপে আমি বাহিরেও আছি, আবার হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ !
আমি তোমাদের দেহ মধ্যেও আছি (৪) । [খ] অন্তকালেও
আমাকেই (আত্মাকেই) স্মরণ করিয়া দেহপরিত্যাগ পূর্ব্বক
যিনি মৃত্যুলাভ করেন, তিনি আমাতেই বিলীন হইয়া ব্রহ্মত্ব
প্রাপ্ত হইয়া যান, ইহাতে সংশয় নাই (৫) । মৃত্যুকালের চিন্তা
বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে ত্রিয়মাণ ব্যক্তি অন্তকালে
যে কোন ভাব মনে করিয়া দেহত্যাগ করে, হে কৌতুহল ! সে
ব্যক্তি সেই ভাবের দ্বারা বিনিযুক্ত হইয়া সেই ভাবই প্রাপ্ত
হইয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর
পরে সে তাহাই হয় (৬) । অতএব তুমিও সর্বদা সর্বাবস্থায়
আমাকে (ঈশ্বরকে) চিন্তা করিতে থাক, চিন্তাভ্যাস করিতে
করিতে যখন ঐ সকল চিন্তাসংস্কার ঘনীভূত হইয়া সংস্কারবলে
অবশেষে, তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতেই (ঈশ্বরেতেই)

আছে তাহা বুঝাইতে গেলে অনেক বিস্তার হয়, কিন্তু এই
সামান্য কথায় সামান্য প্রভেদ লইয়া অত বিস্তারালোচনার
প্রয়োজন দেখি না । গুরুদেব শঙ্করাচার্য্য এখানে যে কিছু জন্য
বস্তু, প্রাণীর আলম্বনে থাকে তাহাকে “অধিভূত” বলিয়াছেন ।

[খ] শঙ্করভাষ্য, মনুস্মৃতি, বামাণ্ডুল ও শ্রীধর, চারিখানি টীকা
একত্রিত করিয়া মিলাইয়া এই শ্লোকটির অনুবাদ করা হইল ।

বিমিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন আর যত্নকালে অন্য চিন্তা আসিতে পারিবে না, পূর্কসংকিত সংস্কারবলে ঈশ্বরের চিন্তাই আসিবে ; সুতরাং ঈশ্বরকেই পাইবে, কিন্তু চিন্তাশক্তি না হইলে, ঈশ্বর চিন্তা হয় না, এবং নিকামভাবে কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান না করিলেও চিন্তাশক্তি হয় না ; অতএব তুমি আপন কর্তব্য যুদ্ধাদিকর্ম নিকামভাবে অনুষ্ঠিত কর (৭) । বারম্বার ঈশ্বর চিন্তার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত অনন্যগামী হইয়া পড়িবে, শেষে সর্বদাই কেবল আমার (ঈশ্বরেরই) চিন্তা হইতে থাকিবে । অতএব সেইরূপ করিয়াই তুমি অন্তে সেই পরম দিব্যপুরুষকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৮) ।

সেই পুরুষের কয়েকটি লক্ষণের কথা বলিতেছি শুন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্দাত্তন, তিনি সমস্ত জগতের নিয়ন্তা, এবং অণু হইতেও অণু, তিনি সমস্ত জগতের বিধাতা, তিনি অচিন্ত্যরূপ, আদিত্য বেরূপ এই জড় রখিজাতের দ্বারা অন্ধকার অপনোদন করেন, তিনিও ত্রেমন স্বপ্রকাশ অরম্ভার দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশকার্য্য নিস্পন্ন করিতেছেন । তিনি প্রকৃতিরও পরে অবস্থিত (৯) । যিনি যত্নকালে ভক্তি এবং যোগবল সম্বল করিয়া প্রাণকে ক্রমধ্যে সম্যকরূপে সন্নিবেশ পূর্বক, অচলচিত্তে সেই পুরুষকে মনে রাখিতে পারেন, তিনি সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১০) ।

পরন্তু ঈশ্বরকে স্মরণ করার বিশেষ নিয়ম আছে, উহা যথাকথঞ্চিৎ নিয়মে হইতে পারে না, এমনটুকু একটি শব্দ আছে, (প্রণব) যাহা ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম লক্ষণে গণ্য ; এই অন্য বেদবিদগণ তাহাকে অবিদ্যাপী পাদার্থ

বলেন। বীতরাগমতিগণ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, বাহাতে
 বিলীন হইয়া গান, যাঁহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকুলে
 ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই কথাটি আমি তোমাকে
 সংক্ষেপে বলিব (১১)। (ক) সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক
 যোগধারণার অবলম্বন করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ রাখিবে,
 এবং প্রাণকে বস্তুকমধ্যে উত্তোলন করিয়া রাখিবে (১২)।
 পরে আমাকে (পরমাত্মাকে) স্মরণ করিয়া ও এই একাক্ষর
 মহা মন্ত্র উচ্চারণ করত এই দেহ পরিত্যাগ করিলে পরমা-
 গতি (মুক্তি) লাভ করে (১৩)। হে পার্থ! যে ব্যক্তি
 অনন্তচেতা হইয়া প্রতিনিয়ত সর্বদাই আমাকে (ঈশ্বরকে)
 স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই আমি (ঈশ্বর)
 সুলভ। কিন্তু যে কোন প্রকারে, যে কোন সময় হু. চারিবার
 স্মরণ করিলে আমাকে লাভ করিতে পারে না, (১৪)।
 যাহারা আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত করেন, সেই মহাত্মাগণই
 সিদ্ধি লাভ করিলেন, এবং অনন্ত হৃৎখের আকরত্বরূপ এই
 অনিত্য দেহ আর কখনও গ্রহণ করেন না (১৫)।

হে অর্জুন! সমস্ত বর্গের উপরিস্থিত ব্রহ্মলোক অবধি
 সমস্ত ভোগলোকই অনিত্য এবং পুনঃপুনঃ আবর্তনশীল।
 অতএব মরণানন্তর ইহার যে কোন লোকে গমন করে, তাহাতেই
 আবার পতন হইয়া পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু যাহারা আমাকে

[ক] অথবা কথাটি কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইল, সম্ভাসীপণই
 বা উহাতে বিলীন হইলেন কি প্রকারে ইত্যাদি বিষয় “ধর্মাধ্যা-
 ধ্যায়” দেখিতে পাইবেন।

। (পরমাত্মাকে) লাভ করে, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া যায়, হে কোত্তেয় ! তাহাদের আর পুনর্জন্ম নাই (১০)। ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত ভোগস্বর্গকে যে অনিত্য বলিবার তাহার কারণ এই যে, উহাদের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে এবং উহারা এক একরূপ সীমাবদ্ধকালহারী। ইহার বিবরণ বলিতেছি শুন,—

সহস্র দিব্য যুগে ব্রহ্মার এক দিন আর সহস্র দিব্য যুগে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। সুতরাং ২০০০ দিব্য যুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র হইল,—যাহারা এইরূপ অহোরাত্র জানেন, তাঁহারাই প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ বলিয়া গণ্য (১৭)। যখন ব্রহ্মার দিনের সময় উপস্থিত হয়, তখন সেই নিদ্রোচ্ছিত প্রজাপতি হইতেই এই সম্ভাবর জন্ম জগৎ পুনর্বার সৃষ্ট হইয়া থাকে, আবার যখন রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন এই সমস্ত জগৎ আবার তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয় (ইহা দৈনন্দিন প্রলয়, মহাপ্রলয় অন্যরূপ আছে) (১৮)। এই যত প্রাণী সমূহ দেখিতেছ ইহারা সকলেই আপনাপন অদৃষ্ট বশে [ক] এক একবার প্রকাশিত হইয়া, ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে প্রলীন হইয়া যায়, আবার যখন ব্রহ্মার দিন হয় তখন পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয় (১৯)।

যিনি পূর্বোক্ত অব্যক্ত হইতেও পর, সর্বেশ্বর মনবুদ্ধির অগোচর সনাতন পদার্থ, যিনি স্রষ্টা, পালয়িতা, সংহর্ত্তাদি

[ক] অদৃষ্ট কাহাকে বলে, স্তম্ভিকরে ধর্মব্যাখ্যার অতি নিস্তারমতে লিখিত আছে।

উপাধিবিমুক্ত-ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্যন্ত সমস্তের বিলয় হইয়া গেলেন্ত, বিলীন হইলেন না; (যিনি) ওঁ কারস্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থ (২০), যাহাকে সেই অক্ষরস্বরূপ বলা হইয়াছে তিনিই পরমাগতি; কারণ সেখানে গেলে আর পুনর্বার আসিতে হয় না, সেই আমার পরমধাম (২১)।

হে পার্থ সেই স্থাবর জঙ্গমাবধি প্রকৃতি পর্যন্ত সমস্ত জড় পদার্থের অতীত নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সর্ব ক্রিয়া গুণ ধর্ম বিবর্জিত চৈতন্যমাত্র পুরুষ, জীবাথার সহিত, অভেদ-জ্ঞানস্বরূপ-ভক্তি দ্বারাই, লব্ধ হইতে পারেন;—যে পুরুষের অন্তর্গত এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে এবং যাহার দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে (২২)।

এখন; দেহত্যাগ করিয়া যেপথে গমন করিলে যোগীগণ পুনরাবৃত্ত হইলেন না, আর যে পথে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হইলেন, সেই পথের কথা তোমাকে বলিতেছি (২৩)। যাহারা, প্রথমে অধ্যাভিমানিনী দেবতা, তৎপর জ্যোতিরাভিমানিনী দেবতা, তৎপর দিবাভিমানিনী দেবতা, তৎপর গুরুপক্ষাভিমানিনী দেবতা, তৎপর উত্তরায়ণের ষাণ্মাসাভিমানিনী দেবতার আলম্বন করিয়া অর্থাৎ দেবধানে (ক) গমন করেন, সেই ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না (২৪)। আর যাহারা প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতা, তৎপর সাত্ৰাভিমানিনী দেবতা, তৎপর কৃষ্ণপক্ষাভি-

(ক) এই বিষয় বেদান্ত দর্শনে অতি সুখিস্তার মতে বর্ণিত আছে।

মানিনী দেবতা, তৎপর, দক্ষিণায়ণমাসখট্কাতিমানিনী দেবতার অর্থাৎ পিতৃঘানের আলম্বনপূর্বক গমন করেন, সেই যোগীগণ অবশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার পৃথিবীতে আইসেন (২৫)। এই দ্বিবিধ গতিকে শুক্লগতি আর কৃষ্ণগতি বলে। অগত্বে, প্রাণী সকলের এই দুইপ্রকার গতিই চিরন্তন। ইহার এক গতির দ্বারা, অগুনরাবৃত্তিলাভ করে, আর একপ্রকার গতির দ্বারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে (২৬)। হে পার্থ! এই দুইপ্রকার গতি অবগত হইতে পারিলে কোন যোগীই আর বিমুগ্ধ হইবেন না। অতএব হে অর্জুন! তুমি সর্বদাই যোগী হও (২৭)। হে ধনঞ্জয়! তোমার এই সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলা হইল, এই পরমতত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি সমস্ত বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদিতে যে সকল ফলপ্রাপ্তির বিষয় আদিষ্ট আছে, তৎসমস্তই অতিক্রম করিয়া অবশেষে, সেই সনাতনস্থান (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইবেন (২৮)।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায়।

শুগবান্ বসিলেন,—হে ধনঞ্জয় ! তোমার চিত্তে কোন
প্রকার অসুখাদি-দোষ দেখিতে পাই না, অতএব তুমিই জ্ঞান
লাভের উপকৃত পাত্র, এখন আমি তোমাকে বিজ্ঞানের
সম্বন্ধে অতি শুভ্রতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, বাহা জানিতে
পারিয়া তুমি এই অনন্ত সংসার-জুখ হইতে বিমুক্ত হইতে
পারিবে (১)। এই বিদ্যা সর্ব বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, এবং শুভ্র
হইতেও শুভ্র, ইহা পরম পবিত্র, এবং উত্তম, এই বিদ্যা মনে
মনে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহা পরম ধর্ম এবং অব্যয়, ইহাই
পরম শাস্তিসুখ প্রদানে সমর্থ (২)। যে পুরুষেরা এই
পরমধর্ম পরমজ্ঞানকে অপ্রক্টা করে, হে পরম্পদ ! তাহারা আমাকে
(আত্মাকে) না পাইয়া মৃত্যুসংসারপথে প্রবর্তমান হয় (৩)।

আমার, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধির অগোচর চৈতন্যমাত্র
স্বরূপের দ্বারা, এই অনন্ত জগৎ পরিব্যাপ্তভাবে আছে। ব্রহ্ম
প্রকাশিত সর্পের ন্যায়, আমাতেই (চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মতেই)
এই সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমি (ব্রহ্ম)
ইহাদের আধেয় পদার্থ নহি। কারণ আমি নিতান্ত নিগুণ,
নিক্রিয় ও নির্কর্মপদার্থ (৪)। ফলতঃ ইহাও বুঝিবে যে,
এই অনন্ত জগৎ আমাতে আছে বলিয়াই যে জলস্থ মৃত্তিকার
ন্যায় বিশেষরূপে সংসর্গী হইয়া আছে তাহা নহে; কারণ আমি
অসংসর্গী পদার্থ। তর্কে কিমা পদ্মপত্রে জল থাকিলেও যেরূপ
অসংসর্গী ভাবেই থাকে, এই অনন্ত জগৎও সেইরূপ অসংসর্গী
হইয়াই আমাতে আছে। আমি ভূতের আধার অথচ ভূতস্থিত

নহি, আমি ভূতভাবন অথচ ভূতের সহিত আমার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, যার সহিত আমার বিমিশ্রিত সম্বন্ধ নাই। এই আশ্চর্য ঘটনা আমারই মাহাত্ম্য প্ৰকাশ জানিবে (৫)। আকাশস্থিত এই সর্বগ-মহান্ বায়ু যেরূপ সর্বদা বিচরণ করিতেছে, অথচ আকাশের সহিত বায়ুর মিশ্রতা সম্পাদক কোন সম্বন্ধ নাই; সেইরূপই এতৎসমুস্ত বিশ্ব আমাতে (ব্রহ্মেতে) অবস্থিত করিতেছে, অথচ আমার সহিত ইহার মিশ্রতা নাই।

যখন মহাপ্রলয় হয় তখন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, আবার যখন প্রলয়াবসান হয়, তখন আমিই, (প্রকৃতির আশ্রয়ে ঈশ্বর হইয়া) সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি আমার নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই অবিদ্যা-পরবশ প্রাণীসমূহকে, স্বভাববশাৎ বারম্বার সৃষ্টি করিয়া থাকি (৮) : কিন্তু আমি (ব্রহ্ম) ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াতে এককালে অনাশ্রিত এবং উদাসীন ভাবে আছি। অতএব, হে ধনঞ্জয় ! ঐ সকল কৰ্ম আমাকে (আত্মাকে) নিবদ্ধ করিতে পারে না (৯)। কারণ সৃষ্ট্যাদি কার্যেতে আমি (আত্মা) কেবল সাক্ষী, সৃষ্টা স্বরূপে থাকিলেই অজ্ঞানিকা প্রকৃতি এই সচ্চরিত্র জগৎকে প্রসব করিয়া থাকে, হে কোত্তেয় ! এই হেতুতেই এই অনন্তজগৎ স্থিতি এবং লয়াবহাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১০)। যাহারা বিমূঢ়চেতা, তাহারাই আমার এই সর্বভূত মহেশ্বরতাব জানিতে পারে না, এবং আমি এই মনুষ্যাকার দেহধারণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া, আমাকে মনুষ্য বলিয়াই আমে এই কারণে তাহার মহামোহকরী (দেহ ও আত্মার একতা

জ্ঞান সম্পাদিকা)° রাক্ষসী এবং আতুরী প্রকৃতির (স্বভাব) গ্রহণ করিয়া বৃথাশা, বৃথাকর্ম, বৃথাজ্ঞান বিকৃতচেতা হয় (১২)। হে পার্শ্ব! যাঁহারা দৈবী প্রকৃতি বিশিষ্ট, সেই মহাত্ম্য আয়াকে সমস্ত জগতের আদি এবং সর্বেশ্বরাদির অগোচর বস্তু জানিয়া, একমনে উপাসনা করেন (১৩)। এবং দৃঢ়ব্রত, সংবতেশ্বর, সংবতমনাঃ, এবং নিত্যযুক্ত হইয়া অতিশয় তক্তি সহকারে সর্বদা নমস্কার, ঔণ কীর্তনাদি দ্বারা আয়াকে আরাধনা করেন (১৪)। কেহবা জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা (জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদজ্ঞানের দ্বারা) আমাকে আরাধনা করে, (বস্তুতঃ সেই অভেদ জ্ঞান স্থির রাখার নিমিত্ত চেষ্টা বিশেষ বা সমাধি, তাহাই তাহাদের উপাসনা,) আর° কেহবা আদিত্য, চন্দ্রাদিরূপে অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ আকারেই আমাকে উপাসনা করে, কেহ বা আরও কত অসংখ্যরূপে উপাসনা করে (১৫)। কিন্তু আমার তত্ত্ব জানিয়া যে কোন প্রকারে উপাসনা করে তাহাতেই আমার (পরমেশ্বরের) উপাসনা করা হয়। আর আন্তিহৃষ্টিতে উপাসনা করিলে কেবল সেই আকৃতিরই উপাসনা হয়। কারণ আমিই সমস্ত স্বরূপ, আমি বেদোক্ত কর্ম স্বরূপ, আমি বহুভুক্ত কর্মস্বরূপ,—আমি স্বধাম স্বরূপ, আমিই ধান্য যবাদি ঔষধ স্বরূপ, আমি যন্ত্র স্বরূপ, আমিই আজ্য স্বরূপ, আবার অগ্নি স্বরূপও আমি, হোমক্রিয়াও আমি (১৬)। আমিই এই জগতের গিতা, আমি এই জগতের মাতা এবং বিধাতা (কর্ম কলের বিধান কর্তা) এবং গিতামহ, আর পরম পবিত্র চাত্ত্বারণাদিত্যতও আমি, আমিই এক মাত্র জ্ঞের বস্তু, এবং ওঁ কার, আর ঋক, অজু, ও

সামবেদও অ্যাম (১৭)। আমিই প্রতি, আমিই ভক্তা, আমিই
 প্রভু আমিই সাক্ষী, আমিই আশ্রয়, আমিই শরণ, আমিই
 সূক্ষ্ম, আমিই উৎপত্তির স্থান, আমিই বিলয়ের স্থান, আমিই
 নিধান, আমিই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ ও অব্যয় (১৮)।
 আমি সূর্যাস্বরূপে উত্তাপ প্রদান করিতেছি, আমি বর্ষার চারি
 মাসে জলবর্ষণ করি, আমিই আবার অন্তকালে জলের আকর্ষণ-
 পূর্বক সংগ্রহ করি। হে অর্জুন! আমিই, অমৃত, আমিই
 মৃত্যু, আমিই সং, এবং অসং (১৯)।

যে সকল ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিত কামনাবশগ হইয়া যজ্ঞশেষ
 সোমপান পূর্বক, নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা
 করেন তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত পূর্বক মহান পবিত্র
 দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গরাজ্যে নানাপ্রকার দিব্য দেবভোগ
 উপভোগ করেন (২০)। কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না—
 তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ সুবিসাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া,
 পুণ্যের ক্ষয় হইয়া গেলে, পুনর্বার এই মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ
 করেন। ভোগকামনার বশবর্তী হইয়া বৈদিক কর্মের অনুসরণ
 করিলে এইরূপ জন্ম মৃত্যুগার্গই প্রাপ্ত হইয়া থাকে (২১)। কিন্তু
 নিকামভাবে বেদ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া
 থাকে। আর বাহারা অনন্যভাবে অর্থাৎ জীবাশ্মা • সহিত
 অভিন্নভাবে আমাকে (ঈশ্বরকে) ধ্যান করত উপাসনা করে,
 সেই নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদের ষোগকর্মের ভার আমিই বহন
 করিয়া থাকি (২২)। [ক] যাহারা সকল যজ্ঞানুষ্ঠানে জীবাশ্মা

[ক] কোন বস্তুলাভ করায় • নাম যাগ, তাহার রক্ষা করায়
 নাম ক্ষেম ।

হইতে বিভিন্নভাবে ইন্দ্রাদি দেবতার, শ্রদ্ধা ভক্তির সমাধিত হইয়া পূজা করেন, তাঁহারাও পারমার্থিক দৃষ্টিতে আমাকেই (আত্মাকেই) ভজন করেন। আমি (আত্মা) ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। তবে কিনা ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক ভজন করা হয় না, অর্থাৎ “এক আত্মতীর আত্মাই যে সমস্ত পদার্থ এবং তদ্ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, ইন্দ্রাদির উপাসনাও পরমাত্মাই উপাসনা, আর যিনি উপাসক (জীব) তিনিও সেই পরমাত্মারূপ,” এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক ঐ উপাসনা করা হয় না (২৩)। কারণ আমি যখন সৰ্বস্বরূপ তখন আমিই ইন্দ্র চন্দ্রাদিরূপে সমস্ত বস্তুর ভোক্তা এবং প্রভু, আবার সৰ্বনিয়ন্তৃৎ ও অধিবস্তুরূপেও আমিই প্রভু, আমিই ভোক্তা। কিন্তু তথাপি আমার (পরমাত্মার) এই প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া ভজন করে বলিয়া তাহারা মুক্ত হইতে পারে না, আবার পৃথিবীতে আইসে, কেন না তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না (২৪)। পরকালে তাহাদের কিরূপ পতি হয় তাহাও বলিতেছি তখন,—তাহারা আত্মতত্ত্ব অনবগত হইয়া কামনাবশে ভেদজ্ঞান পূর্বক যজ্ঞাদি দ্বারা এক এক দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারা সেই সেই দেবতাই প্রাপ্ত হইবেন, যাহারা পিতৃ পূজা পরায়ণ তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হইবেন, যাহারা গণপূজক তাঁহারা তত্ত্বৎ গণস্ব লাভ করেন, আর যাহারা ‘তত্ত্বজ্ঞান’ গুরুসর আমাকে (পরমাত্মাকে) চিন্তা করেন তাঁহারা আমাকেই (পরমাত্মাকেই) প্রাপ্ত হইবেন (২৫)। যিনি জ্ঞান সহকারে ইন্দ্রিয় এবং মনের সংযম পূর্বক ভক্তিবৃত্ত হইয়া আমাকে

পত্র, পুষ্প, ফল, ও জলদি অর্পণ করেন তাহার সেই তত্ব্যপ-
হার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি (২৬)।

অতএব, হে কোন্ডেয়! তুমিও যেকোন শাস্ত্রীয় কর্মের
অনুষ্ঠান কর, আর স্বতঃপ্রাপ্ত যে আহার কর, যে হোমাদি
কর, যে দান কর, যে উপস্যা কর, তৎসমস্তেরই প্রেরিতা
স্বরূপে আমাকে জানিয়া তাহার ফল আমাতেই সমর্পণ
করিও ; নিজের কর্তৃত্ব বোধে তাহার ফল কামনা করিও
না (২৭)। তাহা হইলে আর কোন কার্যের নিমিত্ত তোমার
দায়িত্ব থাকিবে না। এবং শুভাশুভ ফলদায়ক অদৃষ্ট বন্ধন
হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। তোমার নিজের কর্তৃত্ব বিশ্বাস
এবং ফল কামনা না থাকিলে, কোন কর্ম দ্বারাই শুভাশুভ
অদৃষ্ট জন্মিতে পারিবে না। এবং এইরূপ সংন্যাস বোগের
দ্বারা মুক্ত হইয়া সংসার দুঃখের বিমুক্তি লাভ করত আমাকে
(পরমাত্মাকে) লাভ করিতে পারিবে (২৮)। কিন্তু আমি যে সস্তোম
বশবর্তী হইয়া ভক্তদিগকে এইরূপ ফল দান করি, আর যাহারা
ঈশ্বর ভক্ত নহে তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়াই তাহাদিগকে
এই ফল দিই না, তাহা নহে, কারণ আমি সর্ব প্রাণী সর্ব
ক্ষেই সমদর্শী। বাস্তবিক পক্ষে আমার দেখ্য কেহ নাই, আর
প্রিয়ও ক্রোধ নাই। তবে কিনা, যাহারা ভক্তিজ্ঞান সহকারে
পূর্বোক্ত মতে আমাকে আরাধনা করে, তাহারা সেই সেই
ক্রিয়ার শক্তি প্রেভাবেই, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া আমাতে নিবিষ্ট
হইয়া যার, আবার আমিও তাহাদের ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ি,
অর্থাৎ অতেন্দ হইয়া বস্তু, সূত্ররূপে তাহারা সংসার যাতনা পরি-
ত্যাগ পূর্বক বিমুক্তি লাভ করে (২৯)।

অধিক কি, পূর্বে যদি অতিশয় দুর্ভাচারও থাকে, আর পরে অনন্যভাক হইয়া, — আমাকে (পরমাত্মাকে) অন্যরূপে না জানিয়া, ক্রীবাচার অভেদে জ্ঞান করিয়া—ভজনা করে, তবে তখন তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে; কারণ তখন সে সম্যক ব্যবসিত, অর্থাৎ সত্য নিশ্চয় সম্পন্ন হইয়াছে (৩০)। এবং একতরূপে আমার উপাসনা করিতে পারিলে সে ঐ সকল বাহ্য দুর্ভাচারতা পরিত্যাগ পূর্বক শীঘ্রই ধর্মান্বিত হইতে থাকে, আর ক্রমে ক্রমে শান্তি লাভ করিতে থাকে; হে কোত্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয়ই জানিবে যে আমার ভক্ত (ঈশ্বর ভক্ত) কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না (৩১)। কেননা, যাহারা একতরূপে আমাকে (ঈশ্বরকে) সম্যক আশ্রয় করিতে পারে, তাহারা পাপ যোনি স্বরূপ হইলেও; অর্থাৎ পাপ করে, যে জাতীয় ক্রম লাভ হয় সেই জাতীয়;—যথা স্ত্রীগোক, বৈশ্ব, এবং শূদ্র ইত্যাদি—হইলেও পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিতে পারে (৩২)। অতএব আমার (ঈশ্বরের) ভক্ত পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ আর রাজর্ষিদিগের কথা আনুকি বলি। (ক) অতএব তুমিও এই অনিত্য ও সুখলেশশূন্য কেবল দুঃখময় মনুষ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে বিমোহিত না হইয়া আমাকে (আত্মাকে) ভজন কর (৩৩)। কিরূপে আমাকে ভজন করিলে তাহা বলিতেছি শুন; তুমি সর্বদা মননা,—

(ক) অর্থাৎ যাহারা পবিত্র ব্রাহ্মণ বা পবিত্র কৃত্ত্বিয় অর্থাৎ রাজর্ষি তাহারা অনায়াসেই পরমাগতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা নীচ তাহারাও আমাকে অবশ্যই পাইতে পারে।

ঈশ্বরার্চিত চিত্ত—হুইয়া অবস্থিত কর, মন্তক হও, বিষয়সুরাগ
সকল গুটাইয়া লইয়া ঈশ্বরেতেই সেই সর্বসুরাগ নিবেশিত কর,
মল্লাজী হও, অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা পরায়ণ হও, এবং আমাকে
(ঈশ্বরকে) নমস্কার কর, এইরূপে মৎ পরায়ণ হইয়া সমাধিত
হইতে হইতেই আমাকে (পরমাত্মাকেই) প্রাপ্ত হইতে
পারিবে (৩৪) ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশম অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো । তুমি আমার অন্তঃ
পরম তত্ত্ব বিষয়ক কথা আমার নিকট প্রবণ কর ; কারণ আমি
বেশ অনুভব করিতেছি যে আমার কথা শুনিয়া তুমি অমৃত
পানের স্থায় তৃপ্তি সুখানুভব করিতেছ, অতএব তোমার হিতের
বিস্তৃত আমি আরও অনেক কথা বলিব (১) ।

কি দেবগণ কি মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তির কথা
বলিতে পারেন না, কারণ আমার উৎপত্তি নাই সূতরাং
আমি (পরমাত্মা) সমস্ত দেবগণ ও মহর্ষিগণের পূর্বেও
সকলের কারণ স্বরূপে অবস্থিত ছিলাম (২) ।

যিনি সর্বলোকমহেশ্বরস্বরূপ—আমাকে অজাত এবং
সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপে অবগত আছেন, তিনিই এই

মহাব্যালোকে মোহ বিবর্তিত লোক, এবং তিনি সমস্ত
পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন (৩)। হে ধনঞ্জয় ! প্রাণিগণের
মধ্যে যে বুদ্ধি, জ্ঞান, অসং মোহ, ক্রমা, সত্য দম, সম,
স্বধ, হৃৎ, উৎপত্তি, বিনাশ, ভয়, অভয়, (৪) অহিংসা
সমতাভূষ্টি কুষ্টি, তপস্বী, দান, যশ, অবশ, ইত্যাদি নানা-
বিধ ভাব আছে তাহা উহাদের আপনাপন কর্ম্মানুসারে
আমা হইতেই লাভ করিয়া থাকে (৫)। পূর্বেকার সপ্ত
মহর্ষি (সৃষ্টি প্রভৃতি) এবং চারি জন সার্বণ মনু ইহারা
আমারই ইচ্ছামাত্রে মদৌর শক্তি সম্পন্ন হইয়া জন্মিয়াছিলেন,—
সাঁহাদের হইতে এই স্বাবর জন্ম প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে (৬)।

আমার এইরূপ বিস্তার ও যোগৈশ্বর্য্য সামর্থ্য এবং সর্ব-
জ্ঞতাধি বিষয়, যিনি তদন্তঃ অবগত হইলেন, তিনি নিশ্চয়ই
অবিচলিত আত্মজ্ঞান স্বরূপ, যোগ লাভ করিতে পারেন (৭)।
সেই পণ্ডিতগণ, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যমাত্র স্বরূপ
আমিই যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিকারণ এবং আমি
হইতেই যে এই ব্রহ্মাণ্ড সকল বর্তিত-পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হই-
তেছে এইরূপ জানিয়া পরমার্থ তত্ত্ব অন্তিনিবেশ পূর্বক
আমাকে ভজন করেন (৮)। তাঁহারা মচ্চিত ও মদগত
প্রাণ হইয়া পরম্পরে আমার তত্ত্ব আলাপ করিয়া এবং
পরম্পরকে বুঝাইয়া দিয়া অধিকতর আনন্দিত এবং আমার
প্রতি অমুরক্ত হইয়া থাকেন (৯)।

উক্ত প্রকার যোগযুক্ত হইয়া নিজায় ভক্তি সহকারে
আমাকে (ঈশ্বরকে) আরাধনা করিতে করিতে অবশেষে
আমি (ঈশ্বর) তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান

গীতা ।

করি, তুমি তাহারা আমাকে (প্রিয়তমকে) পাইতে পারে (১০) উক্ত প্রকারে তখনকারী ব্যক্তিদিগেরই অমুকলাধ আমি তাহাদের অন্তঃকরণে থাকিয়া তৎজ্ঞান স্বরূপ উচ্ছল প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞান অনিভ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি (১১) ।

অর্জুন বলিলেন,—আপনি যে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, আদিদেব, দিব্য, বিভূ, অজ, ও সাক্ষত পুরুষ (১২) । তাহা সমস্ত ঋষিগণ এবং দেবর্ষি নারদও বলিয়া থাকেন, বিশেষতঃ অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব এইরূপই বলিয়া থাকেন এবং আপনি স্বয়ং ইহাই আমাকে বলিতেছেন (১৩) । আমি এতৎসমস্তই বখাধ বলিয়া জানি, হে কেশব ! আপনি যাহা কুহিতেছেন তৎসমস্তই সম্পূর্ণ সত্য, হে ভগবান্ ! দেব ও দানবাদিঃ কেহই যে আপনার প্রভব জানিতে পারেন না তাহা সত্য, হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ংই আপনাকে জানিতে পারেন, হে ভূতভাবন ! হে সমস্ত ভূতের পরমেশ্বর ! হে দেবদেব ! হে জগৎপতে (১৫) ! আপনি কৃপা প্রকাশে আপনার দিব্য বিভূতি সকল আমাকে বলিলে কৃতার্থ হইতে পারি,—যে বিভূতির দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন (১৬) । হে যোগেশ্বর ! কিরূপে চিন্তা করিলে আমি আপনাকে জানিতে পারিব, হে ভগবন ! কি কি ভাবে আপনি আমার চিন্তনীর হইতে পারেন (১৭), হে জনার্দন ! আপনার সেই সকল ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতি আবার বিস্তারক্রমে বলুন, আমি শ্রবণ যুগ্মের দ্বারা আপনার অমৃতময় তৎ কথ্য পান করিয়া তৃপ্তি (অনাকাঙ্ক্ষাভাব) লাভ করিতে পারি না, যত তনি ততই আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হইতে থাকে (১৮) ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তোমার প্রার্থনামুসারে আমার দিব্য বিভূতি সকল বলিতেছি, কিন্তু আমি এমন শক্তি সম্পন্ন, অতি বিস্তৃত পদার্থ অভাব আমার বিভূতির অন্ত মাই, সুতরাং তুমি কণ্ঠ সহস্র পর্ষ্যন্ত অনিলেও আমার সমস্ত বিভূতি জানিতে পারিবে না অতএব প্রথম প্রধান কএকটি বিভূতির কথা বলিতেছি শুভ (১৯) ।

হে শুভাকেশ ! মূৰ্খ ভূতের অন্তর্হৃদয়স্থিত যে প্রত্যক চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, তাহাই আমি, কিন্তু তাহা চিন্তা করা সম্ভবে না এজন্ত এই সকল গুণ যোগের দ্বারা আমাকে (পরমাত্মাকে) চিন্তা করিতে হয়, সেই গুলিই ক্রমে তোমার বলিতেছি,—আমি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি কারণ অর্থাৎ স্রষ্টা, পালনকর্তা, এবং লয়স্থান অর্থাৎ সংহার কর্তা, অতএব এই স্রষ্টা পালনিত্ব, এবং সংহর্ত্ত গুণযোগের দ্বারা আমাকে চিন্তা করিতে পার (২০) । তৎপরে, দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিগণের মধ্যে আমি অঃশুমালী সূর্য্য, মরুদেবতার মধ্যে আমি মরীচি নামক দেবতা, পরশ্মি দ্বারা দীপ্তিমাম্ পদার্থের মধ্যে আমি চন্দ্র (২১), আমি বেদের মধ্যে সায় বেদ, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়ার মধ্যে মন, এবং প্রাণীর মধ্যে চেতনা (২২), আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, এবং যক্ষ রক্ষগণের মধ্যে কুবের (২৩), আমি বসুগণের মধ্যে অগ্নি, পুরুতের মধ্যে সুর্য্য, হে পার্থ ! আমাকেই পুরোহিতগণের মুখ্য পুরোহিত স্বরূপ বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, আমি সেনানির মধ্যে কীর্তিক, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, (২৪) মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে প্রণব (ওঁ কার) এবং যজ্ঞের মধ্যে ধ্যান

যজ্ঞ, আর. হাবরের, মধ্যে হিমাগর । • (২৫) সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমিই অশ্বখ, আমি দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্বের মধ্যে চিত্ররথ, এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কপিল হুনি । (২৬) অশ্বের মধ্যে আমাকে অমৃতোত্তব উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া জানিবে, গজেশ্বরের মধ্যে ঐরাবত বলিয়া জানিবে এবং আমাকেই মনুষ্যের মধ্যে নরাধিপ দেহধারী জানিবে (২৭) ।

আমি. অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, এবং সর্ষ প্রাণি জনন কারণ কন্দর্পও আমি । আমি সর্পের মধ্যে বাহুকি, (২৮) নাগের মধ্যে অনন্ত, এবং জলবাসী দেব-গণের মধ্যে বক্রণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্ষ্যমা, এবং নিরুত্তার মধ্যে যম (২৯) । দৈত্যের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, এবং কলনসীল (গননকারক) পদার্থের মধ্যে আমি কাল, পশুর মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, (৩০) পাবন পদার্থে বায়ু, শক্ত ধারীর মধ্যে রাম, মৎস্যের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বিনীর মধ্যে জাকুবী (৩১) । সৃষ্টির মধ্যে আমি আদি, আমিই অন্ত এবং আমিই মধ্য । • হে অর্জুন ; আমি, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা, এবং বক্যের মধ্যে বাদ, (সম্বিচার) (৩২) বর্ণের মধ্যে আমি অকারী, সমাসের মধ্যে হ্রস্ব, আমিই অক্ষর কাল, আমি বিশ্বমুখ বিধাতা, (৩৩) আমি সূর্য্যের মৃত্যু, আমি ভবিষ্যত অগতির বীজ স্বরূপ, আমি কীর্ত্তি, আমি. স্ত্রী, আমি ত্রীলোকদিগের অমৃত ময় বাক্য, আমি . স্মৃতি, আমি মেধা, আমি শ্রুতি, আমি ক্ষম, (৩৪) আমি সামের মধ্যে বৃহৎসাম, হ্রস্বের

মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহারণ, এবং ঋতুর মধ্যে
 দশম, (৩৫) ছলকারক ক্রিয়ার মধ্যে আমি অক্ষ ক্রীড়া,
 আমি তেজস্বীর তেজ, আমি জয় শীলের জয়, ব্যবসায়ীর
 ব্যবসা, এবং বলবানের বল, (৩৬)। বিষ্ণু বংশের মধ্যে
 আমি কৃষ্ণ, (ক) এবং পাণ্ডবের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি

(ক) ভগবানের “আমি, এবং আমার” ইত্যাদি কথা
 যদি কক্ষকৃতি মাত্র বুঝায় তবে “বৃষ্টিবংশের মধ্যে আমি
 কৃষ্ণ” একথা বলা সঙ্গত হরনা, কারণ কক্ষকৃতিই যদি
 ভগবানের “আমি” শব্দের লক্ষ্য হয় তবে অর্জুন তাহা
 সাক্ষাতেই দেখিতেছেন, তাহার নিকট “আমি কৃষ্ণ বংশের
 মধ্যে কৃষ্ণ” এই কথা বলা উন্নত উল্লেখের ন্যায় হইয়া
 পড়ে। ফলতঃ প্রকৃতি প্রকৃষায়ক পরমেশ্বরই সর্বত্র “আমি
 আমার” ইত্যাদি শব্দের লক্ষ্য, তাই যে যে স্থানে যে যে
 উপাধিতে তাহার কিছু কিছু ঐশ্বর্য বা পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের
 বিকাশ আছে, তাহাই অর্জুনের উপাসনা সাধনের নিমিত্ত
 “আমি অমুক আমি অমুক” এইরূপ বলিয়া নির্দেশ করি-
 তেছেন, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে পর্বত, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য
 প্রভৃতিতে ঐশ্বর্যের বিকাশ, এবং শিব,
 হর্গা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি উপাধিতে পূর্ণ ঐশ্বর্যের বিকাশ
 আছে। অতএব কৃষ্ণের আত্মা, বিষ্ণুর আত্মা, শিবের আত্মা
 ও হর্গাদিক আত্মা, এতৎসমস্তই ঐশ্বর্যের আত্মা। আমার, ইহাদের
 পৃথক পৃথক আত্মা নহে, সকলেরই একমাত্র আত্মা,
 একই ঐশ্বর্যের আত্মা, কৃষ্ণ দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়া কৃষ্ণ,

মুনির মধ্যে বাস, কবিগণের মধ্যে গুরুচার্য্য (৩৭) ; আমি শাসকের দণ্ডস্বরূপ, আমি জিগীষুদিগের নীতি, আমি গুহের মধ্যে মৌন, এবং জ্ঞানস্থানের জ্ঞান, (৩৮) হে অর্জুন ! সর্ব ভূতের মধ্যে যাহা কিছু বোজ তৎসমস্তই আমি তবে এই যাহা কিছু বলিলাম ইহাকৈবল এই সকল বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্বারা আমাকে উপাসনা করায় নিমিত্ত । বাস্তবিক পক্ষে ভাল, মন্দ, উচ্চ নীচ যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই আমি, অধিক কি এই সমস্ত সচরাচর জগন্মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমি নই (৩৯) ; হে পরম্পূর্ণ ! তোমাকে কত বলিব, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, তবে এই উদ্দেশ্য ক্রমে কোন স্বল্প দিক্তর কিছু মাত্র বলিলাম (৪০) ; যাহা কিছু বিভূতিমৎ এবং শ্রীমৎ এবং উর্জ্জ্বল বস্ত্র দেখিবে, (৪১) তাই আমার তেজের অংশ সম্ভব বলিয়া জানিবে, অথবা হে অর্জুন ! এত বড় জানিয়া কি হইবে সংক্ষেপে এই জ্ঞান আমি এক অংশ দ্বারা এই সমস্ত জগতই ব্যাপিয়া রহিয়াছি (৪২) । অতএব এসংসারে যে কোন বস্ত্র লক্ষ্য করিয়া আমাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিবে । তাহাতেই আমার উপাসনা হয় সন্দেহ নাই ।

দশমাধ্যায় সমাপ্ত

বিষ্ণু উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইয়া বিষ্ণু, ও শিবাদি আকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইয়া শিবাदि নাম গ্রহণ করেন

একাদশ অধ্যায়।

অর্জুন বলিলেন, আমার প্রতি অমুগ্ধে প্রকাশে আপনি যে সকল পরম গুহ্য অধ্যাত্ত তত্ত্ববিবরণী কথা বলিলেন উদ্ধার আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে (১)। এখন আর একটি বিশ্বের নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কুতূহল হইয়াছে হে পদ্মপলাশ লোচন! আপনা হইতেই যে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়াদি হইয়া থাকে তাহা আমি বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিয়াছি, আপনার অব্যয় মাহাত্ম্যও শুনরাছি, (২)। কিন্তু হে পদ্মেশ্বর! হে পুরুষোত্তম! আপনি আপনার নিজের অবস্থার বিষয় বেরূপ বলিলেন, সেই ঐশ্বরীয় রূপ বা ঐশিক অবস্থাটি আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি (৩)। হে প্রভো! হে ষোণেশ্বর! আমাকে যদি ঐশ্বরিক রূপ সন্দর্শনের উপযুক্ত মনে করেন, তবে আপনার সেই অব্যয়রূপে একবার আমাকে দেখা দিয়া চরিতার্থ করুন (৪)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! তুমি ঐশিকরূপ সন্দর্শনের অধিকারী, অতএব আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি, আমার যে নানাপ্রকার, নানাবর্ণ, নানাআকৃতি বিশিষ্ট শত সহস্র দিব্য রূপ আছে তাহা দর্শন করিয়া তুমি পরম তৃপ্তি লাভ কর (৫)। হে ভারত! এই দেখ দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ কুর্ভ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ নক্ষত্রগণ এবং আরও নানাপ্রকার আশ্চর্য ঘটনা যাহা তুমি কখন দেখ নাই তৎসমস্ত আমি হইতে অভিন্নভাবে তোমাকে অবস্থিতি করিতেছি (৬)। অধিক কি, হে শুড়াকেশ! এই নিখিল সচরাচর

জগৎ যে একমাত্র আমার দেহে অবস্থিত করিতেছে অদ্য তাহা সন্দর্শন কর, ইহা ব্যতীত আর যদি কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও দেখিতে পাইবে (৭)। কিন্তু এই চন্দ্র চক্ৰ দ্বারা ঐশ্বরিক রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ৰ প্রদান করিলাম, এই দিব্য চক্ৰ দ্বারা আমার ঐশ্বরিক রূপ ও প্রভাব সন্দর্শন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ ! মহা যোগেশ্বর হরি, এইরূপ বলিয়া পুরে শ্রীমান্ অর্জুনকে, সেই পরম, ঐশিক আকৃতি সন্দর্শন করাইলেন (১১)। সেই অদ্ভুত আকৃতিতে অসংখ্য বক্তৃ, অসংখ্য নগ্ন, অসংখ্য দিব্যাতরন, অসংখ্য অস্ত্র শস্ত্র পরিশোভিত দিব্য ধনু, এবং আরও কত অসংখ্য অদ্ভুত দৃশ্যসকল দৃষ্ট হইয়াছিল (১০)। তখন দিব্য মালা, দিব্য অম্বু, এবং দিব্য গন্ধের অনুলেপনাদি দ্বারা সেই অদ্ভুত আকৃতির শোভা বর্দ্ধন হইয়াছিল, সে দেখ সর্বাশ্চর্যময়, তাহা অনন্ত, তাহা বিশ্বের যোনিস্বরূপ, এবং অতুল প্রভা সম্পন্ন (১১)। অধিক ণক বলিব ঠিক এক সময়েই যদি সহস্র সার্বভৌম জ্যোতি গগণ মণ্ডলে সমুদ্ভিত হয়, তবে বোধ হয় সেই ঐশিক আকৃতির জ্যোতির সমতা গ্রহণ করিতে পারে (১২)। পাণ্ডুনয় অর্জুন তখন, সেই দেশ দেবের দেহে এই অনন্ত জগৎকে যথাক্রমে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন (১৩)। এইরূপ অদ্ভুত আকৃতি দেখিয়া, ধনঞ্জয় অত্যন্ত বিশ্বাবিষ্ট ও লোম্বাধিত কলেবরে সেই দেবকে নত শিরে প্রণাম পূর্বক কৃতান্তি হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন (১৪)।

অর্জুন বলিলেন, হে দেব! আমি এখন অতি অস্থিত
 ঘটনা অবলোকন করিতেছি, আপনার দেহের মধ্যে আমি
 সমস্ত দেবগণ সম্বর্শন করিতেছি, এবং এই স্থাবর জগৎ
 সমস্তই দেখিতেছি আপনার দেহ মধ্যে কমলাসন ব্রহ্মা,
 রুদ্র, সমস্ত ঋষি মণ্ডল, এবং বাসুকি প্রভৃতি দিব্য
 উরুগগণ সম্বর্শন করিতেছি, হে বিশ্বরূপ! আমি আপনাকে
 'সহস্র সহস্র বাহু, সহস্র সহস্র উদর, সহস্র সহস্র বক্ষু, সহস্র
 সহস্র নেত্রযুক্ত আকৃতি বিশিষ্ট দেখিতেছি, আমি, সকল
 দিকেই আপনার অনন্ত অবস্থা দেখিতেছি, হে বিশেষর!
 আমি আপনার আদি, মধ্য, বা অন্ত কিছুই দেখিতে পাই
 না (১৬)। অশ্বচ কিরীটধারী, গদাধারী এবং চক্রধারী,
 এবং সর্বতোদীপ্তিমন্ত তেজোরশি স্বরূপে দেখিতেছি,
 হে বাসুদেব! আপনার, প্রদীপ্ত বহিঃ প্রদীপ্ত মার্ভণ্ডের
 স্থায় অগ্নির জ্যোতি ইত্যন্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে, এজন্য
 অতি কষ্টে আমি আপনাকে দৃষ্টি করিতে পারি (১৭)।
 এখন আমি বিলক্ষণ অস্থিত করিতেছি যে আপনিই সেই
 অক্ষর স্বরূপ, আপনি পরম বেদিতব্য (পরমাত্মা) বস্তু, আপ-
 নিই বিশ্বের চরম আশ্রয় স্থান, আপনি অব্যয়, আপনি
 সনাতন পুরুষ, আপনিই সনাতন ধর্মের রক্ষক, (১৮)। আপ-
 নার আদি, অন্ত ও মধ্য আমি কিছুই দেখিতেছি না, আমি
 আপনাকে অমন্ত বীর্ষ্যসম্পন্ন ও অনন্ত বাহু, দেখিতেছি, চন্দ্র
 এবং সূর্যকে আপনার নেত্র স্বরূপে দেখিতেছি, আপনার
 মুখ মণ্ডলে প্রদীপ্ত হতাশন সূচিত্তেছে, আপনি নিজের
 তেজোরশীর দ্বারা এই অনন্ত বিশ্বকে সজ্ঞাপিত করিতে-

ছেন (১৯)। আমি এই পৃথিবী এবং স্বর্লোকের মধ্যে যতট
 দেখিতে পাই তৎসমস্তই আপনাদ্বারা পরিব্যাপ্ত দেখিতেছি
 দশদিক্ ও আপনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ভাবে অবস্থিতি করি
 তেছে, হে মহাস্বন ! আমার বোধ হইতেছে যে আপনাদ্বারা
 এই উগ্রতর অদ্ভুতরূপ সন্দর্শন করিয়া ত্রিলোকস্থ প্রাণীগণ যে
 ভীত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে (২০)। কারণ আমি দেখি
 তেছি, যে এই সকল ভীতাদি দেহধারী সুরবীরগণ যে
 আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, আবার কেহ কেহ যেন ভীত
 হইয়া কৃতান্তলিভাবে আপনাকে স্তব করিতেছেন, আবার
 বিশিষ্টাদি মহর্ষিগণ যেন স্বস্তি বাক্য বলিয়া অতি সুবিনীর্ণ স্ততির
 সহিত আপনাকে সন্দর্শন করিতেছেন ; আবার এই ব্রহ্মগণ,
 আদিত্যগণ, বৃক্ষগণ, সাধ্যগণ, বিশ্ব দেবগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়,
 বক্রদগণ, উদ্রপা প্রভৃতি পিতৃগণ, গন্ধর্ভগণ, যক্ষগণ,
 সুরগণ, এবং সিদ্ধগণ, ইহারা সকলেই বিন্মিত হইয়া
 আপনাকে সন্দর্শন করিতেছেন (২২), হে মহাবাহো !
 আপনার এই অসম্ব্য বক্তৃ, অসম্ব্য নেত্র, অসম্ব্য বাহ,
 অসম্ব্য উরু, অসম্ব্য পাদ, অসম্ব্য উদর এবং অসম্ব্য দংষ্ট্রা
 দ্বারা অতীব ভয়াবহ আকৃতি সন্দর্শন করিয়া সমস্ত লোক
 যেন ভীত হইয়াছেন, আমারও অত্যন্ত ভ্রাস হইয়াছে (২৩),
 হে বিষ্ণো ! আপনার এই অনেক বর্ণ বিশিষ্ট, আয়তমুখ,
 প্রদীপ্ত বিশাল, নয়ন বিশিষ্ট অতি তেজস্বী গগনস্পর্শী
 আকৃতি দেখিয়া আমার অন্তরায় বিচলিত হইয়াছে, এখন
 আমি ধারণা বা শক্তি শূন্য হইয়া পড়িয়াছি (২৪) আপনার
 এই প্রলয়ান্বিত সন্নিক্ত ভীষণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট অসম্ব্য মুখ সকল

দেখিয়া আমি দিক্‌হার্য হইয়াছি, কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না । হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি দেখিতেছি সমস্ত বান্ধবগণের সহিত এই দুর্ঘো-
 ধনাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এবং আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ (২৬) আপনার দংষ্ট্রাকরাল অতি ভয়ানক মুখসমূহের মধ্যে যেন ক্রতবেগে প্রবেশ করিতেছে, কেহবা আপনার দশন মধ্যে বিলম্ব হইয়া দশন নিষ্পেষণ দ্বারা বিচূর্ণিত মস্তক হইয়া যাইতেছে (২৭) । নদীসমূহের স্রোত যেমন সমুদ্রাভিমুখে বিক্রম হয়, সেইরূপ এই ইতস্তত দৃশ্যমান বীর সকল আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে । (২৮), পতঙ্গপাল যেমন আপন বিনাশের নিমিত্ত জলন্ত অগ্নি মধ্যে সবেগে প্রবেশ করে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত লোকগুলিও তেমন আশ্রয় বিনাশের নিমিত্ত আপনার মুখ মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিতেছে (২৯) । (হে ভগবন্ ! হে বিষ্ণো !) আপনি প্রদীপ্ত মুখসমূহের দ্বারা বারম্বার গ্রাস করত অবলোহন করিতেছেন । আপনার অত্যাশ্রয় প্রভাৱাশি ভেজের দ্বারা সমস্ত জগতকে আপূরিত করিয়া সন্তুষ্ট করিতেছে (৩০), হে দেববর ! এই উগ্ররূপধারী আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না (৩১),

ভগবান্ কহিলেন, এই অদম্য লোকক্ষয়কারক উদীপ্ত কাল মূর্তি দেখিতেছ, এই মূর্তি দ্বারা আমি সমস্তকে আশ্রয়সাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছি এই মৈত্র্য সামন্ত মধ্যে তুমি ব্যতীত

আর যে কেহ উপস্থিত আছে ইহার—কেহই থাকিবে না (৩২),
অতএব তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হও, প্রবল শক্রদিগকে
জয় করিয়া অতুল কীর্তি লাভ কর, এবং সম্রাট মঙ্গল রাজা
উপভোগ কর, ইহারা সকলে পূর্বেই আমা দ্বারা নিহত
হইয়াছে জানিবে, হে সবাসাচিন ! তুমি কেবল এইক্ষণে
উহার নিমিত্তমাত্র হও (৩৩) ;

হে পার্থ, পূর্বেই আমা কর্তৃক নিহত, দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ,
অর্জুণ, এবং অন্য অন্য বীরগণকে তুমি এক্ষণে যুদ্ধ করিয়া
জয় কর, তুমি নিশ্চয়ই শক্রদিগকে জয় করিতে পারিবে, এবং
তুমি যখন স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে যে, ইহারা সকলই কাল-
কবলে প্রবেশ করিতেছে, তখন ইহাদের নিমিত্ত তোমার
অনুতাপ করা নিতান্ত নিঃপ্রয়োজন (৩৪) ।

সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ ! কেশবের একরূপ বাক্য
শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় বিকম্পমান ও কুতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে
নমস্কার পূর্বক ও ভীত—ভীতভাবে প্রণত হইয়া গদগদ স্বরে
পুনর্বার বলিতে লাগিলেন (৩৫) :

অর্জুন বলিলেন,—হে জনকেশ ! তোমার মাহাত্ম্য শ্রবণ
দ্বারা যে জগদ্বাসীগণ অত্যন্ত হর্ষ লাভ করে, এবং তোমার
প্রতি একান্ত অমুরক্ত হয়, রক্ষগণ ভীত হইয়া চরিত্রদিগে
পলায়ন করে, এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ বে তোমার প্রণাম
করে তাহা উপযুক্ত ব্রুটে (৩৬) ।

হে মহাত্মন ! হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস !
তুমি যখন সদসতের অতীত, অক্ষয়, (পরমাত্মা) স্বরূপ (৩৭),
এবং ব্রহ্মার আদি কর্তা পরম গুরু, তখন কেনইবা ব্রহ্মলোককে

প্রণাম করিবে না, তুমি আদি দেব, তুমি-সেই পুরাতন পুরুষ,
 তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ, তুমি জ্ঞা, তুমি-সেই
 'জাতব্য পরম ধন,' হে অনন্তরূপ! তোমা দ্বারা এই এই বিশ্ব
 বিস্তৃত হইয়াছে (৩৮) তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি
 বরুণ, তুমি শশাঙ্ক, 'তুমি কশ্যপাদি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মার
 পিতা, তোমাকে সহস্র বার নমস্কার, তোমাকে 'পুনর্নমস্কার,
 তুরোঃ তুরো নমস্কার (৩৯), হে প্রভো তোমার অগ্রে নমস্কার,
 তোমার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, হে
 সর্বস্বরূপ! তোমার সকলদিগেই নমস্কার, হে অনন্ত বীৰ্য!
 তুমি অমিত বিক্রম, তুমি সর্পীকারে বজ্রুর ন্যায়, অতিম্ন ভাবে
 এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, এই জন্মই তুমি
 সর্ব স্বরূপ (৪০)।

হে পরম পুরুষ! আমি আপনার এই মহিমা জানিতে পারি
 নাই, তাই আপনাকে বরুণ মনে করিয়া অনবধানতা নিবন্ধন
 অথবা প্রণয়ভরে তুচ্ছ তাচ্ছীল্যভালে, আপনাকে হে কৃষ্ণ!
 হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি বলিয়াছি (৪১), এবং আরও
 কত সময় বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনাদি কালে আপনার
 অনুপস্থিতি কালে উপহাসচ্ছলে আপনাকে অসংকার করিয়াছি,
 এবং প্রত্যেকেও অপ্রমের স্বরূপ আপনাকে কত অনুপযুক্ত
 ব্যবহার করিয়াছি, হে অচ্যুত! আমি তৎসমস্তের কমা পার্থনা
 করি (৪২)। হে অপ্রতিম প্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের
 পিতা, 'তুমিই জগতে গুরু, তুমিই পূজ্য, তুমিই শ্রেষ্ঠ, এই
 লোকত্রয়ে তোমার সমান মহিমাশালী কেহই নাই, অধিক
 তোমাকে সন্তবেই না (৪৩)। 'অতএব' আমি জবনত হইয়া

একমাত্র পূজ্য ও দৈবরূপ আপনাকে প্রসন্ন হওয়ার প্রার্থনা করি, হে দেব! পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, সখা যেরূপ সখার অপরাধ ক্ষমা করেন, প্রিয় ব্যক্তি যেরূপ প্রিয় ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করুন (৪৪)। হে দেবশ! আমি আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ভয় বিহ্বল হইয়া বিচলিত হইয়াছে, হে জননিবাস! আপনি প্রসন্ন হউন, আপনি পুনর্বার সেই সৌম্যরূপ সন্দর্শন করুন (৪৫), হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমি আপনার সেই শঙ্খচক্র, গদাপদ্মধারী কিরীট শোভিত আকৃতি দেখিতে ইচ্ছা করি, হে সহস্রবাহো! আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপের দ্বারাই আমাকে দর্শন দিন (৪৬)।

ভগবান্ বলিলেন,—হে অজ্ঞান! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার ঐশ্বর্য সামর্থ্যাধীন এই ভেজোমর, অনন্ত, আদ্য ও বিশ্বময় পয়মরূপ দর্শন করাইলাম,—যেরূপ তুমি ভিন্ন আর সংসারী লোকের মধ্যে কেহই কখনও দেখিতে পান নাই (৪৭)। হে কুরু-প্রবীর! এই পৃথিবীলোকে কতজনে কতপ্রকার বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞশিক্ষা, দান, অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া, এবং উগ্র-তপস্বাদি করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তদ্বারা কেহই আমার এইরূপ দেখিতে পান নাই; কেবল তুমিই দেখিতে পাইলে (৪৮)। হে ধনব্বর! এই আমি আমার ভয়াবহ আকৃতি প্রতিসংহার করিলাম, তুমি চিন্তাচঞ্চল এবং মোহ পরিত্যাগ কর, এখন বিগতভয় এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনর্বার আমার সেই সৌম্যরূপ সন্দর্শন কর (৪৯)।

সঞ্জয় বলিলেন,—যুধামা বাসুদেব, অর্জুনকে এইরূপ বলিয়া, পুনর্বার পূর্বরূপে সন্দর্শন করাইলেন, এবং তাদৃশ সৌম্যবপু হইয়া, ভীত অর্জুনকে সান্ত্বনা করিলেন (৫০) ।

অর্জুন বলিলেন,—হে জনাৰ্দ্দম ! তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিয়া আমি যেন এখন পুনর্জন্মলাভ করিলাম, আমি চেতনালাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম (৫১) ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে ধনঞ্জয় ! তুমি আমার যে দুর্দর্শ রূপে সন্দর্শন করিলে, দেবগণও সৰ্বদা এই রূপে দেখিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন (৫২) । তুমি আমার যে রূপে সন্দর্শন করিলে, এইরূপ কেবল চতুর্পেদাধ্যয়ন, কিস্মা চান্দ্রায়ণাদিব্রত, দান, কিস্মা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করিতে পারে না (৫৩) । কিন্তু হে অর্জুন ! হে পরতপ ! কেবলমাত্র অনন্য ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ যে ভক্তিতে আমাকে (পরমাত্মাকে) জীবাত্মা হইতে অভিন্নভাবে দেখিতে পায়—জীবপরমেশ্বর ঐক্য জ্ঞান হয়, সেই ভক্তিদ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, প্রত্যক্ষ করিতে পারে, এবং অর্থাতেই নিবিষ্ট বা বিলীন হইতে পারে (৫৪) । হে পাণ্ডব ! যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র ঈশ্বরার্থেই কৃষ্ণানুষ্ঠান করেন, যিনি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ঈশ্বরেতেই আসক্ত হইবেন, যিনি মৎপরম অর্থাৎ ঈশ্বরেতেই আত্মসমর্পণ করেন, যিনি সর্বভূতে নিবৈর. তিনিই আমাকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইতে পারেন (৫৫) ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায় !

অর্জুন বলিলেন,—এখন অন্নগ্রহ পূর্বক আর একটি সংশয়ের নিরাকরণ করুন;—যাঁহারা এইরূপ (পূর্ব শ্লোকোক্ত মতে) কর্মযোগতৎপর হইয়া পরম ভক্তি সহকারে আপনীর এই বিশ্বরূপ আকৃতির উপাসনা করেন, তাঁহারাও অধিক যোগতত্ত্ববিৎ, কিম্বা যাঁহারা নিত্য, শুদ্ধ, বৃদ্ধ মুক্ত স্বভাব অবিনাশী, এবং বাক্যমনের অগোচর পরমাত্মাতে সমাধি করিতে পারেন তাঁহারাও অধিক যোগতত্ত্ববিৎ? (১)।

ভগবান্ বলিলেন, যাঁহারা পরমাত্মায় প্রকৃতস্বরূপে সমাধি করিতে পারেন তাঁহাদের বিষয় পরে বলিতেছি, পরন্তু যাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া আমার এই বিশ্বরূপে মনোনিবেশ পূর্বক উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও আমি যোগীশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি (২)। আর যাঁহারা আমার সেই, সর্বৈশ্বর্য, ও মনোবুদ্ধির অবিষয়, স্তবরাং অনির্দেশ্য এবং অচিন্ত্য, সর্বব্যাপক, প্রকৃতি মধ্যবর্তী, অচল ও নিত্যথয়-ব্যয় রহিত পরমাত্মাবস্থায় সমাধি করিতে পারেন (৩), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ও মন প্রকৃতিকে প্রত্যাহার পূর্বক একমাত্র পরমাত্মাকেই সর্বত্র সমভাবে সন্দর্শন করেন অথবা সুখ দুঃখাদিকে সমভাবে সন্দর্শন করেন, তাহারাও যোগীশ্রেষ্ঠই বটে, কিন্তু সেই সর্বপ্রাণীহিতরত 'মহাত্মা'গণ আমাতে (পরমাত্মাতে) মিলাইয়া গিয়া নির্বাণ পদই প্রাপ্ত হইয়া যান (৪)।

কিঞ্চ যাঁহারা অব্যক্তাসক্তচেতা অর্থাৎ নিত্যতৃপ্তবুদ্ধমুক্তঃ-

প্ৰভাব পরনাশ্রিতে সমাধি, ক্রিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকতর বৃষ্টি হইয়া থাকে, কারণ প্রাণীদিগের পক্ষে দেহাভিমান (দেহ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ও প্রকৃতি প্রভৃতিতে যে সৰ্বদা “অহং—আমি” বলিয়া ধারণা আছে, তাহা) পরিত্যাগ পূৰ্বক কেবল মাত্র চিত্তরূপ পরমাশ্রিতেই “অহংভাব বা আমিহ” জ্ঞান করিয়া পরমাশ্রায় মিসিয়া যাওয়া নিতান্ত দুঃখসাধ্য ব্যাপার (৫)।

যাহারা সৰ্ব্বকৰ্ম পরিত্যাগ পূৰ্বক নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিমুক্তস্বভাব চিন্মাত্রস্বরূপ পরমাশ্রিতে সমাধি করেন, তাঁহাদের কি অবস্থায় অবস্থিতি হয় তাহা পরে বলিব, কিন্তু যাহারা বিশ্বরূপ রূপে আমাকে চিন্তা করেন তাঁহাদের কথা শুনি,—যাহারা সমস্ত কৰ্ম্মকল আশ্রিতে সমর্পণ পূৰ্বক মৎপরারণ হইয়া অনন্ত যোগের দ্বারা কেবল বিশ্বক পর ধ্যান ক্রিয়া আশ্রিত উপাসনা করেন (৬) হে পার্থ! সেই বিশ্বরূপে নিবেশিত চেতা মহাশ্রাদিগকে, আমি অচির কাল মধ্যেই মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে সমুদ্রকরণ করিয়া থাকি (৭)।

অতএব তুমিও আমার এই বিশ্বরূপেই মন সমাহিত কর, এই বিশ্বরূপে বুদ্ধি নিবেশিত কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর আমাতে অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবে অথবা হে ধনঞ্জয়! যদি চিত্ত স্থির করিয়া আমার এই বিশ্বরূপে একবারে সমাধান করিতে না পার, তবে যে কোন বিষয়েতে চিত্ত স্থাপন পূৰ্বক একাগ্রতা অভ্যাস করিয়া পরে আমার এই বিশ্বরূপে সমাধি করিয়া আমাকে প্ৰার্থনা কর (৮)। যদি এইরূপে একাগ্রতাভ্যাগেও

অসমর্থ হও, তবে আশ্রয় (স্বপ্নের) উদ্দেশে মানাবিধ
 কামান্তান কর, তাহা হইলেও ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিতে
 পারিবে (১০)। বাদ তাহা তও অসমর্থ ও তবে আশ্রিতে
 কাম্য সমপন প্রকৃত সমস্তা হইয়, নিজ বসন্ত কক্ষের
 কল হান কর, (১১) তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে
 কারণ অবিবেকপূসক একপ্রভাভাস অপেকায় কেবল জ্ঞানও
 প্রসস্ত, কেবল মাত জ্ঞান অপেকায় ব্যাধ প্রসস্ত, ধ্যান
 অপেকায় কাম্য ল পরিভোগ প্রসস্ত, কারণ কাম্যকল ভ্যাগের
 পর শান্তি লাভ করিতে পারে (১২)। এখন আশ্রয় হইতে
 অভিন্ন ভাবে দর্শন কাহা আশ্রিতে, (পারমাশ্রিতে) কিরূপ
 ভাবে সমাধি কারণে কি হয় তাহা বলিতেছি। যিনি
 সর্ব প্রাণীর অদ্বেষ্টা যিনি সর্বভূতে মৌত্রী স্থাপন
 করিয়াছেন, যিনি গুণী জনে করণা সম্পন্ন, যিনি দেহ,
 মন, ও স্বী পুত্রাদিতে সম্পূর্ণ রূপে মনতা বিরহিত, যিনি
 সমস্ত মনস্ত হই শূন্য, যিনি গুণশীল, যিনি সুখ
 বা দুঃখের দ্বারা বিচলিত হইয়েন না, (১৩) যিনি সর্বদা
 সন্তোষে যিনি সমাধিতে চিত্ত, ও মনস্ত মনস্ত, যিনি
 আত্মসংস্থির পক্ষে দুঃখের স্বপ্ননাশ সম্পন্ন যিনি (স্বপ্নেরতে)
 মনবুদ্ধির সম্পূর্ণ কারিয়াছেন, সর্বশুভ হই আশ্রয় প্রিয় (১৪)।
 যাহা হইতে কোন প্রাণী কোন প্রকার সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না,
 যিনি অন্য হইতেও কোন প্রকার সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়েন না
 যিনি ক্রোধ, ভয়, ও উদ্বেগের দ্বারা সম্পূর্ণ বিমুক্ত, তিনি
 আশ্রয় প্রিয়, (১৫) যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার
 বিষয়ের কিছু প্রত্যাশী নহেন, যিনি শৌচ সম্পন্ন, যিনি দক্ষ

যিনি নিরপেক্ষচেতা, যিনি বিগতব্যথ, যিনি ইহকাল ও পরকালের কলভোগ প্রত্যাশায় কর্মানুষ্ঠান করেন না (কবল নিষ্কম ভাবেই বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন) ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, (১৬) * যিনি আনন্দজনক বিষয়লাভে সন্তুষ্ট হইবেন না, দুঃখহেতুতেও বিদ্রোহ করেন না, যাহাঁর আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং যিনি পুণ্য ও পাপ পরিশূন্য, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, (১৭) যিনি শত্রু মিত্র মান, অপমান, সুখ, ও দুঃখে সমদর্শী, যিনি সর্কার্শক্তি বিবর্জিত, (১৮) যিনি নিন্দা ও স্তুতি দ্বারা বিচলিত হইবেন না, যিনি সংযতবাক্ এবং কেবল মাত্র শরীর স্থিতির নিমিত্ত যাহাঁ কিছু লক্ষ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্বদা এক স্থানে বসতি করেন না, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। (১৯) যাহারা মৎপরায়ণ (ঈশ্বর পরায়ণ) শ্রাদ্ধাসম্পন্ন ভক্তি-যুক্ত হইয়া আমার কথিত এই ধর্মামৃতের উপাসনা করেন তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়। ২০।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে কোশ্লেয়! এই ক্ষেমন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিশক্তির সহিত দেহটা দেখিতেছ—ইহাকে “ক্ষেত্র” বলে, আর যীহার। এই প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরে থাকিয় দেহ ও দেহমধ্যবর্তী সমস্ততত্ত্ব সর্বদা অনুভব করিতেছেন, তাঁহার। প্রত্যেকেই এক একটা ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ববিদগণ্ বলিয়া থাকেন (১)। আর যিনি এই সমস্ত ক্ষেত্র-জ্ঞের সমষ্টিস্বরূপে ব্রহ্মা অবধি স্বাবর পর্য্যন্ত নিখিল ক্ষেত্রেতে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং ব্রহ্মাদি স্বাবর পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ও দেহাভ্যন্তরবর্তী তত্ত্বের অনুভব করিতেছেন, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে, হে ভারত! এই ক্ষেত্র, আর এই দুইপ্রকার ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান অর্থাৎ অন্তরো অন্তরে অনুভব, তাহাই সম্যক্জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই আমার মত (২)।

এই যে ক্ষেত্রের কথা বলিলাম, তাহা ষাটশ লক্ষণবিশিষ্ট, এবং যে যে কার্যরূপে, যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, আর তাহা হইতেও যাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা সজ্জেরূপে বলিতেছি শুন,—আর, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ ও ষাটশ শক্তিসম্পন্ন তাহাও সজ্জেরূপে বলিব, (৩) যাহা ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশক বাক্যাবলীবিশিষ্ট ঋগাদি বেদ ও উপনিষদাদিহারা এবং অসংশয়িত যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা, বিশিষ্টাদি মহর্ষিগণও বলিয়াছেন (৪)।

তন্মাত্রস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এবং অহংকার, বুদ্ধি, এবং প্রকৃতি বা

মায়া, আর একাদশ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইচ্ছা, ঘেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৃতি, এবং ইহাদের সমষ্টিরূপ আত্মার দেহ, ইহারা সকলেই আত্মার অন্তর্ভবগোচর পদার্থ, এই বস্তু এতৎসমস্তকেই “ক্ষেত্র” বলিতে পারা যায়, এই পদার্থগুলির মধ্যে যে, বাহার বিকার, যাহা হইতে যাহা সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও এতদ্বারাই সজ্ঞেয়ে প্রতিপন্ন করা হইল। অর্থাৎ পরমায়া হইতে মায়া বা প্রকৃতির বিকাশ, প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি বা অধ্যবসায় বা মহত্ত্বের বিকাশ, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের বিকাশ, অহঙ্কার হইতে মন, চক্ষুরাদি দশবিধ ইন্দ্রিয়, এবং সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত (পঞ্চতন্মাত্র) সমুৎপন্ন হয়, সূক্ষ্মভূত হইতে এই রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এবং সূক্ষ্মমহাভূতের বিকাশ হয়, আবার তাহা হইতেই এই সূক্ষ্মদেহের বিকাশ এবং ঐ বুদ্ধ্যাদি হইতেই, ইচ্ছা ঘেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা ও ধৃতি প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে ইহা প্রতিপাদন করা হইল (৬)। এখন জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা শুন,—অমানিত্ব, অদান্তিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থিরতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনো-নিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার এবং এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখাদি দোষ দর্শন করা, (৮) পুত্র দার, এবং গৃহাদিবিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ, ইষ্ট কিস্তা, অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্বদা সমজ্ঞান, (৯) জীবাত্মার অভিন্নভাবে সন্দর্শন করিয়া আমাতে (ঈশ্বরেতে) অব্যভিচারিণীভক্তি, নির্জনদেশে মেবা, জনতার বিরক্তি, (১০) নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা এবং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও জীবাত্মা পরমায়ায় অভেদজ্ঞান, এতৎসমস্তকেই “জ্ঞান

বলিয়া থাকে, আর যাহা ইহা বিপরীত তাহার নাম
“অজ্ঞান” (১১)।

এখন, যাহা জানিতে পারিলে অমৃত (মোক্শ) লাভ করিতে
পারে সেই একমাত্র বিজ্ঞের অনাদিমং পরব্রহ্ম পদার্থটি কিরূপ
তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি,—তিনি, ইন্দ্রিয় এবং মনোগোচর
যে কোন প্রকার সং বা অসং পদার্থ আছে তাহার কিছুই
নহেন (১২), ইহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপের লক্ষণ। কিন্তু
ইহা দ্বারা, বোধ হয় তুমি কিছুই বুঝিতে পারিলে না; অতএব
তটস্থ লক্ষণের দ্বারা (ক) তাঁহার বর্ণনা করা যাইতেছে
তাহা হইলে অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

(ক) প্রত্যেক বস্তুই হই প্রকার লক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতে
পারে,—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। কোন কথার
অর্থ বুঝাইতে গিয়া, যে বিশেষণটি বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম
না বুঝিয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্বের
কথার দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথার দ্বারাও ঠিক
তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ বলে, যেমন
কলস এবং কুম্ভ; এখানে কুম্ভ, কলসের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ
হইল, আবার কলসও কুম্ভের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে;
কারণ; এখানে কুম্ভ শব্দের দ্বারা কলসের, কিম্বা কলস শব্দের
দ্বারা কুম্ভের, বিশেষ কিছু মর্মই বুঝা যায় না। কুম্ভ বলিলেও
যে রূপ যে রূপ বুঝা যায় কলস বলিলেও সেইরূপই বুঝা যায়; এ
বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না, অথবা আর একটি দৃষ্টান্ত শুদ্ধ
—কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল যে “কোন পদার্থটি কিরূপ,

এই মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যত প্রকার প্রাণী আছে ইহাদের যে হস্ত, পদ, নয়ন, মস্তক, মুখ ও শ্রবণাদিই ইন্দ্রিয়-গণ সচেতনভাবে আপনাপন ক্রিয়া করিতেছে, ইহার কারণ

তাহা আমি জানিতে চাই,” তখন আপনি বলিলেন যে “ফাঁকটা শূন্য পদার্থ,” কিন্তু এই শূন্য কথাটার দ্বারা ফাঁকের কোন-মর্শই বুঝা গেল না, ফাঁক বলিলেও যেরূপ অর্থ বুঝা যায় শূন্য বলিলেও সেইরূপই বুঝা যায়, অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপ লক্ষণের বিবরণ। শূন্যের অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা যায়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থ লক্ষণ বলে, ইহাও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই বুঝুন,—ভাবুন, আপনার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্য পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, আপনি বলিলেন, “এই গৃহস্থানির অভ্যন্তরে তাকাও, যেখানে এই গৃহভিত্তির শেষ হইয়াছে তাহাই ফাঁক বা শূন্য” এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থটা পরিজ্ঞাত হইল, অতএব আপনার এই কথাটি তটস্থ লক্ষণ হইল। ব্রহ্মকেও এইরূপ দুইপ্রকারে বুঝান যাইতে পারে। “ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ,—সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ,” ইত্যাদি বলিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাঁহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তু মাত্রই বুঝায়, চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে “তিনি কর্তা, তিনি হর্তা, তিনি বিধাতা” তখন কর্তৃত্ব, হর্তৃত্ব, বিধাতৃত্বাদি গুণের

তিনি ; তিনি এই দেহ ইন্দ্রিয়াদি এবং সমস্ত জগতের মধ্যে অনুসৃত্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন , লৌহাদি যেমন তাপ সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, জেমাদিগের মন, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ তাঁহার সহিত মাথামাথি থাকিতে অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে—চেতন হইতেছে—চেতন হইয়া নিয়মমতে আপনাপন কার্য নিষ্পন্ন করিতেছে । তিনি এইরূপে না থাকিলে প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি কাষ্ঠ লৌহাদির স্তায় অন্ধভাবে থাকিত, সুতরাং নিয়মমতে বুঝিয়া শুনিয়া আপনাপন কার্য করিতে পারিত না । এইরূপে নিখিল প্রাণীর যাবতীয় হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, ও মুখাদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিতে, তাঁহাকে সর্কপাণিপাদবিশিষ্ট, সর্কনয়ন বিশিষ্ট, সর্ক মুখ বিশিষ্ট, সর্ক মস্তক বিশিষ্ট, সর্ক শ্রবণ বিশিষ্ট ইত্যাদি বলা যায়, এবং এইরূপেই তিনি অনন্ত পাণি পাদ, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মুখ, অনন্ত মস্তক, এবং অনন্ত শ্রুতি সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন (১৩) ।

প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির সহিত, তাঁহার, তাপ ও সাহায্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থ লক্ষণ বিশেষণ হইল । কারণ কর্তৃত্বশক্তি ও পালয়িত্ত্বাদি শক্তিগুলি প্রাকৃত পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়, সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথক্ভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থ লক্ষণ বিশেষণ হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

লৌহের শ্রায় সম্বন্ধ থাকতে, যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে শক্তি বা গুণ আছে তৎসমস্তই তাহাতে (জীবাদি অবস্থায়) আরোপিত হইয়া তাহাকে দর্শন স্পর্শনাদির কর্তা, এবং ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট বলিয়া, ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সর্বৈশ্রিয় বিবর্জিত । তিনি কিছুতেই বিলিপ্ত নহেন, অথচ এতৎ সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তাহার কোন প্রকার গুণই নাই, অথচ বায়ু ও আকাশের ন্যায় কেবল সম্বন্ধ মাত্রের দ্বারা তাহাকে সুখ [ছঃখাদি গুণের ভোক্তা বলিয়া (জীবাদি অবস্থায়) গণ্য করা হয় (১৪) । তিনি সমস্ত প্রাণীর দেহের মধ্যেও বাস করিতেছেন, বাহিরেও অবস্থিত আছেন, আবার যাহার অন্তর বাহিরে তিনি বাস করিতেছেন সেই স্থাবর জঙ্গম পদার্থরাশি ও তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নহে, রজু যেরূপ মিথ্যা সর্পাকারে পরিণত হয়, তিনিও সেইরূপ এই মিথ্যাভূত জগৎ স্বরূপে পরিণত হইয়াছেন । অথচ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূতরাং অবিজ্ঞেয়, তাই তিনি নিতান্ত সন্নিহিত বস্তু হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্তী (১৫) । তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এক—অভিন্ন, তাহার বহুত্ব নাই তথাপি প্রতি দেহে মনও ইন্দ্রিয়াদি উপাধির পার্থক্য থাকতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, তিনি এই সমস্ত জগতের পালয়িতা অর্থাৎ তিনি আছেন বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব আছে, এবং তিনি উপত্যক্তির কারণ, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব না থাকলে জগতের বিকাশ হইতে পারে না । আবার রজুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হইলে, বেরূপ সেই রজুতে আরোপিত সর্পভাবের বিনাশ হইয়া, কেবল রজুই অশিষ্ট থাকে, সেইরূপ তাহাতেই সমস্ত জগতের

বিলয় হইয়া থাকে (১৬)। তিনি সূর্য্যারি প্রভৃতি জ্যোতির্গণের পরম জ্যোতি স্বরূপ (প্রকাশস্বরূপ) তিনি প্রকৃতির পর, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই (বিবর্তের দ্বারা) * জ্ঞেয়স্বরূপ, তিনি জড়বস্তুর সাহায্যে জ্ঞানের গম্য, তিনিই সকলের হৃদয়ে বিশেষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন (১৭) (ইহাই জ্ঞেয় পদার্থ)। এই যে সকল বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মের বর্ণনা করা হইল, ইহাই তটস্থ লক্ষণ।

ক্ষেত্র, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় পদার্থ কি তাহা এই সঙ্ক্ষেপে বলিলাম। আমার যে ভক্ত এই বিষয় সবিশেষ অবগুত হইতে পারেন তিনি আমাতে ব্লগীন হইয়া, এক হইয়া, নির্ঝাণ মুক্তি লাভ করুন (১৮)।

হে মহাবাহো ! প্রকৃতি বা মায়া জগৎ বিকাশের মূল কারণ স্বরূপ শক্তি বিশেষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিশক্তির সাম্যাবস্থা-বিশেষ, আর পুরুষ অর্থাৎ জীব (জীবোপাধিক চেতন্য) এতদ্ভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে। ইহার কাহারও উৎপত্তি হয় না। আর এই সুলভূতা দি যাহা কিছু বিকার পদার্থ এবং সূখ দুঃখাদি গুণ সকল দেখিতেছ, তৎ সমস্তই প্রকৃতি সম্মত বলিয়া জানিবে (১৯)। ষোড়শবিকার পদার্থ, আর সপ্তপ্রকৃতি পদার্থের [ক] কে নানা প্রকার পরিণাম (অবস্থান্তর) হইয়া থাকে,

* ধর্ম্মব্যার্থ্যায় ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিত পাইবেন।

[ক] ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাত্মত, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং মন এই ষোলটীর নাম বিকার। শুদ্ধি, (মহত্ত্ব) অহঙ্কার, আরু পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটীকেই এখানে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিবেন।

তাহার মুখ্য উপাদানকারণ কেবল প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতেই ষোড়শবিকার পদার্থ আর সপ্তপ্রকৃতি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া এই স্থাবর জঙ্গমাশ্রক জগতের রচনা করিয়া থাকে, চিগ্নান ব্রহ্ম হইতে এই জড় পদার্থস্বরূপ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না । আর এই যে সুখ, দুঃখ, শোক ও মোহাদি গুণের এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে তাহার হেতু একমাত্র জীব নামধারী চৈতন্য পদার্থ, চৈতন্য পদার্থ না থাকিলে কোন প্রকার বস্তুর কোন প্রকার উপলব্ধি করা যাইত না । সমস্ত প্রাণিজগৎই কাষ্ঠ লোহাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিত [ক] । সুখ দুঃখ মোহাদির যে অনুভূতি, তাহাকেই “ভোগ করা” বলে, অতএব জীবাশ্মাই ভোগকারী বা ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হইত (২০) ।

(ক) পূর্বে এঃ পরে অনেকবার বলিয়াছেন ও বলিবেন, যে ব্রহ্ম হইতে মিথ্যাভূত মর্শ্য বিকাশের ন্যায় চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের বিকাশ হইয়াছে এবং প্রকৃতরূপে তাহা হইতেই বিকাশ । এখন আবার বলিলেন ব্রহ্ম হইতে জড়জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা প্রকৃত হইতেই সৃষ্ট । এরূপ কথা আরও অনেক বার বলিয়াছেন ও বলিবেন । অতএব মত দৈধ বলিয়া, ভ্রম হইতে পারে । এই বিষয় এতই গুরুতর যে এস্থান সজ্ঞেপে নামাংসিত করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব । ধর্মব্যাক্যের বিস্তারমতে দেখিতে পাইবেন । এখানে আমরা সজ্ঞেপে ইঙ্গিত মাত্র করিতেছি । বাস্তবিক, মায়া বা প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই

প্ৰস্তু, এইরূপে সূখ দুঃখাদির ভোগ, জীবাশ্মার আপন হইতে কদাচ সম্ভবে না ; কারণ পুরুষ নিত্যন্ত নিগুণ, নিষ্কিয় ও নিৰ্দ্ধন্য পদার্থ ; সুতরাং তাহাতে অনুভূতি প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রিয়াদি হইতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতির সহিত তাহার যোগ থাকা নিবন্ধন, তাপ যেরূপ লৌহ সংযোগে লোহার সহিত অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া লোহার গুণ গ্রহণ করার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির গুণরাশি গ্রহণ করার ন্যায় প্রতীয়মান হয় ; প্রকৃতির গুণ যেন পুরুষেই গুণ বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সূখদুঃখাদি সমস্তই প্রকৃতির গুণ, ইহাদের ঐরূপ ভাবে প্রকাশ পাওয়াকেই “সূখদুঃখাদির ভোগ বলিয়া থাকে।” আশ্মার যে দেবমনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম-গ্রহণ হইয়া থাকে তাহারও কারণ পূর্বোক্তরূপে প্রকৃতির সহিত যোগ থাকা। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে জীবের মন, বুদ্ধিও

মায়া বা প্রাকৃতি ব্রহ্মেই শক্তি বিশেষ। এবং ব্রহ্ম ও সেই শক্তিমান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। (এই শক্তি ও ব্রহ্মের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহা অত্র শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। মহাপ্রলয় কালে ঐ শক্তি পুরুষে বিলীন হইয়া যায়, তখন ইহার অস্তিত্বের কোন লক্ষণই থাকে না। তৎপর সৃষ্টির আদিতে ঐ শক্তির পরিষ্করণ হয়, তাহার অস্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির সৃষ্টি হইল বলিয়াছেন। এবং ঐ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ করণা করিয়া শক্তি হইতে হইতে বিকাশিত জগৎকেই ব্রহ্মোপাদানক বলা হয়।

ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত প্রকৃতিই, আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বরূপ জন্ম ও মৃত্যুর অবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই প্রকৃতির সহিত আত্মার অভিন্নভাবে বিমিশ্রণ থাকতে তাহাই আত্মার জন্ম মৃত্যু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

এই দেহেতে, দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, অভিমান, ও বুদ্ধ্যাদির সহিত যোগ থাকা নিবন্ধনই সেই প্রকৃতির পর, পরম পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমত্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, ও পরমাত্মা (ক) ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়েন। প্রকৃতির সহিত

(ক) যিনি স্বয়ং কোন ক্রিয়া করেন না কিন্তু নিকটে থাকিয়া সাক্ষীস্বরূপে সমস্ত অবলোকন করেন তাঁহাকে “উপদ্রষ্টা” বলে। আত্মার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত আত্মার অত্যন্ত বিনীত ভাবে সংযোগ থাকতে প্রকৃতির সমস্ত গুণ ক্রিয়া ও ব্যাপার যদি সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহাই আত্মার অনুভব করা, সুতরাং আত্মা প্রকৃতির ক্রিয়া সকলের উপদ্রষ্টা হইলেন।

অন্ত কর্তৃক নিষ্পাদিত কোন কার্যেতে প্রতিপক্ষভাব না থাকিয়া যাহার সন্তোষভাব থাকে তাহাকেই সেই কার্যের “অনুমত্তা” বলা যায়। কিন্তু, পরকর্তৃক নিষ্পাদিত কার্যেতে নিজে অপ্রবৃত্ত থাকিলেও যদি তাহার আনুকূলে প্রবৃত্তি হওয়ার যত পরিলক্ষিত হয় তাহাকেও সেই কার্যের অনুমত্তাবলে, এবং অস্তি কর্তৃক নিষ্পাদিত কার্যেতে যদি সাক্ষীস্বরূপে থাকিয়া

যোগ না থাকিলে তাহার নিজে হইতে এই সকল
অবস্থা কদাচ সম্ভবে না (২২)।

তাহাকে নিরারণ না করে তাহা হইলেও তাহাকে ঐ কার্যে
“অনুমত্তা” বলা যাইতে পারে। দেহ, ইন্দ্রিয়, ও মন-বুদ্ধি
প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের দ্বারা যে সকল ক্রিয়া নিস্পন্ন হয়
তাহাতে আত্মার কোন প্রকার প্রতিপক্ষভাব নাই, কেন না
আত্মা নিষ্ক্রিয় পদার্থ। নিষ্ক্রিয় পদার্থের প্রতিপক্ষতাচরণ
অসম্ভব। কারণ প্রতিপক্ষতা করিতে হইলে একপ্রকার ক্রিয়া
হওয়ার আবশ্যক হয়। আবার দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা সকল
কার্য নিস্পন্ন হয়, তৎসমস্তই স্বপ্রকাশ স্বরূপ। আত্মাতে
প্রকাশ পাইয়া থাকে; অর্থাৎ আত্মা তাহায় অনুভূতি করেন।
তাহাকেই আত্মার একরূপ সন্তোষ বিশেষ বলা যাইতে পারে।
অতএব দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতির কার্যেতে আত্মাকে অনু-
মত্তা বলা যাইতে পারে। আবার স্বপ্রকাশ স্বরূপ
আত্মার সহিত অতি ঘনিষ্ঠতম সংযোগ বিশেষ থাকতেই
দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কাষ্ট লোষ্টাদির ন্যায় অল্প
জড় পদার্থগুলি চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া সকল
কার্য নিস্পন্ন করিয়া থাকে, নতুবা ইহাদিগকে ঐ কাষ্ট
লোষ্টাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিয়াই জড় পিণ্ডের ক্রমার
ন্যায় অনিয়মিত ও অসম্বন্ধভাবে কার্য করিতে হইত। অতএব
এই দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যেতে আত্মা স্বয়ং অপ্রবৃত্ত থাকিলেও
তিনি ইহার আনুকূল্য করিতেছেন, ইহা বলিতে পারা যায়,
সুতরাং এই তাবেও আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যের অনুমত্তা।

উক্ত আত্মা, "প্রকৃতি" এবং তদীষ শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া সকল যথোক্তরূপে অবগত হইয়া যাহার হৃদয়ে তাৎপর্য

বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ আত্মার যখন কোনই ক্রিয়া নাই তখন দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত তাহার অতিশয় ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি উহাদিগকে কোন কার্যে নিবৃত্ত করিতে পারেন না, স্মরণ করেনও না, অতএব এই ভাবেও আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যে অনুমত্তা বলা যাইতে পারে।

একমাত্র আত্মা বা চৈতন্য স্বরূপ পুরুষই সংগদার্থ, তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই বাস্তবিক অনংপদার্থ, ভ্রান্তি প্রভাবে ষেরূপ মিথ্যা সর্প পদার্থ রজ্জুতে পরিষ্কুরিত হয়, সেই অবিদ্যা প্রভাবে একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতেই এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি প্রভৃতির পরিষ্কুরণ হইয়া দৃষ্টি হইতেছে, আত্মানা থাকিলে ইহাদের পরিষ্কুরণ হইতেই পারিত না অতএব আত্মাকেই এই 'দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির ধারয়িতা, পোষয়িতা বা ভর্তা বলা যাইতে পারে।

বুদ্ধি, অভিমান, মন, ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিসমুহ পদার্থের মধ্যে যে সকল সুখ, দুঃখ, মোহ, ঈর্ষা, অশ্রুতা, ও দয়া, ভক্তি প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে সেই প্রকাশের নামই অনুভূতি বা ভোগ এই অনুভূতি আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে এ নিমিত্ত আত্মাকে ভোক্তা বলা যায়।

আত্মা স্বাধীন এবং সর্বস্বাস্বরূপ ইনি অতীব মহান ও

ধারণা বন্ধ মূল হইয়া যায়, অর্থাৎ আপন আত্মাকে নিত্যশুদ্ধ
বুদ্ধ মুক্তস্বভাব এবং নিঃশূন্য, নিষ্ক্রিয় ও নিঃকর্ম স্বপ্রকাশ
চৈতন্য পদার্থ বলিয়া ধারণা হয়, এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মন,
বুদ্ধি ও অভিমানাদির দ্বারা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে
তৎ সমস্তই প্রকৃতির শক্তি বা গুণের কার্য্য, নিষিকার
আত্মা কখনই কোন প্রকার কার্য্যের কর্তাদি হইতে পারে না,
সুখ দুঃখ, মোহ ইত্যাদি যত কিছু শক্তি যত কিছু গুণ
আছে তৎসমস্তই মনবুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের ধর্ম্ম,
আত্মার সহিত উহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই. আত্মার
জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই ইত্যাদি যাহাঁ কিছু পূর্বে
কথিত হইয়াছে তাহাই যাহার মনে সংস্কার ভাবে দাঁড়াইয়া
যায়, যিনি কার্য্যতেও সেইরূপ অনুষ্ঠানই করেন, তাহার
প্রাকৃত কর্ম্মবশে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কোন প্রকার
নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও তন্নিমিত্ত কিছু মাত্র দায়ী
না হইয়া অপুনর্ভব প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই দেহের পতন
হইলে আর তাহার ক্ষম হইতে পারে না (২৩) ।

উক্ত আত্মতত্ত্ব দর্শনে চারি প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে
একটি মুখ্য উপায়, আর একটি গৌণ উপায়, আর একটি
গৌণতম উপায়, এবং আর একটি গৌণতম উপায় ।

সমস্ত জগতের একমাত্র অবলম্বন, তাই ইনি মহেশ্বর বলিয়া
অভিহিত হইলেন । ইনি দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ অপেক্ষার
পরে, শ্রেষ্ঠ, ও উৎকৃষ্ট পদার্থ এজন্য ইহাকে পরমাশ্রয়
বলা যায় হইতে পারে ।

আবার, এই সংসারেও আত্মজ্ঞান বিষয়ে চারি প্রকার অধিকারী, ব্যক্তি আছেন। কেহ উত্তম অধিকারী, কেহ মধ্যম অধিকারী। কেহ বা মন্দ অধিকারী, আর কেহ মন্দতর অধিকারী। ইহার মধ্যে যিনি উত্তম অধিকারী তিনি মুখ্য উপায়, যিনি মধ্যম অধিকারী তিনি গৌণ উপায়, আর যিনি মন্দ অধিকারী তিনি গৌণতর উপায়, এবং যিনি মন্দতর অধিকারী তিনি গৌণতম উপায়ের অবলম্বন করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি, কামেন্দ্রিয়শক্তি, এবং প্রাণাদি শক্তিগুলি প্রত্যাহার পূর্বক মনে লয় করিতে হয়, মনকে আবার অভিমানে বিলয় করিতে হয়, অভিমানকে বুদ্ধি তত্ত্বে বিলীন করিতে হয়, বুদ্ধিকে প্রকৃতি তত্ত্বে বিলীন করিতে হয়, পরে প্রকৃতিও আত্মাতে বিলয় পাইয়া যায়, তখন কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সমস্ত ক্রিয়া-গুণ ধর্মাদি বিবর্জিত চৈতন্যময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, আর কিছুই অস্তিত্বের ভাণ হয় না। এইরূপ অবস্থাকে "ধ্যান" বলে, এই ধ্যানই আত্মদর্শনের মুখ্য উপায় জানিবে। আর যাহারা সুখ দুঃখেতে সমজ্ঞান সম্পন্ন অর্থাৎ যাহার সুখজনক ঘটনায়ও কিছুমাত্র আনন্দোচ্ছাস হয় না, আবার দুঃখজনক কোন ঘটনা হইলেও অণুমাত্র ম্লান ভাব হয় না, সুতরাং সুখভোগের নিমিত্তও কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, আবার দুঃখ ভোগের আশঙ্কায় ও কিছু মাত্র ভয় বা বিদ্বেষাদি নাই। যাহার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রকার জড়, বস্তুতেই আত্মত্ব বোধ নাই, অর্থাৎ দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু বলিয়া যিনি আত্মাকে জানেন, সুতরাং

এই বেহটা, অন্ধ সজ্জাদির দ্বারা, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, অথবা অধি-
দ্বারা তৎসমসং হইলেও “দেহ, আত্মা নয়” বলিয়া যিনি কিছু-
মাত্র ব্যথিত বা বিচলিত না হইবেন, এবং মন বা ইন্দ্রিয়াদির
দ্বারা যত প্রকার সুখ দুঃখাদি সমুৎপন্ন হয় তাহার কোন
টিকেই যিনি আপনার সুখদুঃখাদি বলিয়া অনুভব করিয়া
বিচলিত না হইবেন, যিনি শত্রু মিত্রাদিতে সমদর্শী, ইত্যাদি
লক্ষণযুক্ত মহাত্মাকে উক্তম্ অধিকারী বলা যায়। ইনিই ঐ
পূর্বোক্ত মুখ্য উপায়ের (ধ্যানের) অবলম্বন করিয়া তাদৃশ
ধ্যান পরিসংকৃত চিত্তের দ্বারা উক্তগুণ লৌহ পিণ্ড যেরূপ
তাপদ্বারা অনুসৃত থাকে, সেই রূপতনুসূত ভাবে অবস্থিত
পরমাত্মাকে, আপন অন্তঃকরণ মধ্যেই সন্দর্শন করেন।

প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেকজ্ঞানকে গোপ উপায় বলা
যায়, অর্থাৎ “দেহমধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হইতেছে,
তৎসমস্তই এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি, প্রাণাদি জড়
পদার্থের ক্রিয়া, উহা আত্মার ক্রিয়া নহে, কারণ আত্মা নিতান্ত
নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, ও নির্কর্ম্য চৈতন্যময় পদার্থ, তাহার কোন
প্রকার ক্রিয়াদি কদাচ সত্ত্ববেন, তিনি সাক্ষী স্বরূপে অব-
স্থিত আছেন, সুখদুঃখাদি কোন প্রকার গুণ ও তাহাতে
নাই,” ইত্যাদি রূপ বিচার করাকে প্রকৃতিপুরুষবিবেক
বলে। ইহারই নাম সাক্ষ্যযোগ, (কিন্তু পূর্বের সাক্ষ্য যোগ
হইতে বিভিন্ন)। এইরূপ বিচার করাকে, সাক্ষ্যসম্বন্ধে আত্ম-
দর্শনের কারণ বলা যায় না। এইরূপ বিচার বা বিবেকের
অনুশীলন করিতে করিতে পূর্বোক্ত ধ্যানের ক্ষমতা বিকসিত
হইতে পারে, তৎপর সেই ধ্যানের দ্বারাই আত্মার দর্শন

হইয়া থাকে, এজন্য এই বিচার বা বিবেককে, আত্মদর্শনের গৌণ উপায় বলা গিয়া থাকে। আর যাইাদের চিত্ত হইতে সমস্ত প্রকার রজোগুণের ভাব এবং তমোগুণের ভাব নিঃশেষ বিদূরিত হইয়া সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু পূর্কোক্ত উত্তমাধিকারীর অবস্থা জন্মে নাই, তাহাদিগকে মধ্যমাধিকারী বলা যায়। সেই মধ্যমাধিকারীগণ উক্ত গৌণ উপায়ের (প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের) অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐরূপ বিবেকের (সাক্ষ্য যোগের) অনুশীলন করিতে করিতে অবশেষে ধ্যান সম্পন্ন হইয়া ধ্যান পরিসংস্কৃত চিত্তের দ্বারা আপন অন্তঃকরণেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সমস্ত কর্মফল, ঈশ্বরেতে সমর্পণ পূর্বক ফলকামনা শূন্য হইয়া বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করাকে গৌণতর উপায় বা কর্মযোগ বলা যায়। আর যাইাদের চিত্ত, রজোগুণ এবং তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই, পূর্কোক্ত ধ্যান আর বিবেকের অবস্থাও জন্মে নাই, তাহারা মন্দ অধিকারী। মন্দ অধিকারীগণ গৌণতর উপায়ের (ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্বক, ফলকামনা শূন্য হইয়া বিহিত কর্মানুষ্ঠানের) অবলম্বন করিয়া, তাদৃশ কর্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত রজোগুণ এবং তমোগুণ মন হইতে নিঃসারিত হইলে বিদূক সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়া থাকে। চিত্ত তখন আত্মতত্ত্ব বিবেকের উপ-
 যুক্ত হয়, ইহাকেই “চিত্তশুদ্ধি” বলে। পরে পূর্কোক্ত ধ্যান-
 অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে সেই চিত্তেই আত্মদর্শন করেন (২৪)। কোন তত্ত্ব বিষয় না জানিয়া কেবলমাত্র গুরু বাক্যাদিশ্রবণানন্তর তাহারই উপর অটল বিশ্বাসস্থাপন করিয়া

ভগবানের উপাসনা করাকে “গৌণতম উপায়” বলে। আর যাহাদের চিত্ত রক্ত এবং তমোগুণের দ্বারা সম্বন্ধে যাহাদের পূর্বে কৃত ধ্যানের অবস্থাও নাই, বিবেকের অবস্থাও নাই, নিষ্কামভাবে কর্মসম্পাদন করার ক্ষমতাও নাই, কারণ চিত্তের নির্মলতা হয় নাই তাহারা মনস্তর অধিকারি। ইহঁদের উক্ত গৌণতম উপায়ের অবলম্বন করিয়া, তাদৃশভাবে উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও বিবেকোদয় হইয়া অবশেষে পূর্বে কৃত ধ্যানসম্পাদন দ্বারা চিত্তের সংস্কার হইলে, সেই চিত্তই আত্মাকে সন্দর্শন করেন এবং মৃত্যুকে অতিক্রমণ করেন, (মুক্তিলাভ (ক) করেন) (২৫)। এইরূপ চারি প্রকার উপায়ের দ্বারা চারি প্রকার অধিকারীর আত্ম দর্শন হইয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে।

এখন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেই আরও একটি কথা বলিতেছি। যাহা আত্মদর্শন অবস্থায় প্রকাশ পাইয়া থাকে;—হে ভরতর্ষভ! এই অনন্ত জগৎ এবং অনন্ত জগতের মধ্যবর্তী যে কোন স্থাবর • জঙ্গম প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার মূল কারণ কেবল ক্ষেত্র আর, ক্ষেত্রজের

(ক) • এই দুই শ্লোকের বিশেষ বিবরণ ধর্মব্যাক্যায় লিখিত আছে। বুদ্ধি কাহাকে বলে, অভিমান কাহাকে বলে, মন কাহাকে বলে, ইন্দ্রিয় শক্তি কাহাকে বলে, এবং কি করিলেই বা ইন্দ্রিয়লিপ্তকে মনে লয় করিতে হয়, মন অভিমানে লীন করিতে হয়, অভিমান • বুদ্ধিতে বিদ্যান করিতে হয় ইত্যাদি বিবরণ, ধর্ম ব্যাক্যায় অতি বিসদ ও বিস্তারক্রমে আছে।

সংযোগ। এই অনন্ত-কালের প্রকৃতি ত্রিগুণস্বিকা প্রকৃতি
(খ) আর চৈতন্য পদার্থ ইহাদের পরস্পরের অধ্যাসরূপ

(খ) এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও প্রাণ প্রকৃতি, সর্কোপকরণ বুদ্ধিদেহকে “ক্ষেত্র” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এখানকার ‘ক্ষেত্র’ শব্দে ঠিক সেই অর্থ বুঝাইতে পারে না; কেননা তাহাতে অর্থ সংলগ্ন হয় না। কারণ এখানে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের সংযোগদ্বারা দেহাদি সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, এখন যদি এই ক্ষেত্র শব্দের অর্থ কেবল দেহমাত্র হয় তবে দেহের সহিত ক্ষেত্রজের সংযোগ হইয়া, দেহের এবং জগতের উৎপত্তি হইল, একথা কিরূপে সম্ভবে? দেহের সহিত আত্মার সংযোগ না হইয়া দেহের উৎপত্তি হইতে পারে না, আবার দেহের উৎপত্তি না হইলেও দেহের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে পারে না; অতএব একবারে অসম্ভব কথা বলা হয়। পণ্ডিতগণ ইহাকে অন্যান্য কারণে দোষ বলিয়া থাকেন। অতএব ক্ষেত্র শব্দে এখানে দেহমাত্র বুঝার নাই, এবং উক্ত কারণেই ক্ষেত্রজ শব্দেও এখানে দেহোপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায় নাই। পরন্তু দেহাদি সমস্ত জড়পদার্থের প্রকৃতি বা মূলস্বরূপা ত্রিগুণস্বিকা প্রকৃতিই, এখানে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ, আর সেই প্রকৃতির সহিত সংযোগপর চৈতন্য পদার্থই ক্ষেত্রজ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহাদেরই পরস্পরে সংযোগ থাকা নিবন্ধন এই অনন্ত কালের বিকাশ হইয়াছে। কল পক্ষে সেই সূর্য্য-ক্ষেত্রস্বরূপা প্রকৃতি, আর এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রস্বরূপ দেহ ইহা বিভিন্ন

সংযোগ হইলেই স্বাবর জন্ম ক্রমতঃ হৃদ হইয়া শুকে হই
জানিবে। (গ) নতুবা পৃথক্ ভাবপের একত্ব বা পুরুষ হইতে
কোন কাহাঁ নিপন্ন হইতে পারে না (২৬)।

পদার্থ নহে, কারণ এই দেহ সেই ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতির
একটু অবস্থান্তর মাত্র। আবার সেই সুবৃহৎ কেন্দ্র আর
এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহোপাধিবাশষ্ট কেন্দ্র হইতেও বিভ্রম নহে,
কারণ সেই সুবৃহৎ চেতন হইতে দেহ সম্বন্ধ হওয়াতে দেহাবচ্ছিন্ন
চেতন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

(গ) একের গুণ ও ধর্ম অপর বস্তুতে আরোপিত করাকে
অধ্যাস বলে, যেমন তাপ আর লৌহ হইলে তাপের গুণ লৌহে
আরোপিত হয় আবার লৌহের গুণও তাপে আরোপিত হয়। যখন বলি যে “লৌহায় হাত পুড়িয়া
গেল” তখন তাপের গুণ লৌহে আরোপিত হইল, কারণ
তাপেই হাত পুড়িতে পারে লৌহে কখনও হাত পুড়িতে
পারে না। আবার যখন বলি “এহ অগ্নি গুণটা বড় ভারী”,
তখন লৌহের গুণ তাপে আরোপিত হইল, কারণ তাপ বা
অগ্নি কখনও ভারী হইতে পারে না লৌহই ভারী হইয়া
থাকে। সেইরূপ প্রকৃত এবং পুরুষের (চেতন্যের) সম্বন্ধ-
ধীন প্রকৃতির গুণ ও পুরুষে আরোপিত হয়। ইচ্ছা শক্তি,
ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, প্রভৃতি বাহ্য কিছু আছে তৎসমস্তই
প্রকৃতির গুণ এই সকল গুণ ও শক্তি পুরুষে আরোপিত
হইয়া পুরুষেই যেন ইচ্ছা শক্তিমান, ক্রিয়াশক্তিমান ও জ্ঞানশক্তি-
মান হইলেন। আবার প্রকাশ পাওয়া, পুরুষের অবস্থা

হে ধনঞ্জয় ! উক্ত আত্মা যখন এই অনন্ত জগতের সর্বত্রই সংযুক্ত বা অভিসম্বদ্ধ আছেন সুতরাং প্রত্যেক দেহের

এই প্রকাশ অবস্থাও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া প্রকৃতিই যেন প্রকাশবতী বা চেতন পদার্থ হইয়া পড়িলেন। এইরূপ পরস্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হইয়া উভয়ের যেন একতা বা তাদাত্ম্য হইয়া গিয়াছে, আত কষ্টেও প্রকৃতি পুরুষের পাথক অনুভব করা যায় না। যেমন আমাদের এই দেহের মধ্যে চেতন এবং মন বুদ্ধি ইত্যাদি প্রভৃতি জড় পদার্থও আছে, কিন্তু ইহাদের পরস্পরের যোগ হইয়া এমন অভেদ ভাব হইয়া গিয়াছে যে ইহাদের পার্থক্য আমরা কিছু মাত্র অনুভব করতে পারি না, এই জড় দেহ জড় ইন্দ্রিয় ও জড় মন কেহ আমরা চেতন পদার্থ বলিয়া মনে করি, আবার সেই নিঃশব্দ নিঃশব্দ আত্মাকেও, আমরা “আমি কতী আমি হতী” ইত্যাদি বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি, ইহাকেই পরস্পরের মধ্যাস বলা হয়। ব্যাপক ব্রহ্ম আর ব্যাপক প্রকৃতি সম্বন্ধেও এইরূপই জানবেন। প্রকৃতির কষ্টবাদ গুণ ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া ব্রহ্মই হতী কতী বিধাতা পদ গ্রহণ করিতেছেন, আবার ব্রহ্মের প্রকাশ স্বভাব প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া কষ্টবাদ শাক্তগাল চেতনভাব গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অধ্যাসের দ্বারা পরস্পরের বিমিশ্রিত ভাবাপন্ন অবস্থাকেই দ্বৈতাবস্থা বলে। এখানে এইরূপ বিমিশ্রিত ভাবাপন্ন তানই দ্বৈত, তাহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এহ বিষয়টি অতীব গুরুত্ব এবং স্ববিচারিত : অতএব

মধ্যেও অমুখ্যতঃ আছেন, এবং তাহারাই প্রকাশিত হইয়া
 প্রত্যেক দেহবর্তী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ চেতনভাবে আপনা-
 পন কার্য সম্পন্ন করিতেছে, আপনাপন স্বস্থিতের অনুভব
 করিতেছে আর প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার চেতনতা অর্থাৎ
 “আমি চেতন বা চৈতন্য বিশিষ্ট পদার্থ” এইরূপ অনুভব
 করিতেছে। সুতরাং সকলেই যে ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃ-
 তির সঙ্গে উক্তরূপে সেই চৈতন্য পদার্থেরও অনুভব করি-
 তেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই রূপ আত্ম-
 দর্শন বা ব্রহ্ম দর্শনের দ্বারা কোন কার্যই হয় না। কেননা
 ঐ আত্মজ্ঞান কীট পতঙ্গাদি সকল প্রাণীরই আছে, তাহারাই
 আপনাকে চেতন পদার্থ বলিয়া অস্তরে অস্তরে অনুভব
 করে; অতএব উহাকে আত্মদর্শন বলে না। পরন্তু যাহারা
 চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিতে
 পান, অর্থাৎ ব্রহ্মা অবাধ কাট পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীতে
 এবং ॥ স্বর্গ অবাধ মলমূত্রাগার পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই
 অবিকৃত ও ম্যুনাধিক্য রহিত ভাবে আত্মাকে দেখিতে
 পান, প্রাণীদেহ এবং অন্তাত্ম ভূত ভৌতিক পদার্থ কোন
 প্রকারে পরিবর্তিত বা বিনষ্ট হইলেও আত্মাকে অপরিবর্তিত ও
 অবিনশ্বর অবস্থায়ই দেখিতে পান, তাহারাই আত্মাকে দর্শন
 করেন; জানিবে ॥ ২৭ ॥ কারণ যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত
 রূপে যথোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন আত্মাকে দেখিতে পান, তিনিহ

এখানে তাহা বলা হইতে পারেন, অথচ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের
 ধর্ম ব্যাখ্যাতেই একথা অতি বিস্তাররূপে দেখিতে পাইবেন।

ভাবে থাকিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অথপি তিনি কোন কার্যেরই কর্তা নহেন এবং ঐ সকল দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান, ও বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতক পদার্থের দ্বারা যে সমস্ত ভাল মন্দ কার্য নিস্পাদিত হইতেছে তদ্বারা কিছু মাত্র বিলিপ্ত বা সংস্কৃত হইবেন না; কারণ তিনি অনাদি এবং নিগুণ পদার্থ, অতএব তাহার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন অবস্থা ঘটতে পারে না, সুতরাং কতৃত্বাদ গুণও থাকিতে পারে না (৩১)। আকাশ বৈরূপ সর্বব্যাপক বা সর্বগত পদার্থ হইয়াও আপনার সূক্ষ্মতা নিবন্ধন কদমাদি দ্বারা বিলিপ্ত হইতে পারে না, আত্মাও সেইরূপ সর্বব্যাপক সর্ব দেহগত পদার্থ হইয়াও আপনার সূক্ষ্মতা নিবন্ধন, দেহাদি ঘটিত কোন দোষ গুণের দ্বারা বিলিপ্ত হইবেন না (৩২)। হে ভারত! এক সাবিতা বৈরূপ এই সচরাচর জগতকে প্রকাশিত করেন, এক ক্ষেত্রজ বা আত্মাও সেই রূপ এই অনন্ত ক্ষেত্র বা দেহের মধ্যে বাস করিয়া আপাদতল মস্তক পর্যন্ত সমস্তটা দেহের অন্তরে অন্তরে প্রকাশ করিতেছেন, প্রত্যেক দেহেরই অভ্যন্তরের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন (৩৩)।

যিনি জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা, উক্ত ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পান, এবং স্বাধর প্রথম প্রাণীসহ সমস্ত জগতের প্রকৃত স্বরূপ অবিদ্যা আর তাহার বিকোভনের তত্ত্ব অবগত হইবেন তিনি, কৈবল্য স্বরূপ পঞ্চম বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (৩৪)।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন ।—আমি, আরিও, জ্ঞানিদিগের পরমোত্তম জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি,—যাহা জানিয়া সমস্ত মূর্খগণ এই দেহবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন (১)। এই জ্ঞানের আশ্রয় লইতে পারিলে জীবগণ আমার সাধনা (ঈশ্বরত্ব) প্রাপ্ত হইয়া কল্যাণকালেও পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং মহাপ্রলয় কালেও অস্তিত্ব জীবের অবস্থা গ্রহণ করেন না, কিন্তু ঈশ্বর স্বরূপেই সর্বদা অবস্থিত করেন (২)।

হে ভারত ! ত্রিগুণাত্মকা বা ত্রিশক্তি, স্বরূপ প্রকৃতিকেই আমার (আত্মা বা ব্রহ্মের) যৌন (সত্ত্বানোৎপত্তি স্থান) বলিয়া জানবে ; সেই প্রকৃতিতে আমি গড়াধান করিয়া থাকি, তাহা হইতেই সর্ব ভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে (৩)। (ক)।

(ক) শ্লোকটিতে আত্ম গুরুতর কথা নিহিত আছে, সেই মর্ম্ম বিস্তাররূপে বুঝাইতে গেলে ত্রিতীয় একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে একজন্ম এখানে বাঁজলাম না, পরন্তু অযুক্ত তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাত্যাতেই ইহা আত্ম বিস্তারমতে দোষতে পাইবেন, কিন্তু এই গুরুতর বার্ম্মটি আপনাদগকে কিছুমাত্র না বুঝাইয়া একবারে উপেক্ষা করিতেও মনঃকষ্ট অল্পভূত হয়, অতএব সজ্ঞেয় কিছু না বাঁজিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হুই প্রকার ঘটনা দ্বারা সত্ত্বানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার একটিই, এখানে দৃষ্টান্তের অবতারণার নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে, অতএব সেই একটা প্রণালীই এখানে বলা যাইতেছে।

অতএব, হে কোঁতেয়! দেব মনুষ্যাণি কীট খণ্ড পর্যন্ত
নিখিল জাতির মধ্যে যত প্রকার আকৃতি দেখিতেছ তৎস-
মস্তেই মূল মাতৃস্বরূপা একমাত্র ত্রিগুণাঙ্গিকা প্রকৃতি, এবং

অতীব সূক্ষ্ম, কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীব সকল,
ঘটনা ক্রমে, বিবিধ খাদ্য জ্বা অথবা নিশ্বাস বায়ুর সহিত
সংশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে, পরে তাহা এমত অভিন্ন
ভাবে, পিতার আত্মার সহিত মিশাইয়া যায় যে, কোন প্রকা-
রেও তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না, যেন একবারে
একই হইয়া যায়। পরে যখন স্ত্রী আর পুরুষের যৌগি হয় তখন
ঐ বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহের
অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থের আশ্রয় পূর্বক মাতৃ জরায়ুতে প্রবেশ
করিয়া, আবার মাতার দেহে একবারে সমবেত হইয়া যায়,
পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টি সাধন পূর্বক, আবার মাতা
হইতে বিচ্ছলিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এক এক বার
মহাপ্রলয়ের পর, ব্রহ্ম আর প্রকৃতি হইতেও ঠিক এইরূপেই
জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্ত্ব হইতে পৃথিব্যাদি যত
প্রকার জন্তু পদার্থ আছে এতৎ সমস্তই, মহাপ্রলয় কালে
ত্রিগুণাঙ্গিকা বা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়,
তখন কোন প্রকার জন্তু বস্তুই অস্তিত্ব থাকে না, একমাত্র
প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকেন। কিন্তু সেই প্রকৃতিও চিৎস্বরূপ
ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে মিশাইয়া যায়। প্রত্যেক জীবের
যে পৃথক পৃথক জীবনী শক্তি আছে তাহাও ঐ প্রকৃতিতেই
বিলীন হইয়া যায়, কারণ উহাও প্রকৃতিজন্তু পদার্থ। এদিকে

আমিই, (আত্মা বা ব্রহ্মই) তাঁহাদের বাবা পিতা । পিতা
স্বরূপ (৩) ।

প্রত্যেক জীবের অনলয়ন স্বরূপ বা আত্মা স্বরূপ যে পৃথক
পৃথক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত চেতনের অন্তর্ভব হইতেছে, তৎসমস্তই
সেই অপারামিত চেতন সমুদ্রে এক হইয়া যায়, হইাদের
কিছুমাত্র পাথকের অন্তর্ভব হয় না, তখন একমাত্র পরমাআত্ম
বিদ্যমান থাকেনা । পরে যখন মহাপ্রলয়ের অবসান হয়, তখন
ঐ মায়া বা ত্রিগুণাত্মকা অথবা ত্রিশক্তি স্বরূপা প্রকৃতির সহিত
ঐ চেতন স্বরূপ আত্মা বা পুরুষের পুরুষোক্ত অধ্যাস স্বরূপ
সংযোগ থাকিতে, সেই পুরুষ বিলীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত জীব
চেতনগুলি সেই সুরূহৎ চেতন স্বরূপ পিতা হইতে যেন
পৃথক্ভূত হইয়া পড়ে । তখন তাহারা সেই পুরুষ বিলীন আপন
জীবনী শক্তিও গ্রহণ করে এবং ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতি স্বরূপা
মাতাতে সমবেত হইয়া যায়, এই হইল প্রকৃতির গড়াধান
ব্যাপার । পরে ঐ প্রকৃতি হইতেহ, জ্ঞান শক্তি, ত্রি-প্রাশক্তি,
এবং পোষণশক্তি লগ্নামাত্রত বুদ্ধি, অভিমান, মন ও হাস্ত্রাদ
শক্তির সংগ্রহ করিয়া অসম্মত জীবের পৃথক পৃথক কারণ দেহ
বা লক্ষ দেহ বা সূক্ষ দেহ সংগঠিত হয়, তখনই পৃথক পৃথক
জীবের জন্ম হইল বলা যায় । তৎপর সেই জীব হইতেহ,
প্রকৃতির অংশ সকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে, ব্রহ্মা অবাধ কাট
পতঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণি দেহের বিকাশ হইয়াছে । অতএব
ব্রহ্ম বা আত্মাই জন্মের পিতা, এবং ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতিই
এই জন্মের মাতা । বলা বাহুল্য যে এই গুরুতর বিষয়ের

এক ও অদ্বিতীয় পৰমাশ্রুতী পূৰ্ণক্ পূৰ্ণক্ ভাবে পরি-
 দৃশ্যমান জীব চৈতন্য সংস্করণ গুলি, উক্ত রূপে প্রকৃতির
 সহিত সমাবেশ হইয়া, কি প্রকারে এই ঘোর সংসার বন্ধনে
 আবদ্ধ হইল, তাহাও বলাবাইতেছে,—হে মহাবাহো! উক্ত
 প্রকৃতির তিনটি গুণ বা শক্তি আছে, তাহার একটির
 নাম সত্ত্ব, আর একটির নাম রজ, আর একটির নাম তম,
 এই তিনটি গুণই বেণী বা রজুর ন্যায় একত্রিত হইয়া
 নিত্য, শুদ্ধ, বৃদ্ধ, ও মৃত্যুসত্ত্ব-সমস্তবিকারশূন্য-আত্মাকে
 এই দেহ মধ্যে প্রতিসম্বন্ধ করে, ইহাকেই বন্ধন করাও
 বলাগিয়া থাকে (৫)। অত্যাধো সত্ত্ব গুণ বা সত্ত্ব শক্তি নিত্যান্ত
 নিরর্থক ও স্বচ্ছ এনিমিত্ত উক্ত মানবের অন্তরে আত্মতত্ত্বের প্রকাশে
 সমর্থ, এবং প্রাণীর অন্তঃকরণে যত প্রকার বাহ্য বস্তুর জ্ঞান
 বা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাবও কারণ এই সত্ত্ব গুণ, তদ্ব্যতীত
 প্রাণীর যে অকনিম স্তরের অন্তর হইয়া থাকে তাহাও
 এই সত্ত্ব গুণেরই স্বরূপ বিশেষ, অত্যাং এই সত্ত্ব গুণের সহিত
 আত্মার পূর্দোক্ত অধ্যাস্বরূপ সংযোগ থাকিতে এই
 সত্ত্ব গুণের ধর্ম স্বরূপ যে স্থখ আর জ্ঞানাদি, তাহা আত্মাতে
 আবির্ভূত হইয়া, আত্মাই যেন স্ববৃদ্ধ, আত্মাই
 যেন জ্ঞান বিশিষ্ট, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব
 হে অনব। সত্ত্ব গুণ তাহার নিজের ধর্ম স্থখ এবং জ্ঞানকে
 আত্মাতে আবির্ভূত করিয়া তাহাকে নিবদ্ধ করিল (৬)।

কেবল একটি আত্মার গীতই গীতান্নে পদর্শিত হইল, ইহাও
 ইহার সমস্ত কথাই বলিতে অসমর্থ থাকিল।

হে কৌন্তেয় ! রজোগুণ বা রজঃ শক্তিকে অনুরাগ বা অভিলাষ স্বরূপ বলিয়া জানিবে, এই রজোগুণ হইতেই অনুরাগ বা সমস্ত প্রকার কামনার বিকাশ হইয়া থাকে । এবং ইহা হইতেই অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিমিত্ত তৃষ্ণা, আর প্রাপ্তবিষয় সংরক্ষণের নিমিত্ত আসক্তির উৎপত্তি হয় । এই রূপ ক্ষমতা সম্পন্ন রজঃ শক্তির সহিত আত্মার অধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, এই রজঃ শক্তির গুণগুলি আত্মাতে আরোপিত হইয়া, ঐ অনুরাগ, তৃষ্ণাও আসক্তি প্রভৃতি গুণ গুলি যেন আত্মারই গুণ বলিয়া ভান হইয়া থাকে, আত্মাই যেন অনুরাগী, আত্মাই যেন তৃষ্ণাবান, আত্মাই যেন আসক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তখন আত্মাতেই যেন “ আমি অমুক কার্য্য করিয়া অমুক কল ভোগ করিব ” ইত্যাদি অভিনিবেশ জন্মিয়া থাকে । সুতরাং এই রূপ ক্রিয়াভিনিবেশের দ্বারা, রজোগুণ আত্মাকে নিবন্ধ করিয়া থাকে (৭) । এখন তমোগুণের কথা শুন,—

প্রকৃতির আবরণ শক্তি হইতে তমোগুণের বিকাশ । ইটাকে সর্কপ্রাণীর মোহজনক, অর্থাৎ অবিবেকের উৎপত্তি দ্বারা ভ্রান্তির উদ্ভাবক বলিয়া জানিবে । হে ভারত ! প্রমাদ, অলস ও নিজা প্রভৃতি এই তমোগুণের ক্ষমতা এই সকল ক্ষমতা বা শক্তি, নির্মূল আত্মাতে আরোপিত হইয়া আত্মাই যেন মুগ্ধ, আত্মাই যেন অলস, আত্মাই যেন প্রমাদশীল, আত্মাই যেন নিদ্রিত ইত্যাদি রূপে ভান হইয়া থাকে ; সুতরাং তথাবিধ ব্যবহারও হয়, অতএব প্রমাদ অলস্য ও নিদ্রাদি শক্তির দ্বারা তমোগুণ আত্মাকে নিবন্ধ করিয়া থাকে (৮) । হে ভারত !

এই তিন শ্রেণীর ফলিতার্থ এই যে, সত্ত্বশক্তি আত্মাকে সুখেতে সংশ্লিষ্ট করে, রজঃশক্তি ক্রিয়াতে সংশ্লিষ্ট করে, আর তমঃশক্তি, জ্ঞানশক্তি আবরণ পূর্বক প্রমাদাদি অবস্থায় সংশ্লিষ্ট করে (৯) ।

উক্ত সত্ত্ব, রজ, আর তমঃশক্তি, ঠিক এক সময়েই একত্র সমভাবে লক্ষ্যপদ হয় না। ইহারা আপন বলের পরিমাণানুসারে অপর দুটিকে অভিভব করিয়া উত্তেজিত হয়। সত্ত্বগুণ যখন পূর্ণমাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর তমঃশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় অভিভূত করিয়া ফেলে, আবার যখন মধ্যম বা সামান্য মাত্রায় সত্ত্বশক্তির উত্তেজনা হয় তখন মধ্যম বা সামান্য মাত্রায় রজ ও তমঃশক্তির অভিভব হয় ! হে ভারত ! রজোগুণ যখন পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন সত্ত্ব ও তমঃশক্তিকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় অভিভব করে। আবার তমোগুণও যখন পূর্ণ মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর সত্ত্বশক্তিকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় অভিভূত করে (১০) ।

এই দেহের মধ্যে রজঃশক্তি জনিত ক্রিয়াশক্তি এবং তমঃশক্তি জনিত পোষণশক্তি এককালে নিঃশূন্য হইলে (মস্তক অবধি পদতল পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার জ্ঞানকার্য্য নিষ্পাদক স্নায়ু সমূহ আছে, যেমন চাক্ষুশ স্নায়ু, শ্রাবণিক স্নায়ু, রাসনিকস্নায়ু, এবং সর্বদেহের চর্ম্মান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত স্পর্শগণ ক্রম গ্রহণের স্নায়ু সমূহ ইত্যাদি ; ইহাদের সকলের মধ্যেই যখন কেবল মাত্র প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়,

অর্থাৎ সমস্ত দেহটির মধ্যেই যখন আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় অথবা) চক্ষু কণ্ঠ প্রভৃতি যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান বা একাগ্রভাবে প্রগাঢ়তম উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই সত্ত্বগুণের প্রবলতাবস্থা জানিবে (১১)। হে ভরতর্ষভ! যখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যম, অশান্তি, এবং স্পৃহাদির বিকাশ হয়, তখন রজোগুণের প্রবলতা জানিবে (১২)। আর যখন তমোগুণের প্রবলতা হয় তখন, হে কুরুনন্দন! প্রমাদ, মোহ, অপ্রবৃত্তি, এবং অন্তরে অন্তরে এক প্রকার অপ্রকাশ অবস্থা যেন অন্ধকার অবস্থা, যাহাতে কোন প্রকার বিষয়েরই উপলব্ধি বা কোন প্রকার ক্রিয়া করা যায় না, দেহটা যেন অথর্ক হইয়া আইসে, এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে (১৩)। (ক)

সত্ত্বগুণের উদ্ভিক্তাবস্থায় যদি জীব এই দেহ পরিত্যাগ করে (মৃত্যু হয়) তবে, ঐশ্বরের স্থূল অবস্থা বিদগ্গণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহারাও সেই গতি (অমল স্বর্গলোক) লাভ করিয়া থাকেন (১৪)। আর যাহারা রজোগুণের প্রবলতাবস্থায় মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলে তাহারা বিহিত ও নিষিদ্ধ নানা প্রকার কুর্মাশক্ত মনুষ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, পরিণামেও তাদৃশ অবস্থাপন্নই হইলে। তমোগুণের উত্তেজনা কাগে যদি মৃত্যু হয় তবে গো, অশ্ব, মহিষাদি পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৫)।

যাহারা সাত্ত্বিক ভাবে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা

(ক) ইহার বিশেষ বিবরণ ধর্মব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য ।

হঃখ, মোহে, আবিস্মিত মিস্রগঃ সাত্বকঃ সুখের উপভোগ
 রে, বাহারী রাজসম্রাজ্যে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে তাহার
 হঃখ বিমিশ্রিত সুখভোগ করিয়া থাকে, আর বাহারী তামস
 ভাবে কন্মানুষ্ঠান করে তাহার কেবল অজ্ঞান, এবং হঃখই
 ভোগ করিয়া থাকে (১৬)। কারণ সৎশক্তি হহতে প্রকাশ
 স্বরূপ জ্ঞানশক্তির বিকাশ, রজঃশক্তি হহতে লোভের বিকাশ,
 আর তমঃশক্তি হহতে প্রমাদ, মোহ, এবং অজ্ঞানের বিকাশ
 হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি (১৭)। বাহারী সৎ-
 গুণের সর্বক তাহার পুরকালে দেবলোকাদিতে গমন করিয়া
 থাকেন, বাহারী রজোগুণসম্পন্ন তাহার মধ্যে অবাস্থাত
 করেন অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, আর বাহারী
 তমোগুণজানত প্রবৃত্তি চারিতার্থ করে তাহার হহার
 পরে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৮) (ক)।

এখন, একবারে নির্বাণযুক্ত কে তাহাও বলিতেছি;—
 যিনি, এই প্রাণ ও অপ্রাণ, জগতের মধ্যে যে কোন
 প্রকার ক্রিয়া নিম্পন্ন হইতেছে, তৎসমস্তই কেবল মাত্র

(ক) পূর্বে, মৃত্যুসময়ে সৎগুণ, রজোগুণ, ও তমোগুণের
 বিকাশ হলে কাহার কল্পণ গাতলাভ হয় এবং সাত্বক;
 রাজসিক, ও তামাসিকের মধ্যে কোন ভাবে কন্মানুষ্ঠান করলে
 কাহার কি ফল হয় ইত্যাদি বিষয় বলিয়াছেন; আর এইক্ষণে,
 কোন স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি অথবা সৰ্বদা কোন গুণজানিত কার্য
 করলে কাহার কি গতি হয় তাৎপর্য বলিয়াছেন, অতএব
 পুনরুপস্থিত করা হয় নহি।

এই সবঃ বজ, তমোগুণ এবং ইহা হইতে উপন্ন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি ব্রহ্ম পদার্থের কার্য্য, ইহারাই সমস্ত কার্য্যের কুর্ভা, আত্মা কখনও কোন ক্রিয়া করেন না, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং ত্রিগুণাতীত পদার্থ, এইরূপ অনুভব (অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি) করেন, তিনি মত্তাব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (১৯)। তিনি দেহোৎপাত্তর বীজভূত এই ত্রিগুণ অতিক্রমণ করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও জরাজানিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতোপভোগ করেন, (মুক্তলাভ করেন) (২০)।

অর্জুন বলিলেন।—হে প্রভো! কি কি লক্ষণের দ্বারা এই ত্রিগুণের অতিক্রমণকারী ব্যক্তিকে জানা যাইতে পারে, অর্থাৎ কি কি চিহ্ন দেখিলে আমি নিশ্চয় করিব যে “ইনি ত্রিগুণকে অতিক্রমণ করিয়াছেন,” এবং ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি কিরূপ আহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কি প্রকারেই বা এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায়, তাহা অনুগ্রহ পূর্বক বলুন (২১)।

ভগবান্ বলিলেন। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ প্রভৃতি যতকিছু, এই ত্রিগুণজনিত বৃত্তি বা কার্য্য আছে, তাহারা যখন উদ্ভূত হইয়া আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে, তখন ঐ সকল প্রবৃত্তি ও কার্য্যকে আপনার আত্মার প্রবৃত্তি বা কার্য্য বলিয়া যিনি ধারিয়া লয়েন না, এবং যিনি এইরূপ দুঃখ বা বিদ্বেষ না করেন যে “হায়, এই আমার তামসী প্রবৃত্তি হইয়াছে এতদ্বারা আমি বিমুক্ত হইলাম, এই আমার রাজসী প্রবৃত্তি হইয়াছে এতদ্বারা প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া আমি প্রকৃত রূপ হইতে বিস্থলিত হইলাম এই সাতিকী প্রবৃত্তি

উদ্ভেদিত হইয়া আমাকে, এববেকাৰণসম্পন্ন কারণেছে, এতদ্বারা ও আমি গুণবদ্ধ হইলাম, ইত্যাদি” ; আবার লম্বুচিত কারণ বশে এই সকল প্রকৃতির কয় বা অভাব হইলেও, “আমার আত্মার গুণ বিশেষের লয় হইল,” এই মনে করিয়া উহাদের স্থায়িত্ব আকাজকা না করেন ;—অর্থাৎ সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি এবং তদীয় কার্যকে, আপনা হইতে দ্বিতীয় বস্তুর কাৰ্য্য বলিয়া স্থিরতর ধারণাসম্পন্ন হইয়া, যিনি উহাকে অস্ত্রের কাৰ্য্যের স্থায় এককালে উপেক্ষা করেন, (২২) । এই দেহের মধ্যে থাকিয়াও যিনি উদাসীনবৎ অবস্থিতি করিয়া ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত না হইয়েন, দেহের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিস্পন্ন হইতেছে তৎসমস্তই একই একটি গুণ বা গুণবিকারের কাৰ্য্য, উহা আমার (আত্মার) কাৰ্য্য নহে । এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়েন ; এই দেহের কোন ক্রিয়া বা জ্ঞানোক্তির দ্বারা, কোন ক্রিয়া বা কৰ্ম্মোক্তির দ্বারা, কোন ক্রিয়া বা প্রাণাদি শক্তির দ্বারা কোন ক্রিয়া বা মন ও বুদ্ধ্যাদির দ্বারা নিস্পন্ন হইতেছে ; দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি জ্ঞানোক্তির দ্বারা, গ্রহণ গমন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি কৰ্ম্মোক্তির দ্বারা, কুম্ কুম্, পাক-স্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি বস্তুর ক্রিয়া সকল পোষণ শক্তি জনিত প্রাণাদি শক্তি দ্বারা নিস্পন্ন হইতেছে, আর মনের দ্বারা চিন্তাকৰ্ম্ম, আভ্যাসের দ্বারা অহঙ্কার, বুদ্ধিদ্বারা অধ্যবসায় এবং অন্তঃশক্তি দ্বারা অন্তঃশক্তি কাৰ্য্য সম্পন্ন হইতেছে ; সুতরাং ইহার কোন কাৰ্য্যই আত্মার নহে, এইরূপ জ্ঞানিয়া যিনি কোন কাৰ্য্যে কোন ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়েন, (২৩) ; যিনি সমস্তই স্থখ, যিনি সৰ্বদা আত্মাভেদেই

অবাস্থিত করেন, যিনি মূর্খপিত্ত, পাৰ্ধাণক ও কাঞ্চনকে সমজ্ঞান করেন, যিনি প্রিয় আর অপ্রিয় বিষয় এতদ্বয়ের তুল্যতা দশা, যিনি অগাধ ধৈর্য সম্পন্ন, নিন্দা এবং স্তুতিকে যিনি সমজ্ঞান করেন, (২৪); যিনি মান ও অপমানকে সমজ্ঞান করেন, শত্রু এবং নিকটে যিনি সমভাবে দেখেন, এবং যিনি সস্বারস্ত পারত্যাগী, তাহাকেই গুণাতীত বলা যায়, ইহা গুণাতীতের লক্ষণ, ইহা গুণাতীতের আচার, এই জ্ঞানের অভ্যাস করাই গুণাতীত হওয়ার কারণ, (২৫)। পরন্তু গুণাতীত হওয়ার আর একটি মুখ্য কারণ আছে তাহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোন মতেও গুণাতীত হওয়া যায় না, তাহাও তোমাকে বালতোহি, যে ব্যক্তি, অব্যভিচারিত বিবেকজ্ঞানস্বরূপ ভক্ত যোগের দ্বারা অথবা আবিষ্কৃতভাবে বিদ্যমান—জীবও দৃশ্যের অভেদ জ্ঞান পারশীলনের দ্বারা আমাকে (ঈশ্বরকে) সর্বদা ধ্যান করেন, তিনি পুরোক্ত সমস্ত গুণ রাশিকে আতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন (২৬)। কারণ আমহ (ঈশ্বরহ) অমৃত এবং অব্যয় স্বরূপ ব্রহ্মের প্রাতিষ্ঠা; আমারহ একাংশ ব্রহ্ম বা পুরুষ, অপরাংশ প্রকৃতি, আমি প্রকৃতি পুরুষাত্মক পদার্থ, অতএব ব্রহ্ম পার প্রকৃতি এতদ্বয়হ আমি (ঈশ্বর) একজ্ঞ জ্ঞানানন্তাস্বরূপ, সাস্বত ধর্মের আশ্রয়ও আমি (ঈশ্বর) আর তজ্জ্ঞানত একান্তিক সুখের আকরও আমি (ঈশ্বর) সুতরাং উক্ত প্রকারে ঈশ্বরারাধনা দ্বারাই সমস্ত সংসারিত হইতে পারে (২৭)।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পৃথকদশ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্,বালিনেন ।—এই বে,প্রকৃত পুরুষ সংযোগ দ্বারা
প্রকাশিত ব্রহ্মাদিস্তম পর্য্যন্ত সংসার। দেখিতেছ ইহাকে
একটি অশ্বথ বৃক্ষরূপে গণ্য করা যায় : কারণ বৃক্ষের শ্যাম
হহারও মূল, শাখা, স্কন্ধ, ও পত্র পশুবাতির কল্পনা হইতে
পারে ; গঙ্গা তরঙ্গের দ্বারা অক্ষসমুৎপাতিত অশ্বথ বৃক্ষের যেমন
মূলভাগ উচ্চদেশে অবস্থিত করে এবং শাখাগুলি নিম্নদেশে থাকে,
এই সৃষ্টি পর'পর গত-সংসার বৃক্ষও তেমন উচ্চমূল এবং অধঃশাখ,
হহার মুখ্য মূল উচ্চদেশে এবং শাখা সকল অধোদিকে
প্রসৃত হইয়া আছে, মায়াওসম্বন্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে
এই সংসার বৃক্ষটি বাহর হইয়াছে, এ নিমিত্ত তিনিই হহার
মুখ্য মূল। তিনি সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপ, নিত্য এবং
মহান্ এজন্ত তাহাকে উচ্চ বা উচ্চ হ বালিয়া ব্যবহার করা যায় ;
অতএব এই সংসার বৃক্ষটি উচ্চ মূল হইল। তৎপর, প্রথমোক্ত-
পন্ন সূক্ষ্ম দেহধারী পুরুষ অবাধ এই স্তম্বাদি পর্য্যন্ত যত প্রকার
প্রাণী বা জীব আছে ইহারা সকলেই সেই মূল হইতেই ক্রমে
ক্রমে প্রসৃত ও বিস্তৃত হইয়াছে, এজন্ত ইহাদিগকেই এই
বৃক্ষের শাখা বালিয়া গণ্য করা যায়। এই সকল জীবের অবস্থা,
আবদ্যা দ্বারা সম্ভব হইয়া, প্রকৃত চৈতন্য স্বরূপ অবস্থা,
নিত্যস্ত বিকৃত ও জড় ভাবাপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং ব্রহ্ম বা
স্বৈয়র হইতে নিকট ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্ত ইহাদিগকেই
অধঃ বা অধঃস্থ বালিতে পারা যায় ; সুতরাং এই বৃক্ষটি অধঃ-
শাখ হইল, অর্থাৎ ইহার শাখা সকল অধোদিকে প্রসারিত

হইতেছে বলা যায় । বেদাদি শাস্ত্র সকল, নানা প্রকার কৰ্ম-কাণ্ডের এবং কলক্রতিরও প্রতিপাদন করিয়া থাকেন । সেই অসংখ্য ক্রিয়া সমূহে এই বৃক্ষের গত্র স্বরূপে গণ্য হইতে পারে ; কারণ বৃক্ষ যেরূপ পত্রসমূহে সমাবৃত হইয়া এবং ঐশ্বর বায়ু গ্রহণ করিয়া আপন অস্তিত্ব বর্তমান রাখে, এই সংসার বৃক্ষও তেমন পরিব্যাপ্ত কৰ্মসমূহের দ্বারাই বিদ্যমান থাকে কৰ্মসমূহের দ্বারাই সংসার বৃক্ষের জীবনী শক্তি পরিরক্ষিত হয় । এক্ষণে এই কৰ্মসমূহের প্রতিপাদক বেদকেও উহার গত্র স্বরূপ গ্রহণ করা যায় । বেদাধ্যয়নের দ্বারা সংসার বৃক্ষের এইরূপ মৰ্ম্ম যিনি অবগত হইলেন তিনিই একান্ত বেদার্থবিৎ (১) ।

পূর্বে যে অধঃপ্রবাহিনী শাখার কথা বলিয়াছি তাহার মধ্যে কিছু বিশেষ আছে, তাহা এই, যদিচ পরম ব্রহ্ম অপেক্ষার সমস্ত জীবই নিকৃষ্ট বা অধোগত, অতএব এই সংসার বৃক্ষ অধঃশাখাই হইল তথাপি এই অধভাগের মধ্যেও আবার অপেক্ষাকৃত উর্ধ্ব ও অধভাগ আছে । গঙ্গাতীরে অদ্বৈত পাণ্ডিত বৃক্ষের শাখাগুলি যেরূপ মূল অপেক্ষার অধোগামী হইলেও কতকগুলি শাখা নীচে এবং কতকগুলি উপরে অবস্থিত কর, সংসার বৃক্ষের, জীব স্বরূপ শাখা গুলিও তেমন নিম্ন ভাগ এবং উপর ভাগে প্রসৃত হইতেছে, যাহারা পাপ পরারণ জীব তাহারা ক্রমে পশু, পতঙ্গ ও কীটাদি অধোযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে । আর যাহারা পুণ্যাচারী তাহারা দেবযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে ; অতএব এই বৃক্ষের শাখা নিয়ে, মনুষ্য লোক হইতে অর্থাৎ পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়াছে,

অবার উপরে, এই মনুষ্য লোক হইতেই সত্য লোক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । হে মনুষ্যবাহো ! বল সেকাদি ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ সাধারণ বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি লাভ করে এই জীব সমূহ স্বরূপ শাখা গুলিও তেমন দেহও হাঁসিয়ারাদি আকারে পরিণত ত্রিগুণের দ্বারা পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয় সমূহ ইহার শাখা সমূহের অসংখ্য পল্লব স্বরূপ বল যায় । এই গেল শাখার বিষয় । এই বৃক্ষের মূল সম্বন্ধেও কিছু বিশেষ আছে,—এই বৃক্ষের মুখ্য মূল স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাতে পুরোক্ত রূপে সর্বোচ্চেই বটে, তদ্ব্যতীত, পুরোক্ত মত বৃক্ষের যেরূপ একটা মুখ্য মূল থাকে আর তাহারই অন্তর্গত চতুর্দিক ব্যাপক আরও অসংখ্য মূল থাকে তন্মধ্যে তাদৃশ বৃক্ষের (গণা তীরস্থ অর্ধোৎপাটিত বৃক্ষের) যেটি মুখ্য মূল সেহি উপরের দিকেই থাকে, আর তাহার চতুর্দিক বর্তী যে সকল অবাস্তুর মূল থাকে, তাহার কতক গুলি উর্দ্ধ দিকে আর কতক গুলি অধোদিকে অবস্থিতি করে, সেইরূপ এই সংসার বৃক্ষেরও কতকগুলি অবাস্তুর মূল আছে, তাহার কতক গুলি অধোদিকে প্রসৃত আর কতক গুলি উর্দ্ধ দিকেও আছে; সুখজনক বিষয়ের অনুরাগ এবং দুঃখ জনক বিষয়ের বিদ্বেষের দ্বারাই জীবগণ এই মনুষ্যলোকে নানা প্রকার কন্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং তদ্বারাই জীব, হয় উত্তম যোনি না হইল ক্ষুদ্র যোনি প্রাপ্ত হয় । বাসনা না থাকিলে কেহ কেহ কন্মানুষ্ঠান করে না, ভাল মন্দ কোন যোনি প্রাপ্ত হইত না, সুতরাং সংসার থাকে না ।

অতএব বাসনাকেই এই সংসার বৃক্ষের অবাস্তুর মূল বলিতে পারা যায়। তন্মধ্যে যে গুলি নীচ বাসনা (বৈষয়িক সুখ বাসনা) সেই গুলিই অধঃপ্রকৃত, আর যেগুলি উচ্চ বাসনা (আত্মোন্নতি বিষয়িণী) সেইগুলিকে উর্দ্ধপ্রকৃত বলা যাইতে পারে (২)।

পরন্তু প্রকৃত তত্ত্বের অন্বেষণ করিলে যখন, এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় চৈতন্য মাত্র স্বরূপ আত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, তখন তদজ্ঞানোত্ত এই বৃক্ষের এইরূপ শাখা পর্ববাদি কিছুই অনুভূত হয় না। ইহা, স্বপ্নমরীচিকাতিরু গ্ৰায়, আবিদ্যা বিজুড়িত মিথ্যা পদার্থ, অতএব ইহার আদি, অন্ত বা স্থিতি ও উপলব্ধ হয় না। তথাপি অনাদি আবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা ইহা অতিশয় বর্ধ মূল হইয়া আছে, সুতরাং অত্যন্ত দুর্কচ্ছেদ্য। একমাত্র অনাসক্তিস্বরূপ সন্তোষদ্বারাই এই বৃক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন করা যাইতে পারে। অতএব অনাসক্ত সন্তোষ দ্বারা ইহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, (৩) পরে আত্ম স্বরূপ পরম স্থানের অন্বেষণ করিতে হয়—যেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে আর ফিরিয়া আসতে হয় না—পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদি হয় না। হে মহাবাহো! “যাঁহাহহতে এই সংসার বৃক্ষের চিরন্তনী প্রবৃত্তি হইয়াছে সেই আদ্য পুরুষকে প্রপন্ন হইলাম” এইরূপ ধারণা করিয়া নিজেই অস্তিত্বটা, তাঁহাতে ঢালিয়া দিতে হয়, তবে তাহাকে অন্বেষণ করা যাইতে পারে। ৪।

কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটনা, যাহারা অভিমান, বিষমত্বতা, এবং আসঙ্গ দোষ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

সমস্ত প্রকার কামনা, বাহাদের চিত্ত হইতে এককালে বিদূ-
 রিত হইয়াছে, সুখহঃখাদি বন্দুবারা বাহারা কিছুমাত্র অভি-
 ভূত না করেন, বাহারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে ভিন্নভাবে
 দেখিতে পান না, আর বাহারা সর্বদা সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয়
 বা পরমাত্মাতে নিরত, তাহারাই সেই অব্যয় স্থান প্রাপ্ত
 হইতে পারেন (৫)। যে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইলে পুন-
 র্কার আসিতে হয় না, তাহা স্বপ্রাকাশ পদার্থ। তাহা সূর্য্য
 চন্দ্রমা, কিম্বা অগ্ন্যাদি দ্বারা প্রকাশিত হয় না, প্রত্যুত
 তাহারই দ্বারা এই সূর্য্য শশাঙ্কাদি প্রকাশিত হইতেছেন
 সেই স্বপ্রাকাশ অরাস্থাই আমার প্রকৃত স্বরূপ (৬)।

এস্থলে তুমি মনে করিতে পার যে “সংযোগ হইলেই
 তাহার বিরোগ আছে, সুতরাং কোন স্থানে গমন করিলে
 ও আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, অতএব সেই পরমধামে
 গেলে (ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে) আবার সেখান হইতে প্রতি-
 নিবৃত্ত নাহইবে কেন?” কিন্তু তাহা হইলে তোমার
 অত্যন্ত ভ্রান্তি হইয়াছে, কারণ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি স্বর্গে
 যাওয়ার ন্যায় তুল্য ঘটনা নহে, উহা নিতান্ত বিভিন্ন ঘটনা
 তাহা তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি—এই জীবলোকে
 যত জীব আছে (প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য
 আছে) তৎসমস্তই আমার অংশ বিশেষ, সুতরাং উহা সনাতন
 (নিত্য)। পুরুষ, একটি মৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলে
 তাহার যেকোন এক একটি অংশ হইতে পারে, এই জীব-
 গণ আমার সেইরূপ অংশ স্বহে, কারণ আমি অখণ্ড অদ্বি-
 তীয় ও নিরবধি বস্তু, সুতরাং কোনমতেও আমার খণ্ড খণ্ড

ভাগ হইতে পারে না, তবে কি না, আকাশ যেরূপ অখণ্ড ও পরিব্যাপ্ত পদার্থ হইলেও, নানা প্রকার মেঘের সহিত সম্বন্ধ থাকতে, বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হয়; এক পরিব্যাপ্ত আকাশেই, যেখানে শুভ্রবর্ণ মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে সেইখানে শুভ্র বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং যেখানে নীল মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে সেইখানে নীলাকাশ, আর যেখানে রক্ত মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেইখানে রক্তাকাশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি রূপে, ভ্রমজ্ঞান বশতঃ একই আকাশ নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। আবার ঐ রক্তাকাশ, পীতাকাশ, ও নীলাকাশ প্রভৃতিকে মহান্ আকাশের অংশ বলিয়াও গণ্য করা হয়। আমিও সেইরূপ এক ও অখণ্ড পদার্থ হইলেও ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকতে প্রকৃতির এক এক ভাব গ্রহণ করিয়া এক এক ভাবে ব্যবহৃত হই, আমার যে স্থানটা, প্রকৃতি হইতে বিকসিত মন, এবং ইন্দ্রিয় গুলিকে গ্রহণ করে, তাহাই জীব বলিয়া খ্যাত; আবার ঐ মন, ও ইন্দ্রিয়াদি ও অসম্বন্ধ প্রকার ভেদ থাকতে অসম্বন্ধ প্রকার আকৃতি হইয়া থাকে, তাহারই আমার অংশ বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিক আমিই তাহারা এবং তাহারাই আমি ইহার মধ্যে কোন ভাগ বা অংশ হইতে পারে না (৭)। ঐ নেগেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির অধীশ্বর, তাদৃশ জীৱগণ যখন এই শরীরের পরিগ্রহ করে, আর যখন পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন, বায়ু যেরূপ গন্ধযুক্ত জঘা হইতে গন্ধ লইয়া যায় সেইরূপ উক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করিয়াই এই দেহের ত্যাগ কিম্বা দেহান্তরের প্রতিগ্রহ করে (৮)।

আত্মার কোনপ্রকার ক্রিয়া বা গুণ নাই ইহা অনেক বারই বলা হইয়াছে, অতএব জীবজন্ত অংশ সকল শ্রবণ, স্পর্শ, নমন, রসনা ভ্রাণ এবং মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার বিষয়ের অনুসেবা করিয়া থাকে। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিই বিষয়ের দ্বারা অভিসম্বন্ধ হয়, কিন্তু উহাদের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত উহাদের ক্রিয়া এবং ব্যাপারই আত্মার ক্রিয়া বা ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়, তাই আত্মাকে বিষয়ের অনুসেবী বলা হইল। এই তোমাকে জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ রহস্য বলিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইয়া যাহাদের অজ্ঞানাকার বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার এই জীব আর পরমের ভেদ ভাব সন্দর্শন করিতে পারেন, তাহার ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য দেখিতে পান না। এই ঘটনা বাস্তবিক কোন প্রকার প্রাপ্তি বা গমন পদার্থ না হইলেও ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত ইহাকেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা পরমধাম গমন বলিয়া ব্যবহার করা হয়। অতএব ইহা স্বর্গাদি গমন বা স্বর্গাদি প্রাপ্তির জ্ঞান সংযোগ বা নূতন প্রকার সম্বন্ধ বিশেষ নহে, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্রহ্মগমনের আর বিয়োগ হইতে পারে না (৯)।

উক্তপ্রকার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত অভিসম্বন্ধ থাকিয়া আত্মা সর্বদাই সুখ দুঃখ মোহাদির সহিত সম্বন্ধ আছে, এবং কত প্রকার বিষয়ের ভোগ করিতেছেন, আবার এই দেখে স্থিতি এক কেহাত্তর গ্রহণাদিও করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তথাপি অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ সন্নিহিত পদার্থকেও দেখিতে পার না, কেবল মাত্র

শাস্ত্র-চক্ষু ব্যক্তিগণই সন্দর্শন করেন (১০)। কিন্তু এতদ্বারা
 এক্ষণ বুদ্ধিওনা যে শাস্ত্রজ্ঞান স্নাত্রেই আত্মার সন্দর্শন হয়।
 পরন্তু, প্রথম শাস্ত্রজ্ঞান হইলে তৎপর ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম
 অভ্যাস হইলে রীতিমত সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া পরে
 আপন বুদ্ধি, মন ও অভিমানাদির মধ্যে অনুস্থিত ভাবে
 অবস্থিত আত্মাকে সন্দর্শন করা যায়। কিন্তু যাহারা অকৃতাত্মা
 ত্রবঃ অচেতাঃ অর্থাৎ বিহিত সঙ্ঘ্যাবন্দনাদি নিত্যনৈমিত্তিক
 কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহাদেরই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, নাই,
 রজোগুণ এবং তমোগুণের ভাব নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া
 নির্মল সত্ত্বগুণের পরিপুষ্টি দ্বারা আত্মানুভূতির উপযুক্ত হয়
 নাই, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন যাহাদের সম্পূর্ণরূপে অয়তন
 হয় নাই, তাহারা বহু যত্ন করিলেও আত্মসন্দর্শন করিতে
 পারে না (১১)।

এখন আর এক কথা শুন, পূর্বে যে আমার
 পরমধাম পরমপদের বিষয় বলিয়াছি তাহাই আমার
 সর্কাস্বকতা অবস্থা; সেই অবস্থা দ্বারাই আমি জগতের মধ্যে
 অনুস্থিত থাকিয়া নিখিল কার্য-নিষ্পত্তির সহায়তা করিতেছি।
 এই যে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যগত তেজোরূপি দেখিতেছ—যাহা
 এই অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, এবং এই যে সূর্য্যমণ্ডল
 ও হতাশনের মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দেখিতেছ উহা আমার সেই
 পরম ধামের তেজ বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ আমার সেই
 স্বপ্রকাশ স্বরূপ অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকিতেই, এই সকল
 জড় তেজঃ পরার্থও নিজের এবং অন্যান্য বস্তুর একাশে
 সমর্থ হইতেছে। নচেৎ লক্ষ লক্ষ সূর্য্য চন্দ্রাদির উদয় হইলেও

অগ্নি অক্ষরমর থাকিত (১১২) । আমার সেই পরম পদের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এই পৃথিবী, হাবর অক্ষর মমন্ত বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে, আমারই সমাবেশ থাকা নিবন্ধন এই সমস্ত ফল ফলাদি, রস বিশেষ স্বরূপ-স্বাদ পদার্থের দ্বারা, পরিপুষ্ট হইতেছে । অতএব আমিই এই পৃথিবী দ্বারা নিখিল বস্তু ধারণ করিয়া আছি, আমিই সোমরসের দ্বারা সমস্ত ফল ফলাদিকে পরিপুষ্ট করিতেছি (১৩) । আমার সেই অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকিতেই, এই জঠরীয় রসি প্রাণ ও অগ্নির শক্তির সহযোগে চর্ক, চোষ, লেছ, পেষ, এই চতুর্বিধ দ্রব্যকে পরিপাক করিতেছে ; অতএব আমিই ঐ সকল রূপে ঐ কার্য করিতেছি আমিবে (১৪) । আমিই সেই রূপে সমস্ত ভূতের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি ; এইজন্য সকল প্রাণীর স্থিতি এবং প্রকৃত জ্ঞান হয়, এবং পাপকর্ম্মাশ্রিত কালে বিপরীত জ্ঞানাদি হইয়া থাকে । ঋক্ প্রভৃতি সমস্ত বেদ আমারই সেই অবস্থার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, অতএব আমিই বেদের বেদ্য, আমার সেই অবস্থা হইতেই বেদ ও বেদান্তাদি প্রকাশিত হইয়াছে; আমিই বেদের তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥

‘হে মহাবাহো ! এই জগতে ছই প্রকার পুরুষ আছে, একটি স্কর বা বিনস্কর, আর একটি অক্ষর বা অবিনস্কর । এই যে স্থল ভূত ভৌতিক পদার্থ সকল দেখিতেছ ইহাঙ্কই নাম কর পুরুষ, কারণ ইহা বিনস্কর পদার্থ, আর এই স্কর নামক পুরুষের অর্থাৎ সমস্ত ভূত ভৌতিক পদার্থের কারণস্বরূপ যে মায়ী-শক্তি— যাহা কারণ স্বরূপে ‘নিখিল কাঠের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে’

তাঁহাকে অক্ষর পুরুষ বলা যায় (ক) ॥ (১৬) ॥ উক্ত কার্য আর কারণ স্বরূপ পুরুষদ্বয়, হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত আর একত্রকার পুরুষ আছেন, তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব চৈতন্য স্বরূপ, এজন্য তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয় । তিনি এই ত্রিলোকের মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট থাকিয়া জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজরূপে প্রত্যেক দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির উপর প্রভুত্ব করত, এই ত্রিলোকেই জীবিত করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, তিনি অব্যয়; তিনি ঈশ্বর । ১৭ ।

যেহেতু, আমি (আত্মা) পূর্বোক্ত অক্ষর আর অক্ষর নামক পুরুষের অতীত, এবং শ্রেষ্ঠ এই জন্ত লোকে এবং বেদেতে আমি (আত্মা) “পুরুষোত্তম” বলিয়া খ্যাত (১৮) ॥ যে ব্যক্তি সর্বথা অসম্মত হইয়া এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া আমাকে জানেন হে ভারত ! সেই সর্ববিদ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ প্রেমের সহিত আমাকে ভজন করিয়া থাকেন (১৯) ।

হে অনঘ ! এই গুহ্যতম তত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্র তোমাকে

[ক] কারণ ও কার্য ভেদে যে দুই জাতীর জড় পদার্থের বিভাগ করিলেন, ইহারা পুরুষের উপাধি বিশেষ, অর্থাৎ স্বর্ক-ব্যাপক আকাশ স্বরূপ সমস্ত বস্তুর সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়া এই সমস্ত বস্তুকেই আকাশের উপাধি বলিতে পারা যায় । উহাও সেইরূপ সেই সর্বব্যাপক চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের উপাধিস্বরূপ, এই জন্যই ইহাদিগকে “পুরুষ” বলিয়া ব্যবহার করিলেন, বাস্তবিক ইহারা পুরুষ নহে, ইহারা জড় পদার্থ ।

বলা হইল, হে ভারত ! এই তম হৃদয়কম করিতে পারিলে
লোক বুদ্ধিমান এবং কৃতকার্য হইয়া থাকে (২০) । ∴ ∴

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষোড়শ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন ।—বসুন্ধ্যের তিন প্রকার প্রকৃতি
সম্ভবে, একটি দৈবী, একটি আত্মরী, আর একটি রাক্ষসী
প্রকৃতি । ইহারা ক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে
সমুৎপন্ন হয় । এতন্মধ্যে ষাঁহার দৈবী প্রকৃতির আদান করিয়া
জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের আশ্রয়িতা বা মুক্ত্যাদি হইতে
পারে । যদিও ইহা পূর্বে (৯ম অধ্যায়ে) একটু সূচনা করা
হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, এতন্মধ্যে আবার বিস্তার
রূপে বলা যাইতেছে,—

অভয়, সত্ত্বগুণ, আর জ্ঞান এবং যোগ বিষয়ে নিষ্ঠা (ক)
ইত্যাদি কয়েকটিকে প্রধানতমগুণ এবং শক্তিকে “দৈবী বা

• (ক) “এই পুত্র কলত্রাদি সমস্ত পরিজনবর্গু এবং সকল
প্রকার পরিচ্ছদ ও প্রতিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র
একাকী আমি কিরূপে জীবিত থাকিব” এইরূপ ভীতির উদয়
না হইয়া প্রত্যুত উহাতেই এক প্রকার উৎসাহ বিশেষের নাম
“অভয়” । অস্তঃকরণের নির্মলতা অর্থাৎ সম্যক্রূপে আশ্রয়ত্ব
পরিষ্করণের উপযুক্ততাই “সত্ত্ব সংগুণি” । আশ্রয়ত্বাদি প্রকা-
শক শাস্ত্রের একতৃতাৎপর্য গ্রহণ করিয়া যে সংস্কার বিশেষ

সাত্বিকী প্রকৃতি বা দৈবী সম্পাদ বলা যায়। এই গুলি পাত্ৰম হস্ত আশ্রমে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আর দান শক্তি দমশক্তি, যজ্ঞ ঐর্ষ্য, স্বাধ্যায় শক্তি এবং তপঃ শক্তি প্রভৃতি (খ) কতকগুলি শক্তিও সাত্বিকী বা দৈবী প্রকৃতি কিংবা দৈবী সম্পাদ বলিয়া জানিবে, এই গুলি অশাংশক্রমে চতুরাশ্রমেই বিকসিত হয়। আর আর্জব, অহিংসা, সত্য,

জন্মে তাহাকে "জ্ঞান" বলে। সেই জ্ঞান, কার্যে পরিণত করার নিমিত্ত অর্থাৎ দেহাদি জড়পদার্থের অতীত আত্মতত্ত্ব অনুভবের নিমিত্ত চিত্তেকাগ্রতাদির অভ্যাস করাকে "যোগ" বলে। এই জ্ঞান আর যোগেতে সর্বদা নিষ্ঠা থাকাকে "জ্ঞান যোগ নিষ্ঠা" বলে।

(খ) আপন পরিজন এবং সংপাত্রে যথা শক্তি অগ্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়ারকে "দান" বলে। বাহ্যেস্ত্রিয়ের সংযম, ঋতুকালাদ্যতিরিক্ত কালে স্ত্রী সংস্পর্শাদির অভাবকে "দম" বলে। দেবতাদির উদ্দেশে এক এক ক্রিয়া বিশেষকে "যজ্ঞ" বলে। যজ্ঞ চারি প্রকারে বিভক্ত যথা—দেব যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ এবং মনুষ্য যজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশে যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা হয় তাহাই দেব যজ্ঞ, আর শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকে পিতৃ যজ্ঞ বলে, কাক ও কুকুরাদি প্রণীকে অন্নদানের নাম ভূত যজ্ঞ, এবং অতিথি সংকারকে মনুষ্য যজ্ঞ বলে। আত্মোন্নতি বাসনার বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক তদীয় নিগূঢ়ার্থ হৃদয়স্থম রূপকে স্বাধ্যায় বলে। শারীরিক, রাচনিক ও মানসিক সে একরূপ ক্রিয়া বিশেষ আছে তাহার নাম তপ। ইহার বিবরণ স্বয়ং ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ে বলিবেন।

অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশ্বম, সর্বভূতদয়া, অলোলুপত্ব, মৃত্যুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, এবং অমানিত্বাদি শক্তিগুলিও (গ) দৈবী বা সাত্বিকী প্রকৃতি বা দৈবী সুন্দর বলিয়া কথিত হয়। এই গুলি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধর্মে মধ্যস্থ বিকসিত হইতে পারে। হে ভারত! যাহারা পূর্ব জন্মের কুর্মানুসারে এই দৈবী প্রকৃতির বীজ লইয়া

[গ] অবক্র • স্বভাবকে অর্জ্যব বলে ; কোন প্রকার প্রাণী-বিনাশের হেতু না হওয়াকে “অহিংসা” বলে ; কাহারও দ্বারা আক্রোশ বা তাড়না প্রাপ্ত হইয়া যে তৎপ্রতিকারের নিমিত্ত বৃন্তবিশেষ বিজৃম্বিত হয় তাহার নাম “অক্রোধ” , সমস্ত কর্মকণ ভগবানে সমর্পণ করাকে “ত্যাগ” বলে । মন জয় করার ক্ষমতাকে “শান্তি” বলে, পরোক্ষে পরদোষাদি কাতনের প্রবৃত্তিকে “পৈশ্বন” বলে, সেই বৃন্তের সংযম করার ক্ষমতার নাম “অপৈশ্বন” ; সর্বদা ভোগ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলেও তাহাতে আসক্ত না হওয়াকে “অলোলুপতা” বলে ; স্ত্রী, বালক অন্নবৃদ্ধি ও কুল্লাক দ্বারা অভিভূত না হইয়া আত্মাকে স্থির রাখিতে পারাকে “তেজ” বলে ; অপকারীর প্রত্যপকারে সামর্থ্য স্বেচ্ছাও শান্ত থাকার ক্ষমতাকে “ক্ষমা” বলে ; কথাবিহিত কার্যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অবসাদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে ধৈর্যযুক্ত রাখিবার ক্ষমতাকে এখানে “ধৃতি” বলে ; বিনপ্রয়োগাদিষে মায়ী ও অন্তাদি না থাকাকে এখানে শৌচ বলা হইয়াছে, এ সমস্ত কথা অন্ততঃ অন্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কিন্তু এখানে এইরূপই তাৎপর্য্য । (মধুসূদন সং)

জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাদেরই পরিণামে নানাবিধ কারণের সাহায্যে, এই সকল শক্তি গুলি পরিস্কৃতিত হইয়া থাকে (১, ২, ৩)।

দম্ব, দর্প, ক্রোধ অভিমান, বিচরিতা, এবং প্রমাদ আলস্য, মোহ প্রভৃতি রজস্তমোগুণজাত প্রকৃতিকে আশুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বলে; অর্থাৎ এই সমস্ত প্রকৃতি যদি অমুরাগ হেতু প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আশুরী, এবং বিদ্বেষ হেতু প্রকাশিত হইলে, তাহাকেই আবার রাক্ষসী প্রকৃতি বলা যায়। হে পার্থ! যাহারা প্রাক্তন দূরদৃষ্ট কলে অসৎ কুল হইতে এই সকল কুপ্রকৃতির বীজ লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে, তাহাদের পরিণামেও বিবিধ কারণের সাহায্যে এই সকল কুপ্রকৃতি বিকসিত হয় (৪)।

এই যে ত্রিবিধ প্রকৃতির কথা বলা হইল তন্মধ্যে দৈবী প্রকৃতির দ্বারা মোক্ষ লাভ, এবং আশুরী আর রাক্ষসী প্রকৃতির দ্বারা সংসারে বন্ধন হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত হইওনা, কারণ তুমি সৎ-কুলজাত, অতএব দৈবী সম্পদের বীজ গ্রহণ করিয়াই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, তোমার নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে (৫)।

হে পার্থ! এই জগতে দুই প্রকার সৃষ্টি বিখ্যাত আছে, একটি দৈবী আর একটি আশুরী, তন্মধ্যে দৈবী সৃষ্টি বিস্তার পূর্বক বলিয়াছি; একনে আশুরী সৃষ্টির কথা শ্রবণ কর (৬)। তাহাদিগকে এই বক্ষ্যমাণ লক্ষণ লক্ষ্য দেখিবে, তাহাদিগেরই আশুরী সৃষ্টি জানিবে, এবং তাহারাষ্ট আশুর প্রকৃতির লোক বলিয়া কীর্তিত। আশুর প্রকৃতি লোকেরা ধম্ম অধম্ম ও

তৎপ্রতিপাদক বাক্য সকল (বেদ) জানেনা ও মানেনা; সুতরাং তাহাদিগের শোচ বা আঁচার বা সত্যনিষ্ঠা থাকেবা (৭)। তাহারা বলিয়া থাকে যে “এই জগতে সত্যতত্ত্ব প্রকাশক কোন গ্রন্থ নাই, বেদ সত্য প্রকাশক নহে—উহা মিথ্যা বিষয়ের প্রতিপাদক, ধর্ম্মাধর্ম্ম্য নামেও বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই এবং তাহার ব্যবস্থাপক ঈশ্বরও নাই, এই প্রাণীজগৎ কেবল কাম প্রযুক্ত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধাধীনেই সন্তৃত হইয়াছে, তদতীত ইহার আর কোন কারণ নাই” (৮)। উক্ত নষ্টাশ্মা ও অন্ন বুদ্ধি গণ এই প্রকার কুজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া জগতের অহিত ছনকৃ বা ক্ষয় কারক অতি ভয়াবহ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সুতরাং উহারা এই জগতের পরমশত্রু, (৯) উহারা অতি দস্ত, মান্য ও মদাস্বিত হইয়া থাকে, দুম্পূর অভিলাষের আশ্রয় লইয়া কোহ পরবশে নানাপ্রকার অসহুপায়ের অবলম্বন করে এবং তদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে, আর অত্যন্ত অশুচিত্রিত হয় (১০)। মরণকাল পর্য্যন্ত ইহারা অপরিমের বিষয়ার্জনও মংরক্ষণ-চিন্তাতেই বিব্রীত থাকে, এবং কেবল বিষয় ভোগকেই অত্যন্ত সার পদার্থ বলিয়া মনে করে (১১)। ইহারা শত শত আশা পাশ দ্বারা নিবদ্ধ থাকিয়া ঘোর কাম ক্রোধ পরবশে নানাবিধ কাম্য ভোগের নিমিত্ত অন্যায-পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া সর্ব্বদা কেবল “অদ্য এই লাভ করিলাম কল্য অমুক মনোরথ পরিপূরণ করিব, আজ আমার এই সম্পত্তি আছে, পরে আমার এত হইবে, এই শত্রুকে আজ দমন করা গেল, অন্য শত্রুগণকে এইরূপে পরাসিত ও নিহত

‘করিব, আমি অত্যন্ত প্রলুভশালী আমি ভোগী, আমি একজন
জগৎের মধ্যে সিদ্ধ, বলবান ও সুখী পুরুষ এবং একজন
সম্পৎশালী ও মহাকুলীন, এই সংসারে মৎসদৃশকে আজু
আমি শত শত দান ও যজ্ঞ করিয়া যশ প্রতিভাদি দ্বারা
সকলের উপরিস্থ হইব, তখন কি অতুল আনন্দই হইবে’
ইত্যাদি অসংখ্য কুকার্য ও কুপ্রযুক্তির সেবক হইয়া
থাকে (১২।১৩।১৪।১৫) ।

উক্ত কামোপভোগ প্রসক্ত ব্যক্তিগণ ঐরূপ বিবিধ কুসংস্কার
দ্বারা ভ্রান্ত ও মোহ জ্বলে সমাবৃত হইয়া ঘোর ও অশুচি নরকে
নিপতিত হয় । যদি মনে কর, যে উহাদের মধ্যে যাহারা কথিত
ভাবে দান যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে তাহাদের নরক হইবে কেন,
পরন্তু তত্তৎদান ও যজ্ঞাদি দ্বারা উহাদের স্বর্গ হওয়াই উচিত ।
তাহা তোমার ভ্রান্তি ; কারণ উহারা আপনাপনি আপনাকে
শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া দত্তসহকারে ঐ সকল কার্যাদির অনুষ্ঠান
করিয়া থাকে (১৬) । তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প কাম ও
ক্রোধের আশ্রয় লইয়া, উহাদের নেহাভ্যন্তরবর্তী আমাকে
(ঈশ্বরকে) বিদ্বেষপূর্বক অস্ময়া করিয়া থাকে । ঈদৃশ ক্রুর
মনা ঈশ্বর বিদ্বেষক অশুভদর্শী নরাধমদিগকে আমি সর্বদা
এই সংসারে আত্মর-ঘোনিতে নিম্নেপ করি ; হে,কৌন্তেয় ! ঐ
যুচ ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মেই অস্মর ঘোনী প্রাপ্ত হইয়া আমাকে
স্বাক্ষরিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অধমাপতি প্রাপ্ত হইয় (২০) ।

হে ধনঞ্জয় ! কাম ক্রোধ আর লোভ এই তিনটিকেই
আত্ম বিনাশের মূল কারণ এবং ঘোর নরকের দ্বার বলিয়া
জানিবে অতএব এই তিনটিকে প্রথমেই পরিত্যাগ করা

আবশ্যক (২০). হে,কৌন্তেয়! যেব্যক্তি এই তিন নরকের
 দ্বার হইতে বিমুক্ত হয় সেই আশ্রম প্রকৃত শ্রেয়স্বর: আচ-
 রণ করে এবং, উদ্ধারা পরমাগতি প্রাপ্ত হইতে পারে (২২)।
 যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছাচারের অমুভর্তী
 হইয়া বিচারণ করে সে কখনই সিদ্ধি, সুখ ও উৎকৃষ্ট গতি-
 লাভ করিতে পারে না (২৩)। অতএব তোমার পক্ষেও
 কর্তব্য ও অকর্তব্য অবধারণ বিষয়ে এক মাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ
 বলিয়া গণ্য করা উচিত, এবং শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম সফল
 অবগত হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য (২৪)। [ক]

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

(ক) ভগবান পূর্বে বলিয়াছেন যে, আমি উন্নত বা অবনত,
 কাহার প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া কলহস্ত করি না, আবার
 যেন তাহার বিপরীত মর্মপ্রকাশক কথা বলিবেন। ইহার
 অতি মনোহর মীমাংসা আছে, কিন্তু এ সমস্ত বিষয় এখানে
 বিস্তার করা তত আবশ্যিক মনে করি না। ধর্মব্যাখ্যায়
 সমস্তই দেখিতে পাইবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জুন বলিলেন হে কৃষ্ণ! যাহারা আগ্রহাদি দোষে শাস্ত্রীয় বিধি অবগত নহে, সুতরাং অনেক কাৰ্য্য শাস্ত্রের উল্লেখন করিতেছে অথচ পরম্পরাগত যে সকল বিহিত ও নিষিদ্ধ কাৰ্য্য আছে তাহারই শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান ও বর্জন করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এটি, কি নিষ্ঠা হইল? উহা কি সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা, কি রাজসী নিষ্ঠা কি তামসী নিষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইবে তদ্বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক বলুন (১)। শ্রীভগবান বলিলেন, মনুষ্যাঙ্গের স্বভাবতই তিন প্রকার শ্রদ্ধা রহিয়াছে। একটি সাত্ত্বিক, একটি রাজসী আর তামসী শ্রদ্ধা। এবিষয় বিস্তার পূর্বক বলিতেছি শুন। তদ্বারাই তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। হে ভারত! প্রত্যেক পুরুষেরই অন্তঃকরণের অনুরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, বা তামসিক; যেরূপ সংস্কার রাশি দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ গঠিত তদনুরূপই, তাহাদের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। সত্ব প্রধান অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকি বিষয়ে শ্রদ্ধা অনুরাগ বিশেষ হয়, রজ প্রধানে রাজসিক বিষয় এবং তমঃ প্রধানে তামসিক বিষয়ে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। এই হইল শ্রদ্ধার বিবরণ। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। এই ধে শাস্ত্রীয় জ্ঞান-শূন্য কৰ্ম্মাধিকৃত পুরুষের কথা বলিলে, উহাকে যাদৃশ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ দেখিতেছ তাহাতেই উহার অন্তঃকরণের নিষ্ঠা (সংস্থিতি) জানিবে; কারণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ বিশেষ বা শ্রদ্ধা দেখিরাই পুরুষের অন্তঃ-

করণের অবস্থা জানা যায়। তাহার অন্তঃকরণ কি সঙ্কণেই
নিষ্ঠা সম্পন্ন, কিম্বা রজোগুণে, অথবা তমোগুণে তাহা বুঝিতে
পারা যায় ; কেননা, পুরুষের বুদ্ধি এবং মন প্রভৃতি অন্তঃ-
করণ সঙ্ক, রজঃ, এবং তম এই ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত,
ত্রিগুণ কিছু কখনই আপনাপন কার্য অর্থাৎ . আপনাপন
শ্রীবুদ্ধির নিমিত্ত তদুপযুক্ত বিষয়ের সহিত আশক্তি বা
অনুরক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। সঙ্কগুণ সাত্ত্বিক বিষ-
য়ের সহিত আশক্তি বা অনুরক্তি করিবে ; রজোগুণ, রাশসিক
বিষয়ের সহিত এবং তমোগুণ, তামসিক বিষয়ের সহিত
আশক্তি করিবে, অতএব এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বা ত্রিবিধ
অনুরাগময়ই পুরুষের হৃদয় ; সুতরাং যে পুরুষের যে দিকে শ্রদ্ধা
বা অনুরাগ বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে বা যাহার সেই গুণের
আধিক্য আছে, সে সেই গুণেই নিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়া
বুঝিতে হইবে। যাহার রাজস বিষয়ে শ্রদ্ধা দেখা যায় সে
রজোগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন, যাহার তমোগুণ বিষয়ে শ্রদ্ধা দেখ,
সে তমোগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন, আর যাহার সাত্ত্বিক বিষয়ে শ্রদ্ধা
দেখা যায় সে সঙ্কগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন জানিবে।

ইহার কএকটি উদাহরণ বলিতেছি তবেই সুস্পষ্ট বুঝিতে
পারিবে। যাহারা . স্বভাবভঃই দেবোপাসনার শ্রদ্ধা সম্পন্ন
তাহাদের সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা ; যাহারা শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া কেবল যক্ষ-
রাক্ষসাদির উপাসনা করে তাহাদের রাজসী নিষ্ঠা, আর
যাহারা তৃত প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা
করে তাহাদের তমোগুণে নিষ্ঠা বুঝিতে হইবে। অতএব
তুমি যাহা ব্যক্তির কথা বলিয়াছ তিনি যখন স্বভাবগুণ .

শ্রদ্ধা দ্বারা বিহিত দেবগণাদির অর্চনা করেন তাঁহাদের
 সাত্বিকী নিষ্ঠাই জানিবে (৪) (স্তবে অবশ্য অমোক্ষণেরও
 প্রগলভতা আছে; নতুবা এধ্যয়নাদি বিষয়ে আলস্যাদি থাকিত
 না, অতএব সাত্বিকী নিষ্ঠা হইলেও বিগুহ সাত্বিকী নহে,
 কিন্তু তর্কো বিমিশ্রিত সাত্বিক নিষ্ঠা বলাযাইতে পারে)
 নিষ্ঠাজ্ঞানের আরও লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর,— যাহারা কাম
 রোগ বলাষিত হইয়া দম্ব ও অহঙ্কার সহকারে, অশাস্ত্র
 বিহিত, ঘোর তপস্যা করে (৫)। এমন কি, অতিশয়
 কঠোরচরণ দ্বারা শরীরস্থ ভূত ভৌতিক পদার্থ গুলিকে
 বিগুহ করিয়া ফেলে, সুতরাং শরীরভিমানী আত্মাকে ও
 নিপীড়িত করে; সেই বিবেক বুদ্ধি রহিত বিচৈতা ব্যক্তি
 দিগকে মনুষ্যাকার অসুর বা আসুরী নিষ্ঠা সম্পন্ন (রজগুনো
 নিষ্ঠা সম্পন্ন) বলিয়া জানিবে (৬)। এতদ্ব্যতীত ত্রিবিধ
 আহার, ত্রিবিধযজ্ঞ, ত্রিবিধতপ, ও ত্রিবিধ দানের দ্বারাও
 সত্বাদিগুণ নিষ্ঠা বা দৈবীনিষ্ঠাদি জানা যাইতে পারে; কারণ
 উক্ত আহারাদি সমস্তই এক এক প্রকার প্রকৃতি ভেদে এক
 এক প্রকার লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ
 করিয়া বলিতেছি গুন (৭)। যে দ্রব্য আহারে দ্বারা আয়ু,
 চিত্তের শৈর্ষ্য, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি
 বিবর্জন করে, যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহ প্রধান, যে দ্রব্য
 আহার করিলে, তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্যন্ত শরীরে স্থায়ী
 হয় আর যাহা হৃদয় (কোন প্রকার বিকট, অথবা উগ্র
 গন্ধযুক্ত নহে) স্পৃহা দ্রব্য সকল সাত্বিক লোকের প্রিয়
 হইয়া থাকে; আর যে সকল দ্রব্য রুচু, অন্ন লবনযুক্ত,

এবং উৎসর্গ, তীক্ষ্ণ ও ক্রুদ্ধ কারক, এবং উত্তাপ বর্জক উহা স্নাত্তিক প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে, ঐ সকল আহারের দ্বারা হৃৎ শোক ও নানা প্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্জুনক এবং মিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে), এবং পুতিমৎ, পখ্যসিত উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার সকল তামস লোকের প্রিয় হইয়া থাকে (১০)।

ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া কেবল মাত্র কর্তব্যতা বোধে, যথাবিধি-যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে সাত্তিক যজ্ঞ কহে (১১), এবং ফল কামনার বশবর্তী হইয়া কিম্বা বশোলিঙ্গা দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয়, হে উরুত ! শ্রেষ্ঠ, তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে (১২)। যে যজ্ঞ, বিধি হীন, অন্নদান বিহীন, মন্ত্র বিহীন ও উপযুক্ত দক্ষিণা বিহীন এবং শ্রদ্ধা বিরহিত তাহাকে তামস যজ্ঞ বলে। ১৩।

এখন তপস্যার পুণ্ডেদ গুন, হেৰতা, ব্রাহ্মণ, কুরু এবং সাধু ব্যক্তির পূজা, শৌচ, গুণ্ডতা, ব্রহ্মচর্য, এবং অহিংসা, ইহাকে শারীর তপ বলে। (১৪) অহুৎসেপকর সত্যপ্রিয় এবং হিত বাক্য প্রয়োগ, বেদ এবং গ্ৰন্থাদির আভ্যাস করাকে বাঙ্ৰত তপ বলে। (১৫) মনের প্রশস্ততা (বিষয় চিন্তার ব্যাকুলতা না থাকে), মৌন্যতা (সর্ব লোক হিতৈষিতা), মৌন (নিসিদ্ধ বিষয় চিন্তা না করা), আশ্র বিনিগ্রহ (সমস্ত বস্তুর নিরোধ করিয়া মনের স্বরূপনিরোধ করা), ভাবশুদ্ধি (কাম ক্রোধাদির নিবৃত্তি, কিংবা অকণ্ট-ব্যবহার), ইহাকে মানসিক তপ বলে। (১৬) যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন তাহাদিগের

" সাংস্কৃতিক তপস্যায় বলা যায় (১৭) যাঁহারা মনুষ্যসমাজে সংস্কার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দৃষ্টিভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যায় অহুষ্ঠান করেন সেই পারত্রিক ফল শূন্য তপস্যাকে রাজস্ তপস্যা বলে। (১৮) অতি ছুরাগ্রহের দ্বারা, পরের উৎসাদনের নিমিত্ত 'আম্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করে তাহাকে তামস বলিয়া জানিবে (১৯) ।

অতঃপর দানের বিবরণ বলা যাইতেছে ; উপকারক ব্যক্তির প্রত্যাশার মানসে নহে, কিন্তু কেবল দাতব্য মাত্র বোধে যে উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে দান করা যায়, তাহাকে সাংস্কৃতিক দান বলে (২০)। প্রত্যাশার কামনায় কিম্বা ফল কামনায় মনকষ্ট সহকারে যে দান করা যায় তাহাকে 'রাজস' দান কহে (২১)। এবং দেশ কাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে, অসং-কার ও অবজ্ঞাসহকারে যে দান করা যায় তাহাধ নাম তামস দান। অতএব হে ধনঞ্জয় তোমাকেও সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক যজ্ঞ ও সাংস্কৃতিক দান করা কর্তব্য (২২)।

পরন্তু, ইহাও সত্য যে উক্ত যজ্ঞাদি কিয়া সকল সর্বদা বিঘ্ন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর ; সুতরাং উপযুক্ত ফল ব্যাধাতের আশঙ্কা আছে, কিন্তু এমন একরূপ উপায় আছে যদ্বারা সমস্ত অভাব পরিপূর্ণ হইয়া এই সকল যজ্ঞাদি পূর্ণ ফলদায়ক হয়। পরমাত্মা 'পরমেশ্বরের এই তিনটী নাম আছে একটী 'ও' একটী 'তৎ' একটী 'সৎ' ইহা বেদ বেদান্তে আছে এবং

* ইহার বিশেষ বিবরণ ধর্মব্যাক্যায় জুটব্য ।

ঋষিগণও আপনাপন স্বতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজাপতি যখন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ ও বেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন এই তিনটি নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই জন্য যাহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা ওঁ কারের উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান, ও তপস্যাदि বিহিত ক্রিয়ার সর্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৪)। যাহারা যোক্ষাকাজ্ঞী তাহারা “তৎ” শব্দের অভিধান পূর্বক ফলাভিসন্ধান বিরহিত তপ, যজ্ঞ, দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৬)।

হে পার্থ! এই “সৎ” শব্দটি সাঁধু ভাব লুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানাদি নিষ্ঠাতে ও “সৎ” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর কেবল মাত্র ব্রহ্ম জ্ঞানানুকূল ক্রিয়াকেও “সৎ” বলিয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণের সমাধান সহকারে “ওঁ” “তৎ” “সৎ” এই ত্রিবিধ ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত কৰ্ম সৰ্ম্পূর্ণ হইতে পারে। যে যজ্ঞ, যে দান, যে তপস্যা অশ্রদ্ধা পূর্বক কৃত হইয়া থাকে তাহাকে “অসৎ” বলে। তাদৃশ কার্যের দ্বারা না ইহকালে কোন ফল সাধন হয় না পরকালেই কোন ফল দায়ক হয়। অতএব হে অর্জুন, তোমার যেন তাদৃশ মতি কখনই নষ্ট হয় (২৮)।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

অর্জুন বাললেন,—হে মহাবাহো ! সংন্যাস ও ত্যাগ এই উভয়ের কি পার্থক্য আছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না । হে কেশীনিম্বদন ! হে হৃষীকেশ ! তদ্বিশয় জানিবার নিমিত্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে (১) ।

শ্রীভগবান বলিলেন,—সংন্যাস ও ত্যাগের বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই, সংন্যাসেরই একটু বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বলে । পশ্চিমতগণ কাম্যকর্মের পরিত্যাগ করাকে “সংন্যাস” বলিয়াছেন এবং সমস্ত কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাকেই “ত্যাগ” বলিয়াছেন । অতএব সংন্যাসেরই বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বলিয়া গণ্য করা হইল (২) । পরন্তু এই ত্যাগ বা সংন্যাস বিষয়ে কোন কোন ঋষিগণের, একটু জটিলমত সিদ্ধান্ত দেখিয়া আশাততঃ মতদ্বৈধের আশঙ্কা হয়, এবং তদ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে কোন দ্বৈধ বা বিরোধ নাই । অতএব তদ্বিশয় মীমাংসা করিয়া বলা যাইতেছে, কোন কোন ঋষিগণ বলিয়াছেন যে জীব, দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা, যে কোন ক্রিয়া করে তৎসমস্তই বন্ধের হেতু হইয়া থাকে, অতএব অন্তঃ দোষের দ্বারা, দেহ মন, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নিস্পাদ্য সমস্ত কর্মই পরিত্যজ্য আবার কেহ কেহ তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন । তাহারা বলেন যজ্ঞ, দান, ও তপ প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, অতএব ইহা পরিত্যজ্য নহে (১ ২ ৩) । হে ভরতসন্তম, এতদুভয়পক্ষের মীমাংসা

আম্বুর নিকট তন, ত্বে পুরুষপ্রবর । শান্ত্রে ত্রিবিধত্যাগের বিষয় উল্লিখিত আছে, একটি আত্মিকত্যাগ, একটি রাজসিক-ত্যাগ, আর একটি তামসিকত্যাগ, তাহা অতঃপর বলা যাই-তেছে (৪) । ফল কথা, যজ্ঞদান ও তপ প্রভৃতি কৰ্ম্ম কখনই পরিত্যজ্য নহে, তাহা সৰ্ব্বদাই অনুষ্ঠান করা উচিত ; কারণ যজ্ঞদান তপ প্রভৃতি কৰ্ম্মদ্বারা মনোবিদগের (বাহারা ফলাভ-সন্ধিরহিত তাহাদিগের) দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিগুঢ়ি বা নিশ্চলতা (আত্মানুভবের উপযুক্ততা) সম্পাদিত হইয়া থাকে (৫) । অতএব, আসক্তি ও ফলকামনা পরিশূন্য হইয়া এই সকল কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, হে পার্থ ! ইহাই আমার নিশ্চিত মত জানিবে (৬) । যে মনোবিগণ বন্ধন ভয়ে কৰ্ম্মপরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা কাম্যকৰ্ম্ম * বলিয়া জানিবে, কারণ কাম্যকৰ্ম্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত চিত্তগুঢ়ি হয় না, কিন্তু স্বর্গাদি ফলই হইয়া থাকে, সুতরাং মুক্তি না হইয়া বন্ধনই হইল । অতএব বাহারা ঐহিক পারত্রিক কোনপ্রকার সুখভোগের বাসনা রাখেন না, কেবলমাত্র মুক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মিজ্ঞানের দ্বারা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে আত্মার উপলব্ধি হইতেছে, সেই ব্রাহ্মির বিদ্বাশ হওয়া প্রার্থনা করেন, তাহাদের কাম্যকৰ্ম্ম করার প্রয়োজন নাই । কিন্তু যে সমস্ত নিত্য

* অমুক কার্যের দ্বারা আম্বুর অমুক প্রকার সুখলাভন হইবে, এই উদ্দেশ্যে যেকোন কৰ্ম্ম করা যায়, তাহাকে কাম্য-কৰ্ম্ম বলে ; যথা, অশ্বমেধ, রাজপেয় ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ ।

ও নৈমিত্তিক কার্য আছে, অর্থাৎ : সন্ধ্যা বন্দন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দুর্গোৎসব, দীপাধিতা, জগদ্ধাত্রী, রটপ্তী, রাস, দোণ, ইত্যাদি ইহাদের পরিত্যাগ করা কখনই, যুক্তিবুদ্ধ মনে; কারণ এ সকল কর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান হইলে জীবের কদাচ বন্দন হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব মোহ বশতঃ এই সকল কর্মের পরিত্যাগ করাকে তামস পরিত্যাগ করা বলে (৭)। যাহারা কায়ক্লেশে ও অর্থ ব্যয়াদির ভয়ে অতিশয় কষ্টজনক বলিয়া কর্ম পরিত্যাগ করে তাহাকে রাজস পরিত্যাগ বলে। এই ভাবে কর্ম পরিত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল লাভ করা যায় না (৮)। হে অর্জুন ! যাহারা সমস্ত আশক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র কর্তব্যতা বোধে সন্ধ্যা, বন্দন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দুর্গোৎসবাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহাই মাত্তিক ত্যাগ। কর্মে আশক্তি ও ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করাকেই কর্ম ত্যাগ বলে, ক্রিয়ার ত্যাগকে কর্মত্যাগ বলে না ইহাই আমার মত (৯)। যিনি অকুশল কর্মকেও কিছুমাত্র বিদ্বেষ করেন না এবং শুভজনক কার্যেতেও ব্যাসক্ত না হন, সেই মেধাবী চিহ্নসংশয় সত্বসমাবিষ্ট ব্যক্তিই কর্মত্যাগী বলিয়া গণ্য (১০)। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির বিদ্যমানতা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রাণীরই অশেষ কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভবে না; কারণ জীবন ধারণ করিতে হইলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয় না হইয়াই পারে না, এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও নিবৃত্ত থাকে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত “কর্ম পরিত্যাগ করা” কথা সারা ক্রিয়ার পরিত্যাগ করা অর্থ বুঝতে হইবে না, কিন্তু যাহারা

কর্মের ফলত্যাগী তাহারই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন (১১)।

কর্মের ত্রিবিধ ফল হইয়া থাকে, যথা ;—ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট বিমিশ্রিত। যাহারা ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাদের পরকালে ত্রিবিধ ফলই হইয়া থাকে, যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী তাহাদের কি ইহকাল কি পরকাল কখনই কোন কর্মফল হয় না (১২)।

হে মহাবাহো! পাঁচটি কারণের দ্বারা সমস্ত কর্মফল নিঃসন্ন হইয়া থাকে, ইহা কর্ম বন্ধন বিষোচক সমস্ত বেদান্ত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সেই পাঁচটি কারণ তোমাকে বলিতেছি, (১৩)। ১ম, অধিষ্ঠান (দেহ), (২য়), কর্তা (অবিবেক বশে এই দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন আত্মা) ; ৩য়, করণ (ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি), ৪র্থ, বিভিন্নরূপ চেষ্টা ; এবং ৫ম, অদৃষ্ট * (১৪)। মনুষ্য, শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা ন্যায্য বা অন্য্যয্য যে কোন প্রকার কর্ম নিঃসন্ন করে তৎসমস্তই এই পাঁচটি কারণ হইতে সম্পাদিত হয় (১৫)। যেক্ষক্তি, এইরূপ কারণ পঞ্চকের দ্বারা নিঃসাদ্যমান কার্য্যেতে, অবিবেক বশতঃ, সমস্ত ক্রিয়া গুণ বিরহিত নিত্যব্রহ্ম বুদ্ধ মুক্তস্বভাব চিৎস্বরূপ আত্মাকে “কর্তা” বলিয়া মনে করে সেই নরাধম নিত্যব্রহ্মই ছর্ষ্যতি, সেই ব্যক্তিই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম ফলের ভোগ করিয়া থাকে (১৬)। যে মুহাস্বার তাদৃশ কর্তৃত্ব বোধ পাই—দেহেইন্দ্রিয়াদি কারণ-

* অদৃষ্টের বিস্তার বিবরণ “ধর্মব্যাক্যার” অষ্টব্য।

পক্ষের দ্বারা নিশাদায়মান কার্যে আত্মার কর্তৃত্ব মনে করেন না, আত্মায় অকর্তৃত্ব জ্ঞান থাকা নিবন্ধন কোন প্রকার দুঃখ ও সুখাদির দ্বারা বাহ্যিক বুদ্ধি বিচলিত না হয়, অতুল সুখে ও বাহ্যিক কিছুমাত্র অনুরাগ আর দুঃখেতেও কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব না হয়, কাহার ঐ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা এই মনুষ্যাদি প্রাণীগণ নিহত হইলেও তিনি কাহারও হত্যার কর্তা হইবেন না, তৎপাপের দ্বারাও নিবন্ধ হইবেন না (১৭)।

ক্রিয়া ও কর্তৃত্বাদি বিষয়ে আর এক প্রকার বিবেক আছে তাহাও তোমাকে বলিতেছি, তবেই আত্মার অকর্তৃত্বাদি বিষয়টা আরও পরিষ্কৃত হইবে। পূর্বে (১৪ শ্লোক) দেহ, ইন্দ্রিয়াদি পাঁচটিকেই সমস্ত কর্মের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, কিন্তু কাহারো কি নিমিত্ত কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাও এখন বলিতেছি ; জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও পরিজ্ঞাতা (ক) এই তিনটিই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া জানিবে, ভাবিয়া দেখ, এই জগতে যিনি যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করেন না কেন তাঁহাকেই প্রথমে সেই বস্তুটি জানিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত “এগুলি অন্ন” ইত্যাকার জ্ঞান না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া হইতে পারে না। অন্ন বলিয়া জ্ঞান হইয়াই তৎপর তাহাকে উদরসাৎ করান নিমিত্ত হস্ত ও

(ক) জ্ঞান শব্দের অর্থ এখানে ‘জানু’, আর জ্ঞেয় শব্দে জ্ঞাতব্য ইচ্ছা অনিষ্ট বস্তু উভয়ই বুঝিতে হইবে, এবং পরিজ্ঞাতা শব্দের অর্থ, অবিবেক বশে ইন্দ্রিয় মনু ও বুদ্ধ্যাদির সহিত আত্মার অভিন্নতা অবস্থা।

সুখাদির ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, অতএব বস্তুর জ্ঞান থাকাকা হস্তাদির ক্রিয়ার কারণ হইল। কিন্তু কেবল অগ্নের জ্ঞান হইলেই হইবে না “এই অগ্নিগুলি আমার উপকারক” ইত্যাকার নিশ্চয় থাকা আবশ্যিক, নচেৎ উহা আহার করিতে কদাচ প্রবৃত্তি হইবে না। অতএব উপকারক বা অরূপকারক ভাবে জ্ঞাত বিষয়ও ক্রিয়া প্রবৃত্তির কারণ। তৃতীয়তঃ অবিবেক বশে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সহিত যদি বিমিশ্রণ বা মাখামাখিভাষ না থাকে তবে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সকলেই কাষ্টলোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিবে। উহাদের কাহারও কোন প্রকার জ্ঞান বা প্রকাশ হইতে পারিবে না; কারণ চৈতন্য পদার্থের সহিত একতাভাব থাকতেই উহারা চৈতন্য হইয়া থাকে। সেই অবস্থা বিশেষকেই পরিষ্কাতা বলা হয়, সুতরাং পরিষ্কাতা না থাকিলে এই অগ্নি জ্বলনের জ্ঞান বা হস্ত পদাদির ক্রিয়া হইয়া উহাদিগকে উদরসাৎ করা প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে পারে না। অতএব পরিষ্কাতাও ক্রিয়ারন্তের ধূলী; কিন্তু আত্মা ইহার কোন কারণই হইবে না। আর কার্যনিষ্পাদন করিতে যে ব্যাপার বা ক্রিয়ারিশেষের প্রয়োজন হয় তাহা ও ইন্দ্রিয়, বিষয়, এবং মনের উপরেই—কিন্তু আত্মাতে কখনই থাকে না, অতএব আত্মা নিতান্ত নিলেশ পদার্থ ইহা জানা গেল।

এখন জ্ঞান ক্রিয়া আর কর্তা যে, সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যাহা গুণমীমাংসা শাস্ত্রে (সাধ্যাদর্শনে) কথিত আছে, তাহা প্রবণ কর ॥ ১১ ॥ জ্ঞানের দ্বারা, এই বিভিন্নাকার প্রতীয়মান নিখিল জগতের

‘মধ্যে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয়, অবিভক্ত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হইবেন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞানকেই সম্যকদর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান বলে (২০)। (এই জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হইল)। আর যে জ্ঞানের দ্বারা, প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট পৃথক পৃথক ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা রাজস জ্ঞান জানিবে। এই জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না, ইহা অসম্যক জ্ঞান (২১)। আর যে জ্ঞান কেবল মাত্র বহুল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে তৎসমস্তকেই দেহ বা দেহীয় বস্তু বলিয়া দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার যুক্তি বা হেতু নাই, তাহা তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরেরই কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামস জ্ঞান বলিয়া থাকে (২২)।

এখন ক্রিয়ার প্রভেদ গুন, আসঙ্গ এবং রাগ, ঘেব, ও ফল কামনা বিরহিতভাবে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ক্রিয়া বলে (২৩)। আর ফলপ্রাপ্তি কামনা এবং অহঙ্কার সহকারে অতি কষ্টকর বোধে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে রাজসক্রিয়া বলে (২৪)। ভবিষ্যতের সুখসুখফল, এবং শক্তি, ক্ষয়, অর্থক্ষয়, আর পুরিষ্কৃনাতির ক্ষয়, প্রাণীহিংসা, এবং আত্মসামর্থ্যাদি পর্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান, অবিবেকবশে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে তাহাকে তামসক্রিয়া বলে (২৫)।

অতঃপর কর্তার প্রভেদ বলা যাইতেছে ;—যিনি সমস্ত ক্রিয়া-
তেই আসক্ত ও অহকারীণ্য এবং ধৃতি, অধাবসার ও উৎসাহ
সম্পন্ন, ক্রিয়ার ফললাভ ও অলাভে যাহার কিছুমাত্র, মনো-
বিকার না হয়, তাঁহাকে সাহিত্তিককর্তা বলে (২৬)। যে ব্যক্তি
অমুরাগসম্পন্ন, এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষী, যিনি পরদ্রব্যেতে,
সহৃদ, বা উপযুক্ত পাত্রাদিতে ধনদানে কুণ্ঠিত, যে ব্যক্তি
পরপীড়ন-স্বভাব এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ বিবর্জিত, যে
ব্যক্তি কর্মফলের লাভ ও অলাভ বিষয়ে অত্যন্ত হর্ষ বা
অত্যন্ত অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে রাজসকর্তা
বলে (২৭)। যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন
কার্যেতেই বিশেষরূপ মনঃসমাধান নাই, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত
অসংকৃত অর্থাৎ নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া
প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় তদনুযায়ী
কার্য করিয়া ফলে, জ্ঞান পর্য্যালোচনা দ্বারা কিছুমাত্র
পরিমার্জিত হয় নাই, সহৃদদেশের দ্বারা যাহাদিগকে কোন
প্রকারেই নমান যায় না অর্থাৎ অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী, (অন্তঃ-
করণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে,)
এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতঃপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্বদা
অবসন্নভাব, অসংসারদোষমূত্রা, এপ্রকার কর্তাকে তামসকর্তা
কহে (২৮)।

হে ধনঞ্জয় ! মন এবং ধৃতির ও সাহিত্তিকাদিভেদে তিন প্রকার
পুণ্ডরীক আছে তাহা পৃথক পৃথকরূপে বিস্তারপূর্বক বলা
যাইতেছে, (২৯)—যে মনদ্বারা প্রবৃত্তি, নবৃত্তি, কর্তব্য, অকর্তব্য,
অভয় ও বক্রন, মেকাদি জ্ঞান যাইতে পারে তাহাকে

সাধ্বিকমন বলে (৩৩) । যে মনদ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কার্যকার্যাদি প্রকৃতরূপে না জানিয়া না বুঝিয়া অনাথা জ্ঞান জন্মে, হে পার্থ ! তাহার নাম রাজস মন (৩১) যে মন দ্বারা অধর্মকে ধর্ম এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিপরীত ভাব প্রকাশক মনকে তামস মন বলিয়া জানিবে (৩২) ।

এখন ধৃতি বা ধারণার বিষয় শ্রবণ কর, —যে ধারণাশক্তি বিশেষ দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বদা সমাধান বলে উন্ন্যর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্তি করা যায়, হে পার্থ ! তাহাই সাধ্বিকী ধৃতি (৩৩) । হে অর্জুন ! যে ধারণাদ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের মন অর্থ কামাদির উপরে আসক্ত বা অনুরক্ত হয় তাহার নাম রাজসিক ধৃতি (৩৪) । যে ধারণা বিশেষের দ্বারা সর্বদাই মনোমধ্যে শোক ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্ভিক্ত হইয়া থাকে, সেই দুঃখেদা ব্যক্তির ধারণাকে তামসিক ধৃতি বলে (৩৫) । হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এখন তিন প্রকার সুখের বিভাগ শ্রবণ কর ;—ক্রমিক অস্ত্যাস দ্বারা অনেক কষ্টে যে সুখের (সমাধি সুখের) সম্ভোগ করা যায়, কিন্তু বিষয় সুখের ত্রায়, সদ্য সদ্য লাভ করা যায় না, যেসুখ লাভ করিতে পারিলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া যায়, কিন্তু বিষয় সুখের ত্রায় উহার সঙ্গে কিম্বা অস্তে, কোন প্রকার দুঃখের অপেক্ষা থাকে না, যাহা (বৈরাগ্য সমাধির অনুর্তানাদি) আত্মাস সাধ্য উপায়ের দ্বারা নিস্পন্ন হয়, এজন্য প্রথমে অতি বিবেচনের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অমৃতোপম হয়, যাহা আশ্রিত্ত্ব বিষয়িণী বুদ্ধির

প্রসন্নতাবস্থায় বিকসিত হয়, সেই সুখকে সাত্বিক সুখ বলে (৩৭)।

বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সংযোগাধীন যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অতীব কষ্ট দায়ক তাহাকে রাজস সুখ বলে (৩৮)। নিদ্রা আলস্য এবং প্রমাদ দ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়—যাহা এইক্ষণে এবং পরিণামে ও আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে তামস সুখ বলে (৩৯)।

এই কৰ্তা, কৰ্ম, ক্রিয়া, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রভৃতি যেরূপ ত্রিগুণাত্মকতা নিবন্ধন তিন প্রকার বিভাগ করিয়া বলিলাম, জগতের প্রত্যেক বস্তুই এইরূপ উক্ত ত্রিগুণের দ্বারা সংগঠিত ; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই স্থল কক্ষে তিন প্রকার বিভাগ হইতে পারে। অধিক কি, এই পৃথিবী স্বর্গ বা দেবলোকে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা উক্ত প্রকৃতিজ তিন গুণ হইতে বিমুক্তভাবে আছে, অর্থাৎ তাঁতজ্জ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, এবং দেবতাদি সকলেই ত্রিগুণাত্মক (৪০)। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়ারও পার্থক্য আছে, যে সত্ত্ব গুণাধিক তাহার এক প্রকার ক্রিয়া, যে রজো গুণাধিক তাহার এক প্রকার ক্রিয়া ; এবং যে তমোগুণাধিক তাহার অন্য প্রকার ক্রিয়া। আবার ইহার অবাস্তব ভেদেও গুণাবলম্বগ থাকিতে ক্রিয়ার পার্থক্য আছে, ইহা পুরোহিত বিস্তার মতে দেখাইয়াছি। হে পরম্পর ! মনুষ্যের মধ্যেও উক্ত গুণত্রয়ের হতর বিশেষ থাকিতে স্বভাবের অনেক প্রকার পার্থক্য আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ সারি প্রকার

বিভাগ করা যায়, যথা, সাত্বিক স্বভাব, রজপ্রধান স্বভাব, তম প্রধান স্বভাব, রজস্তমো বিমিশ্রিত স্বভাব; * তন্মধ্যে বাহ্যিক ব্রাহ্মণ, তাঁহারা সাত্বিক স্বভাবের দ্বারা, বাহ্যিক ক্ষত্রিয় তাঁহারা রজ স্বভাব দ্বারা, শূদ্রগণ তম স্বভাব দ্বারা, এবং বৈশ্যগণ তমোবামিশ্রিত রজ স্বভাব দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন। উক্ত চতুর্বিধ গুণভেদ জানিত চতুর্বিধ স্বভাব অনুসারে উক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদিগের পৃথক পৃথক ক্রিয়া প্রবর্তিত আছে (৪১)।

যথা,—শম, (মনঃসংযম করা) দম, (দশবিধজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মোদ্ভয়ের সংযম করা) তপঃ (পূর্ব কথিত শারীরিক মানসিক এবং বাচনিক ক্রিয়া বিশেষ) শারীরিক এবং মানসিক শৌচ, ক্ষমা, (কাহারদ্বারা অপকৃত হইলেও মনোবিকার না হওয়া) সরলতা, জ্ঞান, (বেদের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারা), বিজ্ঞান (অন্তর্ভাগের অনুভূতি বা মানসিক প্রত্যক্ষ থাকা), আর আন্তর্য অর্থাৎ সাত্বিকী শ্রদ্ধা, এই সকলগুলি ব্রাহ্মণ জাতের স্বভাবজাত ক্রিয়া (৪২)। (ক)

* স্বভাব শব্দে এখানে সত্ত্বরজঃ প্রভৃতি গুণ বশে পূর্ব জন্মের কর্মানুষ্ঠান জানিত ভাল, মন্দ সংস্কার রাশি কর্ম্ম অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত প্রকৃতি ও বুঝাইতে পারে।

(ক) অভ্যাস, চেষ্টা, সংসর্গ, এবং উপদেশাদির সাহায্য ব্যতীত আপনা হইতেই বাহ্যিক যে ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহাকে স্বভাবজ ক্রিয়া বলে, যেমন ব্যাঘ্রের হিংসা ক্রিয়া, পক্ষীর উড়মনক্রিয়া, মৎস্যের সঙ্গক্রিয়া ইত্যাদি। যাহা

এইরূপ শৌর্য, ভেদ, ধৈর্য, বুদ্ধাদি কার্যোৎসাহ, এবং মৃত্যু বা পরাভব নিশ্চয় হইলেও পরায়ম না করণ, দান, শীলতা, এবং সকলকে নিয়মন করণ সামর্থ্য, এই সকল

বহু স্বপ্নাদির সাহায্যে সম্ভরণ করিতে পারে, চেষ্টা করিতে করিতে লক্ষ্য বস্তু দ্বারাও হৃ-চাঞ্চিহাত উপরে উঠিতে পারে; কিন্তু ইহাকে স্বভাবজ ক্রিয়া বলা যায় না, ইহা নৈমিত্তিক ক্রিয়া। এই যে শমদমাদি ক্রিয়ার কথা বলা হইল তাহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই স্বভাবজ, আর অন্যান্য জাতির পক্ষে যদি কাহারও ঐরূপ ক্রিয়া হয় তবে তাহা নৈমিত্তিক ক্রিয়া বলিয়া বুলিতে হইবে।

অবশ্যই, এখনকার ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সকল ক্রিয়া স্বাভাবিক কেন নৈমিত্তিক ভাবেও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া এই ভগবদুক্তিতে কাহারও সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ যাহাদের ঐ সকল ক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক ভাবে নাই, প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রকৃতির ব্যক্তি, শাস্ত্রে তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ ও পশ্বাদি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণয় আছে, তাহারা কেহ বা পশুজাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা চণ্ডাল জাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা মেছজাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা মিথাল জাতীয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইহা অত্রিসংহিতায় আছে।

অনেকে, ভগবান্ হর্কাসা কপিলাদির চরিত্রেও ক্রোধের বিষয়ে এই ভগবদুক্তির বিরুদ্ধ ভাব আরোপ করিয়া এই কথার সংশয় করিতে পারেন; অতএব তদ্বিষয়েও সঙ্কল্পে কিছু বলা আবশ্যিক। হর্কাসা প্রভৃতি পরমাত্ম স্বরূপ বহু

ক্রিয়াগুলি কৃত্রিমের স্বভাবজাত হয়, আর অন্যাত্মের হইলে তাহা নৈমিত্তিক বলিয়া জানিকে (৪৩)। কৃষি বাণিজ্য এবং পশু-পালনাদি করা কৈশ্যজাতের স্বভাবজনিত ক্রিয়া অর্থাৎ স্বভাব হইতেই উহার। ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ নিপুণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। অন্য জাতীর পক্ষে উহা তাদৃশ হইলেও নৈমিত্তিক বলিয়া জানিবে। শূদ্রের কেবল পরিচর্যা, কষ্মই স্বভাবজ ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির পক্ষে উহা নৈমিত্তিক বলিয়া জানিবে (৪৪)। এইরূপে যাহার যেরূপ স্বভাবজাত ক্রিয়া প্রবিভক্ত আছে তাহাতে নিরত থাকিলেই মানব যথা সম্ভব সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। উহা কি ভাবে হইয়া থাকে তাহা বলিতেছি। শ্রবণ কর :—(৪৫) যাহা হইতে এই স্থাবর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে, সেই পরাৎপব পরমেশ্বরকে যথাবিহিত কষ্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিতুষ্ট করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রসাদত সেই কষ্মের দ্বারা মানব আত্মাত্মভূতির

দিগের ক্রোধাদি অসংবৃত্ত বা ভক্তি প্রভাত সংবৃত্তি কিছুই ছিল না, কারণ তাঁহারা এককালে ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি, তাঁহারা সাত্বিকাদি সমস্ত স্বভাবই আতক্রম করিয়াছিলেন, তবে যে তাঁহাদের দ্বারা কখনও মহত্তির কার্য্য এবং কদাচিত্ অসৎ প্রবৃত্তির ন্যায় কার্য্যও দেখা গিয়া থাকে, তাহা তাঁহাদের নিদ্রিত ব্যক্তির মশকাদি তাড়নের স্থায়ী দৈহিক সংস্কারানুসারে হইয়াছে, অতএব উহা তাঁহাদের স্বভাবের পরিচায়ক নহে। ঋষি ব্যাখ্যা এই বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন।

ক্ষমতা (চিত্তবুদ্ধি) লাভ করিয়া পক্ষে (৪৬)। মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বভাবনিয়ত কন্ম। তাহা বাধে অন্য জাতির কন্ম অপেক্ষা হ্রস্বতর বা নাচ ও হয় তথাপি তাহার পক্ষে তদপেক্ষায় উহাই শ্রেয়স্কর জানিবে ; কারণ স্বভাব নিয়ত কন্মের অনুষ্ঠান করিলে তদ্বারা পাপ হইতে পারে না (৪৭) ॥

হে কোণ্ডেয় ! স্বভাবনিয়ত কন্ম যদি দোষযুক্তও হয়, তথাপি তাহা পারত্যাগ্য নহে; কারণ অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ সংসারে সমস্ত অনুষ্ঠানই দোষের দ্বারা সংসৃষ্ট ভাবে আছে (৪৮)। তবে যখন প্রত্যেক বিষয় হইতে বুদ্ধি অনাসক্ত হয়, সমস্ত হস্তিয়ার এবং মন যখন সর্বোত্তমভাবে বিজিত হয়, এবং যখন সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিষয়ে এককালে নিম্পুহ বা বিতৃষ্ণতা অবস্থা হয়, তখনই যথাবিধি কন্মসংগ্রাম করিলে আশ্ববোধ লাভ করিতে পারে (৪৯)। হে কোণ্ডেয় ! বিবেকজ্ঞান স্বরূপ সিদ্ধি লাভ করিলে অকরূপে ব্রহ্ম লাভ হয় তদ্বিষয় আবারও সংক্ষেপে বলা বাহ্যেতেছে, তৎসঙ্গে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাননিষ্ঠাও প্রদর্শিত হইবে (৫০)।

কপটতা, বঞ্চনা, এবং ঙ্গীয়া অহুয়াদ যে কোন প্রকার চিত্তমাগ্নি আছে তৎসমুদয় প্রকাশন পূর্বক নিস্তান্ত নিশ্চলচেত হইয়া, প্রগাঢ় ধৈর্যের দ্বারা হস্তিয়ার সমুদয়কে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া, কার্যকর ও ঐন্দ্রিয়ক সুখসাধক যে কোন প্রকার বিষয় আছে তৎসমস্তই পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র পরীরতির ক্ষমতা হইতে পারে একরূপ আশীরের পারগ্রহ করিবে, এবং অনুরাগ আর বিচ্ছেদকে দূরে পারত্যাগ করিবে, নিজজন স্থানে একবার

কসতি করিবে, লঘু আহার, করিবে, ক্রীকার, বাক্য। এবং মনকে সংযত তাবে রাখিবে, বশীকার বৈরাগ্যের (ক) অবলম্বন পূর্বক সর্বদা সমাধি যোগের অনুষ্ঠান করিবে (খ) (৫২) এবং অহঙ্কার, কামরাগাদযুক্ত সামথ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত মমতা শূন্য হইয়া অগ্নাধ শান্তি-সম্পন্ন ভাবে অবস্থিতি করাকে জ্ঞাননিষ্ঠা বলে। ঈদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩ ॥

যিনি ব্রহ্মাত্মভব করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি কোন বিষয় বিলাসের নিমিত্ত কিছুমাত্র অহুতাপানুভব করেন না, আবার প্রাপ্তির জন্যও কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষাবান হইবেন না, তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হইবেন, এবং জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান স্বরূপ আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। জীবাখার সহিত আভিন্ন দর্শন স্বরূপ ভক্তি দ্বারা ই আমি কত প্রকারে অবস্থিতি করিতেছি এবং কিরূপ পদার্থ, তাহা তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারে, অর্থাৎ আমার অপরিসংখ্যেয় উপাধি এবং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে, তখন, আমি আর সেই জীব যে একই পদার্থ তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আর কোন প্রকার দুঃখ শোক সুখ মোহাদি কিছুমাত্র থাকে না, ইহার নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ইহারই নাম মুক্তি (৫৫)।

এতদ্ব্যতীত বাহারা সর্বদা আপন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও

[ক] বৈরাগ্যের বিবরণ ধর্মশাস্ত্রের প্রাপ্তি দ্বারা।

[খ] ধর্মশাস্ত্রের সমাধি যোগের সুবিধার বর্ণনা আছে।

প্রাণাদি সমুদয়কে আমাতে ঢালিয়া দিয়া। নকামভাবে সমস্ত
কর্মের অন্তর্ধান করেন, তুমিহারা। আমার প্রসাদাৎ কৃষ্ণজ্ঞান
হইয়া সাধত ও অব্যয় পদ লাভ করিতে পারেন (৫৬)।
অতএব তুমিও, বিবেক, বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্মফল এবং
তাহার কর্তৃত্বাদি সমস্ত ব্যাপার আজ বিস্তৃত করিয়া মৎ-
পরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগের আশ্রয় লইয়া সর্বদা মর্চ্চিত
হও (৫৭)। সর্বদা মর্চ্চিত হইতে পারিলে আমার প্রসাদাৎ
সংসার বীজ স্বরূপ দুর্গ সকল অতিক্রম করতে পারিবে, আর
যদি অহঙ্কার বশগ হইয়া আমার এই সকল সত্য ও হিতকর
উপদেশগুলি গ্রহণ না কর তবে বিনষ্ট হইবে (৫৮)। তুমি
যদি • অহঙ্কার বশে আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া
যুদ্ধ না করার মনন কর, তবে সে অধ্যবসায় তোমার
মিথ্যা হইবে ; কারণ প্রকৃতির দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তোমাকে
যুদ্ধ করিতেই হইবে (৫৯)। হে কোত্তের ! স্বীয় পভাবজ
ক্রিয়া দ্বারা যে কায্য (যুদ্ধ) অভিসম্বদ্ধ আছে, তাহা করিতে
তুমি ইচ্ছাধীন প্রবৃত্ত না হইলেও পভাব পরবস হইয়া করি-
তেই হইবে (৬০)। হে অর্জুন ! ঈশ্বর সকলের হৃদয়দেশে
অবাস্থতি করিতেছেন তিনি মায়াদ্বারা আপনাপন প্রাকৃতন
সংস্কার (অদৃষ্ট) ও জাত্যুচিত (ক) (পুর্কোক্ত) স্বভাব নিকট
প্রাণীগণকে যজ্ঞারূঢ় বস্তুর আয় এই সংসার রাজ্য পরিভ্রমণ
করাইতেছেন,—প্রাচীর্ণিত করিতেছেন। অতএব স্বভাব

। (ক) ইহার স্ত্রীমাংসা • কর্মব্যাধ্য। ৭ম ৮ম খণ্ডে দেখিতে
পাইবেন ।

কর্তব্য কৰ্ম্ম হোম না করিয়াই থাকিতে পারিবে না (৬১)
 হে ভারত! তুমি পরম যত্ন এবং সর্বাঙ্গকরণের সাহায্যে
 সেই পরমেশ্বরকে পূরণ গণ্ড, তবেই তাহার অসাদাৎসে
 শান্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে
 পারিবে (৬২)। আমি এই আতঙ্কিত উদ্ভাবনকল্পে তোমাকে
 সবিশেষে বাগ্‌লাম, এই সকল বিষয় অশেষরূপে পর্যালোচনা
 করিয়া যাঁহা করিতে হইয়া হয় কর (৬৩)।

আমি আবার ও সকল হৃদয় পরম বাক্য তোমাকে বাগ-
 তোছি, অবাহত হইয়া জবাব কর, তুমি আমার নতান্ত প্রিয়
 পাত্র তাই তোমাকে পরম হিতকর বাক্য উপদেশ করি-
 তোছি,—তুমি সৰ্বদা মনুনা (দেখরাগত মনস্ক) হও, অহঙ্ক
 (ঈশ্বর ভক্ত) এবং মদ্যাজী (দেখরপূজক) হও, সৰ্বদা
 আমাকে (ঈশ্বরে) নমস্কার কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই
 আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আমার
 নিতান্ত প্রিয়পাত্র আমি ইহা প্রাতঃকাল স্বরূপ তোমায় বাগ-
 তোছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না (৬৫)। অথবা তুমি,
 সমস্ত ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মজনক যে কোন প্রকার কার্যক,
 বাচনিক ও মানাসিক কৰ্ম্ম আছে তৎসমুদয়ই নিঃশেষে পরি-
 ত্যগ্ন করিয়া একান্তর গুণের দ্বারা জিহ্মমাণ কোন
 প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যেতে যে তোমার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত
 স্বভাব আশ্রয়, কিছুমাত্র কড়ুও নাই, কেবলমাত্র ত্রিগুণ
 দ্বিত দেহ হাঁস্রয় ও মন বুদ্ধ্যাদি দ্বারা উদ্ভা 'নিঃস্র
 হইয়া থাকে এইরূপ অবধারণ করিয়া আমাকে শরণ লও
 অর্থাৎ "আমিই সেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব চিত্তস্বরূপ

যেও অদ্বিতীয় পরমাত্মা "এইরূপ নিশ্চয়বধানে কার্য
 অবস্থিতি করি। তাহা হইলে তোমার স্রদেহে আত্মার স্বরূপ
 প্রকাশের দ্বারা আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত
 করিব, তুমি ভয় করিও না (৬৬)। (ক)

আমি এই যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা
 জানি অতীত ব্যক্তি, কিম্বা অতীত, অথবা যে প্রকৃত
 গুণ নহে, কিম্বা আমাকে অস্বীকারিয়া থাকে এমন
 ব্যক্তির নিকট কখনো বলিবে না (৬৭)।

যে ব্যক্তি এই সকল পরম গুণতত্ত্ব আমার (ঈশ্বরের)
 তত্ত্বগণের নিকটে বর্ণনা করিবে ব্রাহ্মীয়া দিবে এবং উহা-
 কেই আমার পরম উপাসনা জানি কবিবে, সে অস্ত্রে আমাকেই
 নিশ্চয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৬৮)। যে ব্যক্তি উপযুক্ত
 পাতনিত আমার এই গুণতত্ত্ব উপদেশ রাশি সমর্পণ করিয়া
 সংসারের পরম কল্যাণ সংসাধন করিবে, তাহার অপেক্ষায়
 অধিক ~~কি~~ কার্যকারী আমার এ মনুষ্য লোকে কেহই
 নাই, অতএব তাহার অপেক্ষা অধিক প্রিয়তরও আমার
 এ ভূমিকে আর কেহ হইবে না (৬৯)। যে ব্যক্তি আমাদের
 এই পরম পরম সাধক সংসার ব্রীতিমত অধ্যয়ন করিবে,
 আমি মনে করি যে, সেই ব্যক্তি জ্ঞান বস্তুর দ্বারা আমার
 অর্চনা করিবে (৭০)। আর সে ব্যক্তি অহরাদি পরিত্যাগ
 পূর্বক শ্রদ্ধা সহকারে এই পরম তত্ত্ব কথা ব্রীতিমত শ্রবণ
 করিবে সেও পাপ রাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্ডরীক কারী-
 নিগের লভ্য, স্বর্গ লাভ করিবে (৭১)।

• হে পার্শ্ব! • তুমি আমার এই সকল গুণতত্ত্ব উপদেশগুলি

(ক) এই শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় উপদেশট অর্জুনকে দেওয়া হই-
 তেছে না, কারণ অর্জুনকে স্ববন্দ্য কৰ্মনিষ্ঠারই থাকিতে
 বলিয়াছেন, অর্জুনকে উপদেশ করিয়া জ্ঞান নিষ্ঠার প্রকৃত
 অধিকারীকেই এইরূপ উপদেশ করা হইল।

একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিয়াছ কি ? হে ধনঞ্জয় । এখন তোমার
জ্ঞান জনিত বিমোহ খিনষ্ট হইয়াছেত ?

অর্জুন বলিলেন ।—অচ্যুত ! আপনার প্রসাদে আমার
সমস্ত মোহ বিদূরিত হইয়াছে, আমি এইকণে আত্মত-
ত্ত্বাদি বিষয়ে বিশুদ্ধ ধারণা লাভ করিয়াছি, আমি স্থির
হইয়াছি, আমার সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, আমি
এইকণে আপনার আজ্ঞানুযায়ী কৰ্মানুষ্ঠান করিব (৭৩) ।

স্বয়ং বলিলেন ।—মহারাজ ! বাসুদেব এবং মহাত্মা
অর্জুনের এইরূপ মোহ হর্ষণ অদ্ভুত কথোপকথন আমি
শুনিতাম (৭৪) । সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং কথিত
এই অতি শুভপরম যোগ, আমি, ভগবান্ বেদব্যাসের
প্রসাদেই শ্রুতিতে সমর্থ হইলাম ! তিনি প্রসন্ন হইয়া দিব্য
দর্শন ক্ষমতা না দিলে আমি ইহাব একাক্ষরও জানিতে
পারিতাম না (৭৫) । হে মহারাজ ! কেশবর্জুনের এই পরম
পুণ্যজনক অত্যদ্ভুত সংবাদ সকল এক একবার শ্রবণ করিয়া
আমি বারম্বার যেন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছি !! (৭৬)
বিশেষতঃ, হে রাজন ! ভগবান্ হরির সেই অদ্ভুত রূপ
মনে করিয়া করিয়া অতীব বিশ্বয় উৎপন্ন হইতেছে,
আনন্দ সাগর যেন আরও বারম্বার উত্তোলিয়া উঠি-
তেছে (৭৭) । আমার এখন নিশ্চয় ধারণা হইতেছে যে
যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মন্থনিত স্বরূপ অবস্থিতি
করিতেছেন, এবং স্বয়ং অর্জুন যেখানে ধনুর্গ্ৰহণ করি-
য়াছেন সেই খানেই ক্রবা ক্রী—এবং বির্জয়ও ক্রব,
সেইখানেই বিভূতি এবং সেইখানে অখণ্ডিত নীতি বিদ্রাজ
করিবে (৭৮) ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

গীতা সমাপ্ত হইল ।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ।



